বেতারবাংলা

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

১২ মার্চ ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ভাষণ দেন

১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের মুলতুবি অধিবেশনের শুরুতে সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

১৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৬' প্রদান অনুষ্ঠানে পদকপ্রাপ্তদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন

বেতারবাংলা

দ্বিমাসিক পত্রিকা

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ • ১৪ এপ্রিল ২০২৬ - ১৪ জুন ২০২৬

আঞ্চলিক পরিচালক
মোঃ আল আমিন খান

সম্পাদক
মো. আরিফুর রহমান

সহ-সম্পাদক
সৈয়দ মারগুব ইলাহি

প্রচ্ছদ
আদনান অভি

মুদ্রণ সংশোধক
মোঃ হাসান সরদার

আলোকচিত্র
বেতার প্রকাশনা দপ্তর, পিআইডি,
বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্র, ইউনিটসমূহ
এবং মোস্তাফিজুর রহমান মিন্টু

প্রকাশক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
জাতীয় বেতার প্রশাসন ভবন
৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৪৪৮১৩০৩৯ (আঞ্চলিক পরিচালক)
০২-৪৪৮১৩০৫৩ (সম্পাদক)
০২-৪৪৮১৩০০৯ (বিজনেস ম্যানেজার/ফ্যাক্স)
ওয়েব সাইট: www.betar.gov.bd
ইমেইল: betarbanglabd@gmail.com
ফেসবুক: /betarbangla.bb

নামলিপি
কাইয়ুম চৌধুরী

প্রতি সংখ্যা: ২০ টাকা
ডাক মাশুলসহ প্রতি সংখ্যা: ৩০ টাকা

সম্পাদকীয়

“মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা” এ শুভ প্রত্যাশা নিয়ে নতুন বাংলা বছর শুরু হয়েছে। বঙ্গাব্দের প্রথম দিনটি বাঙালির জীবনে বিশেষভাবে তাৎপর্যময়। পহেলা বৈশাখ বাঙালির জীবনে নতুন উচ্ছ্বাস, নতুন কর্মচাঞ্চল্য নিয়ে হাজির হয়। এ দিনকে ঘিরে দেশব্যাপী নানা রকম আয়োজন- বৈশাখী মেলা, শোভাযাত্রা, হালখাতা, গানবাজনা, খেলাধুলাসহ নানা বর্ণিল অনুষ্ঠানে দলমত, ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানসমূহ প্রাণের উচ্ছ্বাসে ভরপুর হয়ে ওঠে। এসব আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে সম্প্রীতি, সৌহার্দ বৃদ্ধি পায়। পহেলা বৈশাখের মতো সর্বজনীন উৎসব বাঙালির যাপিত জীবনে আর নেই।

বাংলা সাহিত্যের দুই দিকপাল– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এবং কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)-এর জন্মবার্ষিকী যথাক্রমে ৭ মে ও ২৪ মে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম স্তম্ভ– যিনি কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক এবং সংগীতের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে বিশ্বদরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর লেখনীতে বাংলা ভাষা আধুনিক ও সমৃদ্ধ রূপ পেয়েছে। আর কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের ‘বিদ্রোহী কবি’ এবং বাংলাদেশের ‘জাতীয় কবি’। সাম্য, মানবতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার তাঁর সাহিত্যকর্ম, বিশেষ করে তাঁর কবিতা ও গান বাঙালি জাতিকে শত বছরের শোষণের বিরুদ্ধে ও বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। বাঙালির মানস এবং সাংস্কৃতিক আত্মপরিচেয়ের শেকড় সন্ধানে এই দুই কবির অবদান চিরস্মরণীয়।

আমাদের সামনে পবিত্র ঈদুল আজহা সমাগত। পশু কোরবানির সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন নিজের মনের পশুকেও কোরবানি দিতে পারি, গরিব-দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি, বৃহত্তর প্রয়োজনে সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ তুচ্ছজ্ঞান করতে পারি– এ স্পৃহা সবাইকে নতুন করে উজ্জীবিত করবে, এই প্রত্যাশা হোক আমাদের সকলের।

বেতার বাংলার এই সংখ্যায় পহেলা বৈশাখ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং ঈদুল আজহা-সম্পর্কিত প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, ছড়া প্রকাশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশ বেতারের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের বিশেষ দিবসের অনুষ্ঠান পরিকল্পনা, গ্রীষ্মকালীন ফিক্সড পয়েন্ট, বেতারে প্রচারিত উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানসমূহ, শ্রোতা সম্পৃক্ততার চিত্র এবং সরকারের অগ্রাধিকারভিত্তিক কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। বিষয়বস্তু যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে, তবুও পাঠকের কাছে এ সংক্রান্ত ভুলের জন্য মার্জনা প্রার্থনা করছি।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ • ১৪ এপ্রিল ২০২৬ - ১৪ জুন ২০২৬

সূচিপত্র

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

কৃষক কার্ড বিষয়ে কৃষিমন্ত্রীর বিশেষ সাক্ষাৎকার ৩

ফ্যামিলি কার্ড বিষয়ক তথ্য ৫

বাংলা নববর্ষ : পুণ্যাহ থেকে পহেলা বৈশাখ
- ড. মাহমুদা পারভীন ৬

রবীন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষা ও সৃজনযাত্রা
- সরিফা সালোয়া ডিনা ১০

নজরুলের গানের ভেলায় বাংলা নাটক
- সালাউদ্দিন আহমেদ ১৩

পবিত্র ঈদুল আজহা ও কুরবানির তাৎপর্য
- মাওলানা হাফেজ কাজী মারুফ বিল্লাহ ১৭

শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও তাঁর কালজয়ী আদর্শ ১৯

বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

বাংলাদেশ বেতারের গ্রীষ্মকালীন সূচির বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহ ৪৩

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহ ৪৮

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহ ৫৫

পবিত্র ঈদ-উল-আজহার দিনে বাংলাদেশ বেতারের বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহ ৬২

বেতার সম্প্রচার তথ্য ও ফিডব্যাক

সংবাদ সূচি ৭০

সম্প্রচার সময়সীমা ৭২

সম্প্রচারিত উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ ৭৫

শ্রোতা সম্পৃক্ততার চিত্র ৭৮

গল্প

মনস্টারের পাতাগুলো ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে
- তারিক মনজুর ২২

তোর নামেই সকাল - পল্লব শাহরিয়ার ২৬

পোড়া বাড়ি - অলোক আচার্য ৩১

ভালোবাসা নাকি মায়া - সাবরিনা নিপু ৩৩

কবিতা

সময়ের করোটিতে - মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান ৯

অনিষ্ট অন্ধকার - রানা মাসুদ ৯

বৈশাখ নিয়ে আসে জীবনের ছন্দ - খালেদ হোসাইন ১২

পালাতে চাই - সোহানা বিলকিস ১২

ভালোবাসা ক্রমশই নিম্নগামী হয় - আবিদ আনোয়ার ১৬

বিমূর্ত হাওয়া - সুমন সরদার ১৬

পথিক - মহসিন আহমেদ ২১

কবি নজরুল - গোলাম নবী পান্না ২১

চেনা বৈশাখে অচেনা তুমি - খান নজম-ই-এলাহি ৩০

এই শহরে মন বসে না - এম এ জিন্নাহ ৩০

তরুপল্লব

নুন আর পান্তা - বারী সুমন ৩৬

এলো বৈশাখ - রকিবুল ইসলাম ৩৬

ছোট্টবেলার বৈশাখ - আব্দুস সাত্তার সুমন ৩৭

কুরবানির ঈদ - শামীমা জান্নাত শিউলী ৩৮

নতুন বছর - মো. আশতাব হোসেন ৩৮

বৈশাখী আনন্দে - এম. আব্দুল হালীম বাচ্চু ৩৯

এসো হে বৈশাখ - এম সবুজ মাহমুদ ৩৯

গরু গুম : দ্য রিটার্ন - জুয়েল আশরাফ ৪০

সংগীতের সুরে - কৃষ্ণ কর্মকার কৌশিক ৪২

প্রাণের বাংলাদেশ - শারমিন নাহার ঝর্ণা ৪২

বেতার সংবাদ ৭৯

বেতার অ্যালবাম ৮১

৮৪

১৪ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান টাঙ্গাইলের শহীদ মারুফ স্টেডিয়ামে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে কৃষকের হাতে কৃষক কার্ড তুলে দেন

কৃষক কার্ড বিষয়ে কৃষিমন্ত্রীর বিশেষ সাক্ষাৎকার

কৃষকের অর্থনীতি চাঙ্গা হলেই এ দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে

- মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ
মন্ত্রী
কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সজীব দত্ত: মন্ত্রী মহোদয়, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি বেতার বাংলার পক্ষ থেকে। কৃষক কার্ড বিতরণ কার্যক্রম নিয়ে জানতে চাই আপনার কাছে।

মন্ত্রী: ধন্যবাদ আপনাকে। বাংলাদেশের ৭০ ভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত এবং কৃষি এ দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি বা মেরুদণ্ড। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা ছিল– আগামী পহেলা বৈশাখ কৃষক কার্ড বিতরণ উদ্বোধন করা হবে, এটা অ্যাকচুয়ালি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান সাহেবের একান্ত চিন্তার একটা ফসল। কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে, কৃষকের অর্থনীতি শক্তিশালী হলে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। তো এখানে কৃষক বাঁচার প্রশ্ন যদি আসে, তাহলে আরো কয়েকটি জিনিস স্বভাবতই সামনে এসে যায়।

প্রথমত সমস্যাটা কোথায় কৃষক ফেস করছে? অনেক সময় দেখা যায়– কৃষক নয়, এমন লোক কৃষিপণ্য নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করে। সত্যিকারে যে কৃষক, সে তার প্রাপ্য জিনিসটুকু পায় না। যেমন: সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি এবং ন্যায্যমূল্যে পানি। এই জিনিসগুলো অনেক সময় সত্যিকারের কৃষক পায় না। আবার একই সাথে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্যটাও পায় না।

এই যে গ্যাপটা– এক, উৎপাদনকালীন প্রয়োজনীয় দ্রব্য না পাওয়া; দুই, উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া– এই দুটি কারণেই কৃষক সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কৃষক মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না, যার কারণেই এই কৃষক কার্ড। এই কৃষক কার্ডের ভেতরে এত বেশি ডাটা এর ভেতরে থাকবে, যারা একেবারে প্রান্তিক কৃষক, একেবারে গরিব কৃষক, ক্ষুদ্র কৃষক– এদেরকে বছরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে টাকা আমরা দিয়ে দিচ্ছি, যেটা দিয়ে তার অনেক বড় উপকারে আসবে। আবার বড় কৃষক যারা আছে তারাও এই কার্ডের আওতায় আসবে। কিন্তু তারা অর্থ পাবে না।

১৭ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ কুমিল্লা সদর উপজেলার বিবির বাজার হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে কৃষক কার্ড বিতরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কৃষকদের মাঝে কৃষক কার্ড বিতরণ করেন

কিন্তু তাহলে কেন কার্ডের আওতায় আসলো? যেমন আমি আরো ভেঙে যদি বলি– এই যে, ধরেন এবার আলুর প্রোডাকশন অনেক বেড়ে গেছে। আপনারা নিউজে শুনছেন কি আলুর দাম কমে গেছে, কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার অন্য কোনো সময় দেখা যায় আলুর দাম এত বেড়ে গেছে যে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। এই কৃষক কার্ড এটাকে কন্ট্রোল করবে।

কারণ আমরা যদি, সরকার যদি ক্যালকুলেশন করতে পারে যে আমার কত আলুর প্রয়োজন, আমার এই কৃষক কার্ড অনুযায়ী আমি কিন্তু সব রেকর্ড রাখতে পারব; ওই এলাকার ওই কৃষক কোন ধরনের মাটি, কোন ধরনের ফসল তার এখানে ভালো হয়। আমি সেক্ষেত্রে বলতে পারব উপজেলা ওয়াইজ। হ্যাঁ, এই এলাকায় মেইনলি পটেটো প্রোডাকশন ইজ দ্য বেস্ট জোন। আমার টোটাল চাহিদা কত, সে অনুযায়ী আমি উপজেলা পর্যায়ে বলে দিতে পারি এত উৎপাদন করতে হবে।

তাহলে কৃষকের উৎপাদিত পণ্য ইন টাইম একদম ভালো প্রাইসে চলে গেল এবং কনজিউমাররা অ্যারাউন্ড দ্য ইয়ার একটা সঠিক দামে কিনতে পারবে। এই কৃষক কার্ডে প্রদত্ত মূল সেবাসমূহ আমি যদি বলে দিই:

- ন্যায্য মূল্যে কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি।
- ন্যায্য মূল্যে সেচসুবিধা প্রাপ্তি (এটা কৃষক উপভোগ করবে)।
- সহজ শর্তে কৃষিঋণ প্রাপ্তি।

এখানে বলে রাখি– অনেক সময় দেখা যায়, কৃষিঋণ তুলে নিয়ে গেছে অথচ সে কৃষক না। এর ফলে কৃষকই শুধু যার কার্ড আছে (ওখানে জমির পরিমাণ পর্যন্ত লেখা থাকবে) সেই কৃষিঋণ উত্তোলন করতে পারবে।

- স্বল্প মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি পাওয়া যাবে।

এখানে ধরেন, গত সরকারের আমলে দেখছেন যে কয়েক হাজার কোটি টাকার সেচযন্ত্র বা কৃষিযন্ত্র দেওয়া হইছে। এক, কিছু দিয়েছে কিছু দেয় নাই; দুই, সত্যিকারে যে কৃষক সে পায় নাই, যে কৃষক নয় এমন লোক নিয়ে গেছে। সো এখন যেটা হবে, যার কার্ড আছে শুধু সে-ই এসব সুবিধা এনজয় করতে পারবে। ওখানে তো বড়, মাঝারি, ছোট উল্লেখ করা থাকছে। এই হলো কৃষক কার্ডের সুবিধা।

- সরকারি ভর্তুকি ও প্রণোদনা প্রাপ্তি।
- মোবাইলে আবহাওয়া পূর্বাভাস ও বাজার তথ্য।

এই কৃষি কার্ড যার থাকবে, তার মোবাইল নম্বর আমাদের কাছে থাকবে। সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া আবহাওয়া নিউজ, অন্যান্য নিউজ সরাসরি কৃষকের কাছে চলে যাবে।

সজীব দত্ত: এখন স্যার মোবাইল ফোনেও রেডিও শোনা যাচ্ছে এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে, অ্যাপের মাধ্যমে রেডিও কিন্তু এখন বিশ্বব্যাপী আরো বেশি ছড়িয়ে পড়ছে।

মন্ত্রী: রাইট। তার পরও যেটা আছে কৃষিবিষয়ক প্রশিক্ষণ– আমরা বলে দিতে পারব আপনার এলাকায় এই আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। মানে কৃষককে প্রোডাক্ট ডেভেলপ করার প্রশ্নে যেন যত ধরনের সাপোর্টের প্রয়োজন, এই কৃষক কার্ড সহায়তা করবে। কারণ এটা একটা রেকর্ড আমাদের কাছে থাকবে।

- ফসলের রোগবালাই দমনে পরামর্শ।
- কৃষি বীমা সুবিধা।
- ন্যায্যমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয় ও সুবিধাপ্রাপ্তি।

কাজেই কৃষক তার পণ্যের উৎপাদনের রেটের যে লাভসহ যে দাম সরকার ফিক্সড করবে, ওই দামেই কৃষক বিক্রি করে লাভ করতে পারবে।

সজীব দত্ত: আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ বাংলাদেশ বেতারের পক্ষ থেকে। এই যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন, এর মাধ্যমে সারা দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকরা যে লাভবান হবেন, আমাদের বাংলাদেশ বেতারের বেতার বাংলার পাঠকদের উদ্দেশে শেষের কথায় কী আহ্বান রাখবেন?

মন্ত্রী: বাংলাদেশের এই সরকার বিশ্বাস করে এবং এটাই সত্য, ৭০ শতাংশ লোক কৃষিজীবী। কৃষকের অর্থনীতি চাঙ্গা হলেই এ দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। আসেন, সবাই কৃষক কার্ডের যেসমস্ত সুবিধা দেওয়া হয়েছে ওই সুবিধাগুলোকে সঠিকভাবে উপভোগ করুন। তাহলেই কৃষির উন্নয়ন হবে, আপনার উন্নয়ন হবে, দেশের উন্নয়ন হবে। ধন্যবাদ।

সজীব দত্ত: প্রিয় পাঠক, কথা বলছিলাম জনাব মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ, মন্ত্রী, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। আপনাদের সবাইকে আরো একবার শুভেচ্ছা।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে: সজীব দত্ত, উপস্থাপক, বাংলাদেশ বেতার।

ফ্যামিলি কার্ড

১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ঢাকার বনানীতে কড়াইল বস্তিসংলগ্ন টিঅ্যান্ডটি খেলার মাঠে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপকারভোগীদের হাতে ফ্যামিলি কার্ড তুলে দেন

ফ্যামিলি কার্ড (Family Card) কার্যক্রম মূলত টিসিবির (TCB) মাধ্যমে নগদ আর্থিক সহায়তা বা ভর্তুকি মূল্যে তেল, চিনি, ডাল, পেঁয়াজসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সাশ্রয়ী মূল্যে পাওয়ার একটি পদ্ধতি। বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী গত ১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে ঢাকায় এই কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে 'ফ্যামিলি কার্ড' বিতরণ চালু করেছেন।

পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ মা বা বোনের নামে এই কার্ড প্রদান করা হচ্ছে, যা নারী ক্ষমতায়নে সহায়তা করবে। স্বল্প আয়ের পরিবারগুলোর মাসিক মুদি খরচ কমাতে এটি সহায়তা করছে।

পাইলট কর্মসূচিতে প্রাথমিকভাবে ১৪টি ইউনিটে ১০,০০০ পরিবারকে কার্ড প্রদান শুরু হয়েছে এবং জুন/২০২৬-এর মধ্যে এটি ৪০০০০ পরিবারে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী চার বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ৪ কোটি পরিবারকে 'ফ্যামিলি কার্ডের' আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা সরকারে রয়েছে। ভবিষ্যতে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে অন্যান্য সরকারি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোও এক জায়গায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রধানত স্বল্প আয়ের মানুষ, দিনমজুর বা এমন পরিবার– যাদের মাসিক আয় নির্দিষ্ট সীমার নিচে, তারা এই কার্ডের আওতায় থাকছেন। এছাড়া বিধবা, বয়োজ্যেষ্ঠ নারী এবং অস্বচ্ছল নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। গ্রামীণ এলাকায় বসতভিটাসহ আবাদি জমির পরিমাণ ০.৫০ একর বা তার কম এবং পরিবারের মাসিক আয় ও সম্পদের ভিত্তিতে এই যোগ্যতা নির্ধারিত হবে।

ফ্যামিলি কার্ড নিবন্ধন প্রক্রিয়া সাধারণত স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা থেকে পরিচালিত হচ্ছে। আবেদন প্রক্রিয়া শেষে স্থানীয় ইউনিয়ন বা পৌরসভা থেকে এটি যাচাই করে কার্ড বিতরণ করা হবে।

ফ্যামিলি কার্ড পাওয়ার জন্য দরকার হবে আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি এবং একটি সচল মোবাইল নম্বর।

বর্তমানে দেশে প্রচলিত ৯৫টিরও বেশি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে বিদ্যমান সমন্বয়হীনতা, একই ব্যক্তির একাধিক সুবিধা গ্রহণ এবং উল্লেখযোগ্য হারে প্রকৃত দরিদ্রদের বাদ পড়ার মতো ত্রুটিগুলো দূর করে একটি বৈষম্যহীন ও মানবিক কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে তোলাই এ কর্মসূচির লক্ষ্য। এই কর্মসূচির দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প হলো ২০৩০ সালের মধ্যে ফ্যামিলি কার্ডকে প্রতিটি নাগরিকের জন্য একটি 'সর্বজনীন সোশ্যাল আইডি কার্ড'-এ রূপান্তর করা। [তথ্যসূত্র: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়]

বাংলা নববর্ষ : পুণ্যাহ থেকে পহেলা বৈশাখ

ড. মাহমুদা পারভীন

"বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন,
চৈত্র অবসান–
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্বশেষ গান।।
... ...
মুক্ত বাতায়নে
বৎসরের শেষ গান সাঙ্গ করি দিনু অঞ্জলিয়া
নিশীথগগনে।।"

("বর্ষশেষ", 'কল্পনা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১৩০৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের শেষ দিনে এই কবিতাটি লেখা হয়েছিল। এখানে বৎসর শেষের ক্লান্তি যেমন ধ্বনিত হয়েছে তেমনি নতুন বৎসরের আগমনী সুরও প্রচ্ছন্নভাবে বেজে উঠেছে। পুরাতন বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার রীতি বঙ্গীয় অঞ্চলে দীর্ঘদিন থেকে প্রচলিত। আদিতে বাংলা সনের প্রথম মাস হিসেবে গণ্য করা হতো অগ্রহায়ণ মাসকে। পরবর্তী সময়ে ষোলো শতকে মোগল সম্রাট আকবরের শাসনামলে ফসল উৎপাদন এবং খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে বৈশাখ হয়ে উঠল প্রথম মাস এবং একই সময় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল বঙ্গাব্দের। তার পর থেকে বৈশাখ মাসের প্রথম দিনটি হয়ে গেছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। পুণ্যাহ উৎসবটি মূলত এই দিনেই পালিত হয়। তবে আদিকালে পুণ্যাহ উৎসবের কোনো নির্দিষ্ট দিন-তারিখ ছিল না। 'বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ'-এ পুণ্যাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে– "পুণ্যাহ বাংলার রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত বার্ষিক বন্দোবস্তের উৎসব। জমিদারি ব্যবস্থা বিলুপ্তির পর পুণ্যাহ

উৎসবেরও বিলুপ্তি ঘটেছে। রাজস্ব বন্দোবস্ত ও আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে পুণ্যাহ ছিলো একটি মুঘল যুগের ব্যবস্থা । এ ব্যবস্থায় সকল জমিদার, তালুকদার, ইজারাদার এবং অন্যান্য রাজস্ব প্রদানকারী ব্যক্তিদেরকে একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হতো। এ অনুষ্ঠানে পূর্বের বছরের রাজস্ব পরিশোধ করা হতো এবং নতুনভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হতো।" উল্লিখিত এইসব অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি পুণ্যাহ উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে মিষ্টি জাতীয় দ্রব্যাদি এবং পানসুপারি পরিবেশন করা হতো। এ ছাড়া যাত্রা, পালাগান, নৃত্যগীত, আড়ং, গবাদি পশুর লড়াই এবং লোকজ সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত নানান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। পুণ্যাহ অনুষ্ঠানটি কালক্রমে সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক উৎসবে রূপান্তরিত হতে থাকে। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন বিলুপ্তির পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলুপ্তি ঘটে। এর ধারাবাহিকতায় বিলুপ্তি ঘটে পুণ্যাহ উৎসবের। কিন্তু পুণ্যাহ উৎসবের বেশ কিছু কার্যক্রম ততদিনে বাংলার জনসংস্কৃতিতে যুক্ত হয়ে গেছে।

রাজদরবার ও বিভিন্ন সামন্ত্রতান্ত্রিক ইউনিটের বাইরে ব্যবসায়ীরা তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ঘটা করে পালন করত হালখাতা অনুষ্ঠান। প্রথম পর্যায়ে পুণ্যাহ উৎসবের নির্দিষ্ট দিন তারিখ না থাকলেও হালখাতা অনুষ্ঠান প্রথম থেকেই অনুষ্ঠিত হতো বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে। হালখাতা অনুষ্ঠানের প্রধান কাজ ক্রেতা-বিক্রেতার ব্যাবসায়িক হিসাবনিকাশ এবং বকেয়া আদায়। এরপর উৎসবমুখর পরিবেশে বিতরণ করা হতো মিঠাই মণ্ডা। উপমহাদেশের নানান পরিবর্তিত রাজনৈতিক বন্দোবস্তের প্রেক্ষাপটে 'পুণ্যাহ' ও 'হালখাতা' এই দুই অনুষ্ঠানের সম্মিলিত ধারা থেকেই আজকের 'পহেলা বৈশাখ'-এর উৎপত্তি। পহেলা বৈশাখ কিংবা বাংলা নববর্ষ যে নামেই ডাকা হোক না কেন, আজ তা বাঙালির সবচেয়ে বড় অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন উৎসব। এই অনুষ্ঠান এখন পুরোপুরি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব, যদিও এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক। নববর্ষের অর্থনৈতিক বাজার এখন অনেক বিস্তৃত হয়েছে। বলা চলে মুসলিম সম্প্রদায়ের দুই ঈদ, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গোৎসবের পরপরই নববর্ষের অবস্থান। নববর্ষকে কেন্দ্র করে অর্থনীতির চাকা বেশ সচল হয়ে ওঠে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে যথেষ্ট অবদান রাখে।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পহেলা বৈশাখের অসামান্য অবদান রয়েছে। বিশেষ করে, পহেলা বৈশাখের প্রথম প্রহরে রমনার বটমূলে সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব সর্বাধিক। এ প্রসঙ্গে ছায়ানটের সভাপতি সর্বজনশ্রদ্ধেয় সন্‌জীদা খাতুনের মূল্যায়ন স্মরণ করা যায়– "পহেলা বৈশাখের প্রভাতে রমনার বটমূল বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনার অঙ্গীকারে সমৃদ্ধ হবার উজ্জীবিত হবার পুণ্যস্থান।" বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় যে জাগরণ শুরু হয়েছিল, ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা আরো বেগবান হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চার পূর্ণ অধিকারের দাবি আরো সোচ্চার হয়ে ওঠে। বাংলা বর্ষ হলো সৌরবর্ষ। সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা বর্ষ ও মাস শুরু হয়। ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান প্রতি বছর তাই শুরু হয় সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। প্রভাতি সুরের মূর্ছনায় রমনা উদ্যানে সৃষ্টি হয় এক অপূর্ব আবহ। পুরো অনুষ্ঠান সাজানো হয় বাংলা গানের মাধ্যমে। এতে ব্যবহার করা হয় দেশীয় নানান বাদ্যযন্ত্র। এক কথায় এই অনুষ্ঠান বাঙালি সংস্কৃতির খাঁটি অনুষ্ঠান। আধুনিক সম্প্রচার প্রযুক্তির কল্যাণে এই অনুষ্ঠান এখন পুরো পৃথিবীর আগ্রহী মানুষেরা উপভোগ করতে পারে।

ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের পরপরই যে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের নাম নিতে হবে তা হলো 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'। এর আভিধানিক অর্থ হলো মঙ্গলার্থে পদযাত্রা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের আয়োজনে পহেলা বৈশাখে এই শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৮৯ সালে। এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম কয়েক জন হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের তৎকালীন শিক্ষার্থী মাহবুব জামাল শামীম, হিরন্ময় চন্দ্র ও মোকলেসুর রহমান। পৃথিবীর অনেক দেশে নববর্ষকে উপলক্ষ্য করে এমন শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের এই মঙ্গল শোভাযাত্রা ইউনেসকোর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০১৬ সালে ইউনেসকোর 'স্পর্শাতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবিষয়ক আন্তরাষ্ট্রীয় কমিটির (Inter Governmental Committee on Intangible Heritage)'-এর ১১তম সভায় এই স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশ। এতে করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাঙালির সংস্কৃতি পরিচিতি লাভ করেছে ব্যাপকভাবে। প্রতি বছর নতুন নতুন বিষয় নির্বাচন করে দেশীয় লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন মোটিফকে ত্রিমাত্রিক মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় এই শোভাযাত্রায়। চারুকলা অনুষদের আয়োজনে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হলেও এতে অংশগ্রহণ করে থাকেন উৎসাহী সব মানুষ। বাংলাদেশের জনগণের সাম্য সম্প্রীতি লোকায়ত দর্শন ও সহিষ্ণুতার এক জীবন্ত এবং মূর্ত প্রতীকের সমার্থক শব্দের নাম এই মঙ্গল শোভাযাত্রা।

বাংলা নববর্ষকে উপলক্ষ্য করে বাংলা সাহিত্য ও শিল্পের চর্চা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। এর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছে কবিতার শাখা। এক্ষেত্রে প্রথমেই যে কবিতার কথা মনে পড়ে তার নাম '১৪০০ সাল' কবিতা। এই কবিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন ১৩০২ বঙ্গাব্দে। কবি প্রত্যাশা করেছিলেন এক শতাব্দী পরে ১৪০০ বঙ্গাব্দের প্রথম দিনে কবির এই কবিতাটি পড়ে পাঠক কেমন করে কবিকে স্মরণ করবেন– এই ভাবনা থেকে। কবির প্রত্যাশার চেয়েও বেশি আগ্রহ নিয়ে বাঙালি ১৪০০ বঙ্গাব্দের প্রাক্কালে এই কবিতার মাধ্যমে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করেছে। কবিতা থেকে কিছু চরণ উদ্ধৃত করা যায় :

আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে,
আজি হতে শতবর্ষ পরে!
... ...
আজি হতে শতবর্ষ পরে
এখন করিছে গান সে কোন্ নতুন কবি
তোমাদের ঘরে!

('১৪০০ সাল', চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পরবর্তী সময়ে কবি কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে ও অনুপ্রাণিত হয়ে আরেকটি কবিতা রচনা করেন, যার নামও '১৪০০ সাল'।

নজরুলের কবিতার কিছু চরণ :

আজি হতে শত বর্ষ আগে!
কে কবি, স্মরণ তুমি করেছিলে আমাদের শত অনুরাগে
আজি হতে শত বর্ষ আগে।
... ...
শতবর্ষ পরে যেথা তোমার কবিতাখানি পড়িতেছি রাতে।
নেহারিলে বেদনা-উজ্জ্বল আঁখি-নীরে।

('১৪০০ সাল', কাজী নজরুল ইসলাম)

কবি নজরুলের কবিতায় বৈশাখ তার রুদ্ররূপে উপস্থিত হয়েছে বারবার। "ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবৈশাখীর ঝড়"– তারুণ্যের ক্ষিপ্রতার সাথে এখানে বৈশাখের তুলনা করা হয়েছে। কবি ফররুখ আহমদের 'বৈশাখের কালো ঘোড়া' এবং 'বৈশাখ' কবিতায় পাওয়া যায় বৈশাখের বন্দনা। জীবনানন্দ দাশ 'হেমন্তের কবি' হিসাবে পরিচিতি পেলেও বৈশাখের কথা তাঁর কবিতাতেও মেলে। আহসান হাবীব, সুকান্ত ভট্টাচার্য, গোলাম মোস্তফা, আল মাহমুদ, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায়ও প্রবলভাবে উদ্ধৃত হয়েছে বৈশাখ। সৈয়দ শামসুল হকের 'বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা' নামে একটা কাব্যগ্রন্থ আছে বৈশাখকে উল্লেখ করে। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করা যায় যে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যেও বৈশাখের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। 'কালকেতু উপাখ্যান'-এ ফুল্লরার বারো মাসের দুঃখ-কষ্টের বর্ণনায় বৈশাখের নিদারুণ রূপের উল্লেখ পাওয়া যায় :

বৈশাখে অনলসম বসন্তের খরা।
তরুতল নাহি মোর করিকে পসরা
পায়ে পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
... ...
বৈশাখ হৈল আগো মোর বড় বিষ।
মাংস নাহি খায় সর্ব্বলোকে নিরামিষ।

('কালকেতু উপাখ্যান', মুকুন্দরাম চক্রবর্তী)

বিদুষী খনা তাঁর রচিত বচনেও বৈশাখ মাসের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন :

ক. বৈশাখের প্রথম জলে
আশু ধান দ্বিগুণ ফলে।
খ. মাঘে মুখী ফাল্গুনে চুখী
চৈতে লতা, বৈশাখে পাতা।

কবিতার পরপরই বৈশাখবন্দনায় এগিয়ে আছে বাংলা গান। এ ক্ষেত্রেও সবার আগে রবীন্দ্রনাথের নাম নিতে হবে। অনেক গান তিনি তৈরি করেছেন বৈশাখকে বিষয় করে। তাঁর 'গীতবিতান' নামের সংকলনের প্রকৃতি পর্বের গানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছে বৈশাখ মাস। রবীন্দ্রনাথের "এসো হে বৈশাখ, এসো এসো" গান ছাড়া বাঙালির নববর্ষ উদ্‌যাপন করা প্রায় অসম্ভব। বাংলা গানকে বৈশাখ এতটাই প্রভাবিত করেছে যে ব্যান্ড সংগীতেও প্রবলভাবে এর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

বাংলা নববর্ষের সঙ্গে বাংলা লোকসংস্কৃতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। লোকায়ত বাংলার অন্যতম পর্বের নাম মেলা। আদিকাল থেকে বঙ্গীয় জনপদে বিশেষ বিশেষ দিনে, বিশেষ করে কৃষকের ফসল গোলায় তোলার পরে গ্রামের হাটে, নদীর ধারে কিংবা সুবিধাজনক উন্মুক্ত স্থানে মেলা হতো। নানান দেশীয় খাবার এবং কুটিরশিল্পের পসরা সাজিয়ে বসতেন সংশ্লিষ্ট নির্মাতারা। এর মধ্যে অন্যতম হলো বৈশাখ মাসের মেলা যা 'বৈশাখী মেলা' নামে পরিচিত। ষাটের দশকে এসে এই মেলার একটা নাগরিক রূপ তৈরি হয়েছে। গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজের মেলা এখন পহেলা বৈশাখে নাগরিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। এই মেলায় অংশগ্রহণের জন্য সারা বছর ধরেই অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তারা ব্যস্ত থাকেন। এর অর্থনৈতিক ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পহেলা বৈশাখ বাঙালির জীবনে সবচেয়ে বড় অসাম্প্রদায়িক উৎসব। এই দিনকে ঘিরে সম্প্রীতি ও মানবিক উদার চেতনার চর্চা হয় এবং আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে দেখা হওয়ার ফলে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করবার সুযোগ ঘটে। তাই পহেলা বৈশাখের সামাজিক গুরুত্বও কম নয়। পহেলা বৈশাখকে উপলক্ষ্য করে পুরো দেশ জুড়ে নানান সাংস্কৃতিক সংগঠন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এইসব অনুষ্ঠানে দেশীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা পরিবেশিত হয়। এতে করে বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেশীয় সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ ঘটে, দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় এবং নিজ সংস্কৃতির প্রতি দায়িত্বশীলতা বাড়ে।

বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও নববর্ষ উদ্‌যাপনের রীতি প্রচলিত আছে। তাদের প্রধান তিন জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা 'বৈসু', 'সাংগ্রাই' ও 'বিজু' নামে নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন করে। ত্রিপুরাদের বর্ষবরণ উৎসবের না 'বৈসু', মারমাদের নববর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের নাম 'সাংগ্রাই', চাকমাদের নববর্ষ উৎসব 'বিজু' নামে পরিচিত। কয়েক দশক ধরে প্রধান তিন জাতিগোষ্ঠীর উৎসব সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয় এবং তাদের নববর্ষ উৎসবের নামগুলোর আদ্যক্ষর থেকে 'বৈসাবি' নামে সমন্বিত একটি নাম সৃষ্টি করা হয়েছে। পহেলা বৈশাখের দুই দিন আগে নদীতে ফুল ভাসিয়ে আদিবাসীরা তাদের বর্ষবরণ উৎসব শুরু করে। পরবর্তী দুই দিন ধরে আদি এই নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা তাদের নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন উৎসব পালন করে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে। 'বৈসাবি' উৎসবকে উপলক্ষ্য করে আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা করার প্রয়াস লাভ করে।

বাংলাদেশ সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যেখানে তিনটি ক্যালেন্ডার ব্যবহৃত হয়। এই দেশে রাষ্ট্রীয় সকল কাজকর্ম হয় খ্রিষ্টাব্দ মেনে। মুসলিমদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয় হিজরি সনের মাধ্যমে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং দেশের কৃষিভিত্তিক কাজকর্ম করা হয় বঙ্গাব্দ অনুসরণ করে। এই তিন ধারার মধ্যে বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখকে ঘিরে নববর্ষ উৎসব হচ্ছে বাঙালির হাজার বছরের আত্মপরিচয়ের উৎসব।

লেখক : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা

সময়ের করোটিতে

মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান

সময়ের করোটিতে টোকা দিয়ে দেখি
ভয়ংকর রকমের ফাঁপা
যেন কবে নষ্ট ডিম হয়ে গেছে বলে
বাহুল্য ওজন ভেবে মগজের ভার নিরুদ্বেগে
খুলে ফেলে– মাথাব্যথা ইত্যকার ঝামেলার থেকে–
মুক্ত হয়ে অনায়াসে ছেড়েছে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস
মাথাটা হাঁটুর বরাবর নেমে আসা ভালো নয়
অথচ সে ভাবে আছে দীর্ঘ দিন থেকে
ফলে তীব্র চাপে ক্রমাগত রক্তক্ষরণেই শেষে
পচেছিল আক্রান্ত মগজ– তার সাথে–
কষ্টকর কুঁজো দেহে হৃৎপিণ্ডে ফুসফুসে বহুকাল
রক্ত চলাচল কিংবা অক্সিজান পৌঁছেনি সঠিক
সহজ নিঃশ্বাস তাই মরে গেছে– মরেছে আবেগ
এমত অবস্থা আরো যত দিন চলে
এসো তত দিন ধরে ফাঁপা করোটিকে
যোগ্য কাজে ব্যবহার করি
ওটাকে বিযুক্ত করে সোমরসে পূর্ণ করি– এসো
সাধু বা মাতাল হয়ে পান করি আর–
নির্বাচন-আন্দোলন-নেতা-নেত্রী-ক্ষমতা ইত্যাদি–
খেউড়ে খিস্তিতে মত্ত হয়ে যাই-এসো

অনিষ্ট অন্ধকার

রানা মাসুদ

আজকের রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনটি আগামী কাল
ঠাঁই নেবে অতীতের গর্ভে
সময় ও স্রোত সমান্তরালে ছুটে চলে...
প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি দিনের সারাৎসার দিয়ে গড়া
সভ্যতার ইতিহাস।

রোদের অক্ষরে লেখা জীবনের খেরোখাতা
আলোর সারল্য অনুবাদ না বুঝেই
নান্দীপাঠ নেয় বালক-জীবন,
স্বপ্নের নিকানো উঠোনে সযত্নে ঝাড়পোঁছ, মসৃণ প্রলেপ
আবার স্মৃতির করিডোরে নিরালায় উঁকি দেয়
শৈশবের দ্রৌপদীরা, ভিজে ওঠে দুচোখ অতীত আর্দ্রতায়,
কর্কশ চৈত্রের পাতাঝরা দিন শেষে– বৈশাখী আসরে
অপাঠ্য ঝড়ের তীর্থে ফের হেসে ওঠে নতুন আগামী।
লাল-হলুদের নিপুণ বিন্যাস আর সবুজের আবাহনে
নতুন প্রত্যয়ে পথ হাঁটা...

তবুও অনিষ্ট অন্ধকার ওঁৎ পেতে থাকে
জীবন পথের মসৃণ পৈঠায়।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষা ও সৃজনযাত্রা

সরিফা সালোয়া ডিনা

জীবন স্বভাবতই কাঙ্ক্ষিত, সে কারণে বৃহৎ জীবনের কাছে ক্ষুদ্র জীবনের আবেদন ও দাবি স্পষ্ট। সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার আকুতিও স্পষ্ট, মৃত্যুপথযাত্রী খড়কুটো আঁকড়ে জীবনের মহত্ত্বটুকু নিতে চায়। আর মধুময় পৃথিবীর বন্দনায় মুখর কবি ব্যাকুল হয়ে বলেন,

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

সেই বেঁচে থাকা যাপিত জীবনকে দূর থেকে আলো ফেলে স্মৃতিগন্ধী গদ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) 'জীবনস্মৃতি' ১৯১৩/১৯১২ খ্রি. নামক স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেছেন।

অর্ধশত বৎসর অতিক্রমের পর বেড়ে ওঠা জীবনের খুঁটিনাটি অপূর্ব সাংগীতিক কৌতুকভাষ্যে উপস্থাপন কবি রবীন্দ্রনাথের অভূর্তপূর্ব সৃষ্টি। বাল্যকালের পড়াশোনা, ঠাকুরবাড়ির রকমারি অভ্যেস, স্কুল, বাবামশায়কে অনুকরণ, বাবামশায়ের সঙ্গে প্রথম বাড়ির বাইরে যাওয়ার স্মৃতি, নামাত্রিক বন্ধুর পরিচয়, অগ্রজ লেখকদের গ্রন্থসমালোচনা, নিজের কাব্য সম্পর্কে আলোচনা, অনুভূতি প্রভৃতি বিষয়ের সমাহার 'জীবনস্মৃতি গ্রন্থ'। মূলত ২২/২৫ বছর বয়স পর্যন্ত এ স্মৃতিকথা লিখিত হয়েছে। 'জীবনস্মৃতি'কে আমার 'ছেলেবেলা'র বৃহৎ সংস্করণ বলা যায়। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা স্মরণ করা যেতে পারে।

স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ, যাহা-কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি-অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড় করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত, তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়। (জীবনস্মৃতি; 'জীবনস্মৃতি')

প্রকৃতপক্ষে একটি বিশেষ বয়সে উপনীত হয়ে পিছন ফিরে তাকালে জীবনবৃত্তান্তের যে দ্বার উন্মোচিত হয় সেখানে সংগ্রহে রাখার মতো বহুবিধ উপকরণের প্রাপ্তিযোগ ঘটে। সে কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতির মাঝে জীবনবিকাশের উপাদানের পরিচয় খুঁজে পেয়েছিলেন। আর সে সকলকিছুকে সাহিত্যের সামগ্রী করে তুলতে যেমন ক্ষণিকমাত্র সময়

লাগেনি তেমনি সেই উৎসাহের ঘাটতিও লক্ষগোচর হয়নি। জীবনস্মৃতি সম্পর্কে ড. সুকুমার সেনের মন্তব্যটিও প্রণিধানযোগ্য– "যদি কোন একটি রচনাকে রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যের প্রতিভূ বলিতেই হয়, সে জীবনস্মৃতি...।"

দুবছরের বড় দাদা সোমেন্দ্রনাথ আর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে গুরুমশায়ের কাছে বাড়িতে বাল্যশিক্ষা শুরু হলেও গোল বেধেছিল স্কুলে যাওয়ার সময়। এই দুজনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও স্কুলে যেতে চাইলে শুরু হয় বিপত্তি। নিজের স্কুলে যাওয়ার যোগ্যতা হিসেবে 'উচ্চস্বরে কান্না' করাকেই তিনি উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। আর সবিস্তারে কৌতুকপূর্ণ ভাষায় তার রসগ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এভাবেই 'অকালে' 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্কুলযাপনের সূচনা। নিতান্ত শিশুবয়সেই তিনি লক্ষ করেছিলেন পড়া বলতে না পারার শাস্তি কীরকম, যা তাকে প্রভাবিত করেছিল। তবে তিনি স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন শিশুবয়সের পড়া কিংবা সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত তাঁর ভৃত্যরাজকতন্ত্রের মধ্যেই। চাণক্যশ্লোকের বাংলা-অনুবাদ, কৃত্তিবাসী রামায়ণের বর্ণনা, তারও পরে দাশুরায়ের পাঁচালি শুনেই রবীন্দ্রনাথের শ্রুতি-অভ্যাস, পাঠ্যভ্যাস গড়ে উঠেছিল। প্রকৃত শিক্ষার শুরু এখানেই।

'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'র পর রবীন্দ্রনাথ ভর্তি হন 'নর্মাল স্কুলে', বয়স নিতান্তই অল্প; তখন বিদ্যালয়টি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির নিকটেই অবস্থিত ছিল। ইতঃপূর্বেকার স্কুলের অভিজ্ঞতায় শিক্ষক-ছাত্রের ভূমিকার অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের ছিল। তাই তিনি বাড়ির বরান্দার বিশেষ কোণে একটি শ্রেণিকক্ষের আয়োজন করেছিলেন। শিক্ষক (রবীন্দ্রনাথ) বসতেন চৌকির ওপর; হাতে থাকত কাঠি। আর ছাত্র ছিল রেলিংগুলো। দুষ্টু ছাত্রদের শাস্তি দেওয়ার জন্য দুষ্টু রেলিংগুলোর ওপর ক্রমাগত লাঠির আঘাত পড়তে থাকত। বোঝা যায়, শিক্ষক মনস্তত্ত্বের সংকীর্ণচিত্ততা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। 'নর্মাল স্কুলে' শিক্ষার সঙ্গে কিঞ্চিৎ আনন্দ যোগের উদ্দেশ্যে শিশুদের সুরে সুরে ইংরেজি গান-কবিতা নিয়মিত শেখানো হতো, যা শিশু রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল একঘেয়ে, বিরক্তিকর। বড়বেলায় সেই স্মৃতি কোনোক্রমেই সুখকর হয়নি রবীন্দ্রনাথের কাছে। শুধু তা-ই নয়, একজন শিক্ষকের কুৎসিত ভাষা-ব্যবহার তার প্রতি রবীন্দ্রনাথকে অশ্রদ্ধ করে তোলে। সে কারণে ঐ শিক্ষকের ক্লাসে রবীন্দ্রনাথ সবার শেষে নীরবে বসে থাকতেন, গভীর ভাবনার রাজ্যে ডুবে যেতেন। এই শিক্ষকের প্রতি অনীহার জন্য রবীন্দ্রনাথ স্কুলের প্রতিও অনীহ হবেন, লেখাই বাহুল্য। তবে গৃহশিক্ষকের নিকট গৃহশিক্ষার বিরাম ছিল না। পাঠ্যপুস্তক, প্রকৃতিবিজ্ঞান, গান শেখা, ছবি আঁকা, শরীরচর্চা সবই চলত সমানভাবে। তবে সীতানাথ দত্ত মহাশয় নামের একজন শিক্ষকের কথা উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রকৃতিবিজ্ঞান শেখাতেন। পানির বাষ্পীকরণ প্রক্রিয়া দেখে রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত ও আগ্রহ বোধ করেন। তাই এ শিক্ষক না এলে রবিবারকে রবিবারই মনে হতো না রবীন্দ্রনাথের। অর্থাৎ শিশুমন বুঝে বাঁধাধরা নিয়মের বেড়াজালে না আটকে দৈনন্দিন বিজ্ঞান গল্পের ছলে শেখায় রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল প্রবল।

'নর্মাল স্কুলে'র পর রবীন্দ্রনাথ ভর্তি হন 'বেঙ্গল একাডেমি'তে। বিদ্যাপাঠের জন্য নয়, স্বাধীনভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ

> স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ, যাহা-কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি-অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড় করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না

পাওয়ায় কবি আনন্দিত হয়েছিলেন; আসলে পড়াশোনার চাপাচাপিতে চিড়ে-চ্যাপটা হওয়ার সুযোগ সেখানে ছিল না। কিন্তু স্কুলের চার দেওয়ালের গণ্ডিই রবীন্দ্রনাথের কাছে নির্মম বলে প্রতীয়মান হতো। ফলস্বরূপ এই স্কুল থেকে রবীন্দ্রনাথকে পালাতে হলো। তবে এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চার সূত্রপাত ঘটেছে। চারদিকে জানাজানিও হয়েছে। শিশুকবিও জানাতে ভালোবাসতেন। এজন্য কাব্যপরীক্ষাও কম দিতে হয়নি। স্কুলশিক্ষক বালক রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা নিতে গিয়ে দু-লাইন রচনা করে এনে কবিকে তা পূরণ করে দিতে বলতেন। বালক কবিও কম কীসে! তিনিও পূরণ করতেন। যেমন, নর্মাল স্কুলের শিক্ষক সাতকড়ি দত্ত রচনা করলেন–

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই
পরের চরণ হিসেবে কবি জুড়ে দিয়েছিলেন–
মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে,
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

বাল্যকালেই রবীন্দ্রকাব্যচর্চায় বিমোহিত না হয়ে পারা যায় না। উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তিসমূহের পরবর্তী অংশ বা বিস্তারিত পর্বের কথা জানা যায়নি, রবীন্দ্রনাথ এটুকু অংশই উদ্ধৃত করেছেন 'জীবনস্মৃতি'তে। কিন্তু এর মধ্যেই পাঠক উপলব্ধি করেন, বালক কবির নিপুণ ও অর্থপূর্ণ শব্দ চয়নে রচিত অন্ত্যমিলযুক্ত কাব্যবয়ান।

প্রকৃতপক্ষে শৈশব-বাল্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসব স্কুলেই যাতায়াত করেছেন, গণ্ডির ভেতর দেখে চমকেছেন, বাইরের উন্মুক্ত আকাশ তাঁকে ভাবনার রসদ জুগিয়েছে। শেখার বা পাঠের কমতি ছিল না কিন্তু তা স্কুলের বাঁধাধরা নিয়মের পড়া নয়। পারিবারিক জীবনে যে জ্ঞানভান্ডার, শিক্ষার বিচিত্রতা সঞ্চয় করেছেন তা-ই রবীন্দ্রনাথকে গড়ে তুলেছিল, করেছিল পরিপূর্ণ।

লেখক : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

বৈশাখ নিয়ে আসে জীবনের ছন্দ

খালেদ হোসাইন

বৈশাখ নিয়ে আসে নয়া নয়া দৃশ্য
এই মাসে শুরু হয় নয়া ঋতু গ্রীষ্ম।
মনে জাগে কত আশা কত নয়া চিন্তা
হয়তো পূরণ হবে, জানি, কোনোদিন তা।

মাঠে মাঠে মেলা হয়, খেলা হয় কত
ছোট বড় সকলেই হয় সমবেত।
বাতাসে ছড়ায় নানা খাদ্যের ঘ্রাণ
আনচান করে ওঠে সকলের প্রাণ।

কত কথা ভেসে ওঠে সকলের মনে
একদা কী করেছিল মিলে ভাইবোনে।
উৎসুক কত মুখ কত সুখ নিয়ে
আনন্দ অফুরান দিতো যে বিলিয়ে–

কারো মনে এতটুকু ছিল না তো খেদ
'মানুষে মানুষে নেই কোনো ভেদাভেদ'–
এই অনুভূতি মনে ছড়াতো পুলক
আমোদিত হতো যেন ভূলোক দ্যুলোক।

আনন্দ-মিছিলে হতো কী যে উল্লাস
কেউ কি সে আনন্দ করিতেছে গ্রাস?
সুন্দর চিন্তার বাস্তবায়ন
হলে পরে খুশি হবে মানুষের মন।

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

পালাতে চাই

সোহানা বিলকিস

চাইলেই কি পালানো যায়?
যখন তোমার পেছনে ছোট ছোট পায়ের পদধ্বনি, কলহাস্য, আধো বোল।
যখন কারও সুরভিত কেশরাশি ছুঁয়ে যায় তোমার চারিপাশ,
পালানো হয়ে ওঠে না যে!
শুধু চলে যাওয়া যায় এ দেহ ছেড়ে ছায়াপথে, শিয়রে জাগা প্রিয়তমার
কান্নাহীন মুহূর্ত হয় না পাওয়া।
শুধু পথে যেতে যেতে ধুলো হয়ে মিশে যাওয়া– নামহীন কেউ হয়ে
হাজারো চোখের ঔৎসুক্যের উপাচার হওয়া!
এ কেমন শেষ?
সময়ের ফেরে পড়ে পালানোর ইচ্ছে নিয়ে পথে যেতে যেতে ভালোবাসার
টানে ফিরে যাওয়া ঘরে, এমনই তো কথা ছিল।
কথা ছিল, তবু সব পথ যায় না গন্তব্যে
অনিকেত শূন্যতার এক পাহাড় বেদনা হয়ে প্রেয়সীর ঘুমহীন অন্ধকার
নিঃসঙ্গ রাতে তুমি জেগে ওঠো কায়াহীন।
কত দূরে যাবে বলো?
এ বদ্বীপভূমি বড় দুর্বিপাকের হুতাশনে হয়েছে অতলগহ্বর, যে গহ্বর
মহাশূন্যর নিঃসীম অসহায়তায় ভুলিয়ে দেয় জীবনের মোহময় গান।
আমরা ভুলেছি আজ জ্যোৎস্না রাতের রুপোলি জরির ফিতে চাঁদের
আধোরাতে দখিনা পবনে স্মৃতির জাল বোনা ঋণ,
আমরা ভুলেছি প্রত্যুষের শিশিরশীতল শিউলি ফুল।
একদা নবান্ন দিনে আধো কুয়াশায় যারা স্বপ্ন দেখেছিল ধান্যসমৃদ্ধ এক নব
জনপদের– আজ কোথায় তারা?
খরাক্লান্ত বিরান মাঠের কৃষক সবুজ চরের স্বপ্ন দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে খুঁজে
ফেরে অন্য কোনো বাথানের মাঠ।
এদিকে নাগরিক রাজপথ দলে যায় সুদিনের রথ,
কত দূরে যাবে তুমি?
তোমার ভূগোল জুড়ে বয়ে যাবে অবিরাম বেদনার জল।

চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নজরুলের গানের ভেলায় বাংলা নাটক

সালাউদ্দিন আহমেদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে রেকর্ডিং ব্যবস্থা চালু হলেও বাংলায় তার ব্যাবসায়িক ব্যবহার শুরু হয় ১৯২৫ ইং সালের দিক হতে। কাজী নজরুলের যুগান্তকারী "জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছো জুয়া" এই গানটি দিয়ে। শিল্পী ছিলেন হরেন্দ্রনাথ দত্ত। হিজমাস্টার ভয়েস কোম্পানি থেকে সেপ্টেম্বর ১৯২৫ সালে। যদিও গানটি ১৯২৩ সালে জুন মাসের দিকে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে লেখা।

এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি নজরুলকে। গ্রামোফোন রেকর্ড ও বেতার, মঞ্চ নাটক ও পরবর্তীতে চলচ্চিত্রে জরুরি অনুষঙ্গ হিসাবে নজরুলের গান বিস্ময়কর ব্যাবসায়িক সাফল্য নিয়ে বাঙালির সবচেয়ে পছন্দের জায়গাটি দখল করে কাজী নজরুলের গান।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নাটকের প্রয়োজনে গান লিখে সুর করলেও বেতার ও মঞ্চ নাটকের গানগুলি জনপ্রিয় হয়। স্বাভাবিকভাবেই রেকর্ড কোম্পানির বিদেশি ব্যবসায়ী মালিকগণ বাঙালির আগ্রহ ও জনপ্রিয়তার কারণে সেগুলিকে রেকর্ডবদ্ধ করতে থাকে এবং বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন। এইভাবেই বাঙালি তথা আপামর তৎকালীন অবিভক্ত ভারতবর্ষের সকল প্রান্তে নজরুলের গান পৌঁছে যায়। সেই সময় বাংলা নাটক বেতার, সিনেমা সব মাধ্যমেই নজরুলের গান জরুরি অনুষঙ্গ হিসাবে জায়গা করে নিয়েছিল। সেই শুরু। কালের প্রবাহে বাঙালি সাংস্কৃতিক আবহে নজরুলের গান পাকাপাকি স্থান করে নিল।

সেই শুরু। যদিও তখনো বাংলা গান; কাজীদার গান, নজরুলের গান, নজরুলগীতি এবং তারপর সেই অমোঘ ও মহিরুহের আকার ধারণ করে 'নজরুল সংগীত' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত একদা নতুন ধারার বাংলা গান।

এখানে বাংলা গানের বিবর্তন ও কাজী নজরুলের অবদান বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। বাংলা গান যখন লোকসুর, কীর্তনভাঙা সুর, টুমরি ও টপ্পা ভাঙা সুরের ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে এবং সেই সব গান রাজা, মহারাজা, জমিদার ও ধনী শ্রেণির বৈঠকখানায় সীমাবদ্ধ ছিল, আপামর সংগীতপিপাসু মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারছিল না, ঠিক সেই সময় কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর দিগন্তপ্রসারী বৈচিত্র্যময় সংগীত তৎকালীন সকল প্রচারমাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে থাকলেন। শুধু আঙ্গিকের পরিবর্তন করলেন তা-ই নয়, চিরাচরিত ধারার গণ্ডি ভেঙে বাংলা গানের বৈচিত্র্যময়তায় ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন সকলকে। সেই সঙ্গে বিদেশি সুর, আরবি, মিশরীয়, কিউবান এবং সর্বোপরি পারস্যের বিখ্যাত গজল গানের ধারাকেও বাংলা তথা বাঙালির উপযোগী করে বাংলা গানের নতুন জোয়ারে

ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। এখানে দুটি গানের আলোচনা করলে বোধকরি বিষয়টি পরিষ্কার হবে–

১. "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাপার।" কাজী নজরুল তখন কলকাতায়। চরম হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে। ১৯২৬ ইং সালের দিকের কথা। কাজী নজরুলের ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের চেষ্টায় কাজী নজরুল সপরিবারে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে বসবাস শুরু করলেন। সেই সময় ১৯৩৩ সালের ৬ জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন। সেই সম্মেলনের উদ্বোধনী সংগীত হিসাবে রচনা করলেন এই অমর গান। এবং ব্রিটিশশাসিত পরাধীন ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে স্বকণ্ঠে দরাজ কণ্ঠে গাইলেন। সৃষ্টি হলো অমর এক মহাকাব্য। সর্বকালের সেরা মানুষের গান, মানবতার গান, সম্প্রীতির গান। পরবর্তীকালে যখন পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন তুঙ্গে তখন কাজী নজরুল ইসলামকে বাঙালির জাতীয় কবি হিসাবে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্বাধীনতাসংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর ভাষণে বলেছিলেন "তিনি আন্দোলনের প্রয়োজনে ভারতবর্ষের পথে প্রান্তরে ঘুরেছেন কিন্তু কোথাও নজরুলের এই গানের মতো গান শোনেননি। যখন তিনি মিছিলে যাবেন তখন এই গান, যখন জেলে যাবেন তখন এই গান। আবার যখন যুদ্ধ জয় করে ফিরে আসবেন তখনও এই গান গাইবেন।" সত্যিই তাই পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধসহ যত রকমের সংকট এসেছে সব সময় এক অতি জরুরি আপামর মানুষের গান হিসাবে লাখো কণ্ঠে গীত হয়েছে এই গান এবং অদ্যাবধি সেই ধারা চলমান।

২. "বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল।" বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম আরেকটি গান। বংলা গানের প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে পারস্যের গজলের সুবাস যেখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই গানের সৃষ্টির গল্প কত করুণ হতে পারে তা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। এই গানের সঙ্গেও তাঁর কৃষ্ণনগরে বসবাস ও নিদারুণ অর্থকষ্ট জড়িত। ৮ই অগ্রহায়ণ-১৩৩৩ এই গানটি রচনা করে তাঁর এক বন্ধুর হাতে একটি চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন। যার বিষয় ছিল এইরকম– তিনি পরিবার নিয়ে কৃষ্ণনগরে নিদারুণ অর্থকষ্টে আছেন। তাঁর ছোট বাচ্চার দুধ কেনার টাকাও নেই। প্রেরিত গানটি যদি ছাপানো যায় তবে যেন তিনি ছাপেন এবং প্রেরকের হাতে দশ টাকা পাঠানো হয়। ছেলের জন্য দুধ কিনবেন। এমন করুণ বিষাদময় যে গানের জন্ম ইতিহাস। সেই গান পরবর্তীকালে লাখো-কোটি টাকা উপার্জনের পথ করে দিয়েছে। সেই সাথে বাংলা গানের ধারায় নবতর ধারা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। বাংলা গানে গজল। এই গানটিই তাঁর রেকর্ডকৃত প্রথম গজল গান। হিজমাস্টার ভয়েস কোম্পানি থেকে সেপ্টেম্বর ১৯২৮ সালে তৎকালীন প্রখ্যাত শিল্পী ও ট্রেনার কে. মল্লিককে (কাসেম মল্লিক) দিয়ে রেকর্ড করানো হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সেই গান অমরত্ব লাভ করেছিল। এখানে উল্লেখ্য তাঁর প্রথম গজল গান কিন্তু ১. আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালি ১৯২৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী সংগীত হিসাবে ঢাকার বর্তমান বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউজে রচনা করেন এবং উক্ত অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেন। যদিও এটির রেকর্ড তখন হয়নি। কিন্তু এটিই প্রথম গজল। এরপর আর ফিরে তাকানোর সুযোগ হয়নি কবির। সৃষ্টির আনন্দের সাথে সাথে সংগীত, নাটক, চলচ্চিত্র এবং তার সাথে জড়িত সবার প্রয়োজন মিটাতে যন্ত্রের মতো কাজ করে যেতে থাকলেন বিরামহীনভাবে। কেউ ভাবলোও না যে এই মানুষটির বিশ্রাম, তার ন্যায্য সম্মানি এসব ব্যাপারে ভাবা উচিত। ব্যাবসায়িক জ্ঞান হিসাব কোনোদিনই কবিকে তাড়িত করেনি। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে স্বার্থপর একটি শ্রেণি আমৃত্যু কবিকে ঠকিয়ে গেছেন। এবার আজকের অবতারণার বিষয়ে আলোচনা করতে চাই।

কলকাতাকেন্দ্রিক নাটকচর্চা ও তার ব্যাবসায়িক ব্যবহারের ইতিহাস খুব পুরাতন নয়। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় 'নীলদর্পণ'-এর মতো কিছু নাটক মঞ্চস্থ হলে ব্যাবসায়িকভাবে তার ব্যবহার ত্রিশের দশকের কাছাকাছি শুরু হয় এবং প্রায় প্রতিটি নাটকের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে কাজী নজরুল জড়িত ছিলেন। যেমন : নাট্যকার, গীতিকার সুরকার, ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এখানে সংক্ষেপ একটি আলোচনা করব।

১৯২৯ ইং সাল থেকে ১৯৪৫ ইং সাল পর্যন্ত কাজী নজরুলের সরাসরি অংশগ্রহণে যেসব মঞ্চ নাটক, চলচ্চিত্র, বেতার নাটক, বেতার গীতিচিত্র ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে– এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটক হচ্ছে– 'রক্ত কমল', 'মহুয়া', 'জাহাঙ্গীর', 'আরেয়া', 'কারাগার', 'বাসন্তিকা', 'সিরাজউদ্ দৌলা', 'দেবী দুর্গা', 'প্রতাপাদিত্য', 'বিষ্ণু প্রিয়া', 'সর্বহারা', 'সতী', 'অর্জুন বিজয়', 'মধুমালা', 'ব্ল্যাক আউট', 'কাফন চোরা', 'হরপার্বতী', 'উদাসী-ভৈরব', 'সূরথ উদ্ধার', 'নরমেধ', 'কাবেরী তীরে', 'সরলা', 'মীরাবাঈ', 'বন্দিনী', 'সাবিত্রী', 'কালিন্দী', 'বিজয়া দশমী', 'পুতুলের বিয়ে', 'চক্রব্যূহ', 'অন্নপূর্ণা', 'বিয়ে বাড়ী', 'সুভদ্রা', 'শ্রীমন্ত', 'প্ল্যানচেট', 'হরপ্রিয়া', 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'রূপকথা', 'অতনুর দেশ', 'লায়লী মজনু', 'বিল্বমঙ্গল', 'রুক্মিণী মিলন', 'সেতুবন্ধ', 'বনের বেদে', 'চণ্ডীদাস', 'ঝিলিমিলি', 'রক্তকরবী', 'বিদ্যাপতি', 'জিপসীদের সঙ্গে', 'জন্মাষ্টমী', 'আল্লার রহম', 'পাতালপুরী'সহ আরো বেশ কিছু। এসব নাটকের প্রত্যেকটিতে একাধিক গান সন্নিবেশিত হয়েছে এবং সেসব গান দর্শক-শ্রোতাদের বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। অন্যকথায় গানের কারণে নাটকসমূহ প্রশংসা কুড়িয়েছে। এখানে নজরুলের কতিপয় নাটকে পরিবেশিত গান ও প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করা হলো :

১. 'রক্ত কমল', নাট্যকার : শচীন সেনগুপ্ত, মনমোহন থিয়েটার। মঞ্চ উদ্বোধন : ০২/০৬/১৯২৯

ব্যবহৃত গানের তালিকা :
ক. কেউ ভোলেনা কেউ ভোলে
খ. আসে বসন্ত ফুলবনে
গ. কেমনে রাখি আঁখিবারি চাপিয়ে
ঘ. মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর
ঙ. ফাগুন রাতের ফুলের নেশাই
চ. ঘোর তিমির ছাইলো রবি শশি
ছ. দারুণ পিপাসায় মায়া মরীচিকায়।

২. মহুয়া। নাট্যকার : সম্মথ রায়, মনমোহন থিয়েটার

উদ্বোধন : ৩১/১২/১৯২৯

ব্যবহৃতগানের তালিকা :

ক. খোল খোল খোলগো দুয়ার
খ. ভরিয়া পরান শুনিতেছি গান।
গ. নতুন নেশায় আমার এমন
ঘ. আমার সাম্পান যাত্রী না লয়।
ঙ. বউ কথা কও বউ কথা কও
চ. মোরা ছিনু একেলা হইনু দুজন।
ছ. কোথা চাঁদ আমার।
জ. কে দিল খোঁপাতে ধুতুরা ফুলগো
ঝ. এক ডালি ফুলে ওরে।
ঞ. তোমায় কূলে তুলে বন্ধু
চ. মঙ্গল গাছে ফুল ফুটেছে
ছ. ফনির ফলায় জ্বলে মনি।

৩. মধুমালা। নাট্যকার : কাজী নজরুল ইসলাম।

মঞ্চ : নাট্যভারতী। ১৯.১০.১৯৩৯

গানের তালিকা :
ক. এ তো একা চন্দ্রমণি।
খ. এরি লাগি তপস্যা।
গ. ও বনপথ ওরে নদী কোথায় যে তার শেষ,
ঘ. ওগো বন্ধু দাও সাড়া দাও,
ঙ. ওরে ও পদ্মা নদী।
চ. ওলো এক চাঁদকে সৃষ্টি করে,
ছ. বোনরে বোন এ কোন রূপ দেখালি।
জ. সোনার খাটে ঘুমাই কন্যা,
ঝ. সুন্দর সুন্দর অপরূপ নন্দন।
ঞ. সাগর জলে খেলতে এলো,
ট. তোমার চন্দন রঙ উত্তরায়
ঠ. তুমি হেসে চলে গেলে
ড. তুমি এতদিনে মরণ টানে।
ঢ. নিঝুমে নিদ্রা যায়রে মধুমালা
ণ. পূব সাগরে ডুব দিয়ে ঐ
ত. ভোরের তরুণ অরুণ।
থ. মধুর মধুর আজি সকলি মধুর।
দ. ঘুম আয় ঘুম আয় ঘুম ঘুম ঘুম,
ধ. ঘুম যবে ভাঙবে কন্যা
ন. জাগো বনমালী জ্যোৎস্না বিগলিত।
প. তুমি যেও না,
ফ. হে বিজয়ী হে না দেখা রূপের কুমার

৪. পুতুলের বিয়ে। নাট্যকার : কাজী নজরুল ইসলাম।

রেকর্ড : HMV- ফেব্রুয়ারি-১৯৩৩

গানের তালিকা :

ক. খেলি আয় পুতুল খেলা
খ. মিলন গোধূলী রাঙা
গ. লাল টুকটুক মুখে।
ঘ. শাদী মোবারক শাদী মোবারক।
ঙ. হেড মাস্টারের ছড়ি।
চ. সাবিত্রী সমান হও।
ছ. মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম

৫. অতনুর দেশ । নাট্যকার : কাজী নজরুল ইসলাম।

বেতার গীতিচিত্র। তারিখ- ০৮/০৬/১৯৪০

গানের তালিকা :

ক. কথা কও কথা থাকিও না চুপ করে,
খ. আমায় নহে গো ভালোবাসো শুধু
গ. তুমি শুনিতে চেও না আমার মনের কথা
ঘ. যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পারো নাই
ঙ. লায়লী মজনু। নাট্যকার : কাজী নজরুল ইসলাম ।

রেকর্ড HMV, আগস্ট ১৯৩৫

গানের তালিকা :

ক. আজকে শাদী বাদশাজাদী।
খ. আবার কেন বাতায়নে দীপ
গ. তোমার কবরে প্রিয় মোর তরে।
ঘ. তোমার ডাক শুনেছি।
ঙ. তোমার বিবাহে আপনার হাতে।
চ. রূপের কুমার জাগো।

এছাড়া তিনি বেশকিছু চলচ্চিত্রের কাহিনিকার ও গীতিকার হিসেবে অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এর মধ্যে সাপুড়ে, পাতালপুরী, গোরা, নন্দিনী, চৌরঙ্গী, দিকশূল, ধ্রুব, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন উল্লেখযোগ্য। এসব চলচ্চিত্রের গানগুলোও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

সার্বিক অলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সংগীত ভুবনে এক অদ্বিতীয় রূপকার। তিনি সংগীতের প্রচলিত সকল ধারায় অভূতপূর্ব কাজ করে গেছেন, যার ধারাবাহিকতায় আজকের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিনির্মাণ সম্ভব হয়েছে। নাটক, চলচ্চিত্রে বাংলা গানের সুনিপুণ ব্যবহার, নিরীক্ষা, গভীর পর্যবেক্ষণ বাংলা গানের ভুবনকে করেছে সমৃদ্ধ ও কালজয়ী।

শাস্ত্রীয় সংগীতসহ প্রায় ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) পর্যায়ের গান নজরুল রচনা করেছেন সার্থকভাবে। তাই গর্বের সঙ্গে আমরা বলতে পারি– "সংগীত সাম্রাজ্যে যত প্রকার বিভাগ নিয়ে কাজ করা সম্ভব তার সবগুলোই তাঁর রচনার মধ্যে বিদ্যমান। তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, সংগীতভুবনে যা আছে তা নজরুল রচনার মধ্যে আছে, আর নজরুলে যা নাই সংগীত সাম্রাজ্যে তা নাই।"

সূত্র : ১. *বাংলা সংগীত ও নজরুল* –ব্রহ্মমোহন ঠাকুর

২. *কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত জীবন* –আব্দুল আজিজ আল-আমান

লেখক : বিশিষ্ট নজরুল সংগীত শিল্পী, স্বরলিপিকার ও সদস্য, স্বরলিপি প্রমাণীকর পরিষদ

ভালোবাসা ক্রমশই নিম্নগামী হয়

আবিদ আনোয়ার

ভালোবাসা ক্রমশই নিম্নগামী হয়...
এ-কথা প্রথম শুনে সুসজ্জিত ঝোপের আড়ালে
তোমার আনত চোখে খেলেছিল চকিত বিস্ময়।

বাড়তি কিছু অনাচারে রাঙামুখ হয়েছিলো নীল;
মনে পড়ে বলেছিলে "ছি ছি! তুমি এতটা অশ্লীল!"

কুমারী বুকের নিচে হয়তো কোনো শান্ত জলাধার
ঢেউ হয়ে তুলেছিল রিরংসার প্রথম তোলপাড়;
ক্রমে ক্রমে বুঝে নিলে অশ্লীলতা বলে কিছু নেই–
পবিত্র ফুলের মতো উন্মোচিত হয়েছিলে প্রথম রাতেই।

যখন ফসল এলো নিম্নাচারী আমাদের যৌথ চাষাবাদে
তুমি-আমি সঞ্জীবিত পরিপূর্ণ জীবনের স্বাদে।

সে-ফসল নেই আজ– শূন্য ঘরদোর
কবেই ডাকাতি করে নিয়ে গেছে সময়ের চোর!

বিমূর্ত হাওয়া

সুমন সরদার

এই চূর্ণ-বিচূর্ণ হাওয়া বদলে দিচ্ছে জ্যোৎস্না-রং
জ্যোৎস্নার শরীরে ঠেস দেয়া পাখিদের বটবৃক্ষ
জ্যোৎস্নার ভেতর বহমান স্বপ্নচারী জন্মমৃত্যু
হাজার বছরে বেড়ে ওঠা মেহেদির রং
আলতা পরা রমণীর দু-পা
বিধবার সাদা শাড়ি
সিঁথির সিঁদুর
আমার পাঞ্জাবি
কোলের কোমল শিশু
সবাই এখন স্তব্ধতায় বিষণ্ন সুতোয় বন্দি
খোলা আকাশের নিচে বন্দিজীবনের
রোজনামচায় বয়ান উড়ছে
বেদনার নীল উড়না হাতছানিতে ডাকে
রমণীরা ভিড় ঠেলে সেদিকে দৌড়ায়
এরপর সংক্ষুব্ধ সংজ্ঞার আর প্রয়োজন নেই!

পবিত্র ঈদুল আজহা ও কুরবানির তাৎপর্য

মাওলানা হাফেজ কাজী মারুফ বিল্লাহ

জিলহজ মাসের ১০ তারিখ পবিত্র ঈদুল আজহা এবং সেদিনই আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নির্দেশনার আলোকে পশু কুরবানি করে থাকি। ঈদুল আজহার সাথে কুরবানির সম্পর্ক ত্যাগ, সাধনা ও আত্মার উৎসর্গ। কারণ, এদিনই হজরত ইব্রাহিম (আ.) তদীয় পুত্র হজরত ইসমাইল (আ.)-কে আল্লাহর নির্দেশে কুরবানি করেছিলেন। তাই আল্লাহর নির্দেশের পুরোপুরি আনুগত্য করায়, আল্লাহ তার পরিবর্তে জান্নাতি দুম্বা কুরবানি করার মাধ্যমে হজরত ইব্রাহিম (আ.) মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তাই ঈদুল আজহা ও কুরবানিকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই।

পবিত্র ঈদুল আজহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য :

মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দুটি আনন্দের উৎসব হচ্ছে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। ঈদুল আজহা হচ্ছে পশু কুরবানি দিয়ে তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে ত্যাগের আনন্দ প্রকাশ করা হয়। মুসলমানদের নিকট ঈদুল আজহা বয়ে আনে অনুপম ত্যাগের অসাধারণ আনন্দ। ত্যাগের মাধ্যমে নির্মল আনন্দের এ মহান দিনটি কুরবানির ঈদ নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআন মাজিদে সুরা হজে ৩৭ নম্বর আয়াতে বলেছেন, ‘‘আল্লাহ তায়ালার নিকট পৌঁছে না তার তথা কুরবানির পশুর গোশত ও রক্ত, বরং তার কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া।’’

হজরত রসুলে করিম (স.) ঈদুল আজহার তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, কুরবানির ঈদের দিনে আদম সন্তানদের পশু কুরবানি দেওয়া অপেক্ষা আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিকতর প্রিয় আর কোনো কাজ নেই। আর কুরবানির পশুকে কিয়ামতের দিন তাঁর শিং, পশম এবং খুরসহ উপস্থিত করা হবে। আর কুরবানির পশুর রক্ত মাটিতে পতিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়। বছর পরিক্রমায় কুরবানির ঈদ তথা ঈদুল আজহা এসে উপস্থিত হয় মুসলমান জাতিকে হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর ত্যাগের চেতনায় নতুনভাবে উজ্জীবিত করতে। ঈদুল আজহার দিনে কুরবানির সাথে জড়িত রয়েছে হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর তাওহিদবাদী জীবন ও একটি জাতি গঠনের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস।

ঈদুল আজহার দিনের করণীয় সম্পর্কে হজরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজরত রসুলে করিম (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য লাভ করেছে অথচ কুরবানি করেনি, সে

যেন আমাদের ঈদগাহের নিকট না আসে। (ইবনে মাজাহ শরিফ) সকলেরই উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে পশু কুরবানি করা। কুরবানি কোনো লৌকিকতার বিষয় নয়, বরং আল্লাহর রাহে তার নির্দেশ পালন করা। এখানে গোশত খাওয়া মুখ্য নয়, বরং আল্লাহর নির্দেশ পালন করাই মূল লক্ষ্য। কুরবানি সার্থক করার জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন গোটা মুসলিম বিশ্বকে সম্মিলিত হওয়া এবং সংঘবদ্ধ হওয়া। ঈদুল আজহার তাৎপর্য– মুসলিম বিশ্বের কাছে আহ্বান জানায় শক্তিশালী ইমান, নির্ভেজাল নবিজি (স.)-এর প্রতি মুহব্বতের প্রেম এবং নজিরবিহীন ত্যাগ ও কুরবানির দিনের হজরত ইব্রহিম (আ.) ও হজরত ইসমাইল (আ.)-এর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে বদ্ধমূল সংস্কার, অসত্য কুফরি ও তাগুতি শক্তিকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করার শপথ গ্রহণ করা।

কুরবানির তাৎপর্য :

প্রতি বছর কুরবানির ঈদ আসে মুসলমানদের আত্মত্যাগের মহিমায় অনুপ্রাণিত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনে উপযোগী করে তোলে। কুরবানি শুধু মুসলিম জাতির জন্যই একটি পবিত্র ইবাদাত নয়, বরং অতীতের প্রত্যেক উম্মতের জন্য বিধান ছিল। মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল করিমে সুরা হজের ৩৪ নম্বর আয়াতে বলেছেন, ''প্রত্যেক উম্মতের জন্যই আমি কুরবানির বিধান দিয়েছিলাম।'' কুরবানির ইতিহাস অনেক পুরাতন ও ব্যাপক। হজরত আদম (আ.)-এর জমানা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। হজরত আদম (আ.)-এর দুই পুত্র হাবিল এবং কাবিলের মধ্যে সংঘটিত কুরবানির মাধ্যমে। কুরবানি হচ্ছে তাক্বওয়াবান লোকদের আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে অনন্য নিদর্শন। কুরবানি কবুল হওয়া না হওয়া ব্যক্তির ভাবাবেগ ও মানসিকতার ওপর নির্ভর করে। হাবিল ও কাবিল দুই ভাই একই সাথে কুরবানি দিল। একজন আল্লাহর নির্দেশে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করায় কুরবানি কবুল হলো, অন্যজন যথাযথভাবে আত্মসমর্পণ না করায় কুরবানি কবুল হলো না।

হজরত ইব্রাহিম (আ.) ৮৬ বছর বয়সে ভূমিষ্ঠ পুত্রসন্তান হজরত ইসমাইল (আ.)-কে মরু প্রন্তরে কুরবানি করে আল্লাহর নির্দেশিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হজরত ইসমাইল (আ.) চলাফেরার বয়সে উপনীত হলে হজরত ইব্রাহিম (আ.) তার প্রাণপ্রিয় শিশু পুত্রকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি দেওয়া স্বপ্নে আদিষ্ট হওয়ার কথা পুত্র হজরত ইসমাইল (আ.)-কে স্বপ্নের সকল ঘটনা স্বিস্তার বলে পুত্রের অভিমত জানতে চাইলেন, যা সুরা আস সফফাতে মহান আল্লাহ তায়ালা এভাবে বর্ণনা করেছেন, ''অতঃপর সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মতো বয়সে উপনীত হলো, তখন ইব্রাহিম বলল, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জবেহ করছি। এখন তোমার অভিমত কী বলো? সে বলল, হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হচ্ছেন তা-ই করুন। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।''

যখন তারা উভয়েই আনুগত্য (আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ) প্রকাশ করল এবং ইব্রাহিম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করল তখন আমি (আল্লাহ) তাকে আহ্বান করে বললাম, হে ইব্রাহিম! তুমি তো স্বপ্নের আদেশ সত্যিই পালন করলে। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানির বিনিময়ে। আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। (আয়াত : ১০৩-১০৭)

> হজরত রসুলে করিম (স.) ঈদুল আজহার তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, কুরবানির ঈদের দিনে আদম সন্তানদের পশু কুরবানি দেওয়া অপেক্ষা আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিকতর প্রিয় আর কোনো কাজ নেই

হজরত ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহর দেখানো স্বপ্নের আলোকে মরুর নির্জন প্রান্তরে পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে কাত করে শুইয়ে নিজের চোখ বেঁধে নিয়ে আল্লাহু আকবার বলে ছুরি চালিয়ে নিজ পুত্রকে কুরবানি করেন। চোখ খুলে দেখতে পান পুত্র পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ তায়ালার অশেষ কুদরতে ইসমাইল (আ.)-কে সরিয়ে তদস্থলে একটি দুম্বা কুরবানি সমাপ্ত করে হজরত ইব্রাহিম (আ.)-কে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ করলেন।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনের এ নির্দেশনার আলোকে অনাদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর সামর্থ্যবান ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় ওয়াজিব হিসেবে পশু কুরবানি করে গরিব-দুঃখী ও আত্মীয়স্বজনের মাঝে বিলি-বণ্টন এবং নিজেরা আহারের মাধ্যমে সুখ ও আনন্দ ভাগাভাগি করে থাকে। হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর পরিবার নজিরবিহীন ত্যাগ ও কুরবানির যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন মুমিন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে সদা প্রস্তুত থাকে। হজরত ইসমাইল (আ.)-এর মা হজরত হাজেরা (রা.) আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশগুলো আজ পবিত্র হজের অংশ হিসেবে গণ্য রয়েছে। এ ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে ঈদুল আজহার নামাজ আদায়ের পর পশু কুরবানি করা হয়। জিলহজ মাসের ১০ তারিখে ঈদুল আজহার নামাজের পরপরই পশু জবেহ করা উত্তম। যদি কোনো কারণে এ দিন কুরবানি দিতে না পারা যায় তাহলে সাধারণত ১১ ও ১২ জিলহজ তারিখে কুরবানি দেওয়া যাবে।

পরিশেষে বলতে চাই, আসুন আমরা আমাদের মাঝে লুক্কায়িত সকল প্রকার গর্ব-অহংকার ও আমিত্ব পরিহার করে আল্লাহর নির্দেশনা ও হজরত রসুলে করিম (স.)-এর সুন্নাহর আলোকে পশু কুরবানি করে আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য অর্জনের মাধ্যমে গঠন করি সুখী-সমৃদ্ধিশালী জীবন ও সূচিত করি সোনালি সুন্দর সমাজ এবং দেশ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে ইখলাসের সাথে কুরবানি দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার তাওফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন।

লেখক : ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষক

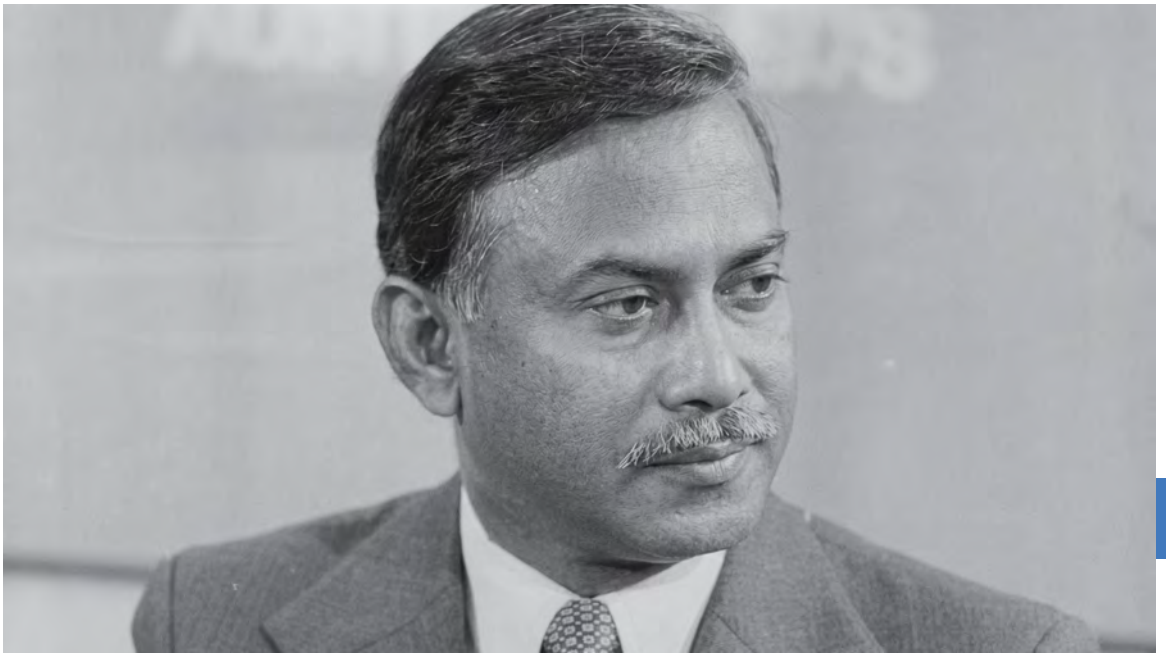

শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও তাঁর কালজয়ী আদর্শ

৩০শে মে ২০২৬, স্বাধীনতার ঘোষক, আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী। ১৯৮১ সালের এই দিনে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে বিপথগামী সেনাসদস্যদের হাতে তিনি শাহাদতবরণ করেন।

জিয়াউর রহমান ১৯৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারি বগুড়ার গাবতলীর বাগবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মনসুর রহমান। তিনি পেশায় ছিলেন একজন রসায়নবিদ। বগুড়া ও কলকাতায় শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত করার পর জিয়াউর রহমান পিতার সাথে তাঁর কর্মস্থল করাচিতে চলে যান। শিক্ষাজীবন শেষে ১৯৫৫ সালে তিনি পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে অফিসার হিসেবে কমিশন লাভ করেন। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অধিকারী শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের গণমানুষের কাছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। একজন সৈনিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও তাঁর জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেশের সকল সঙ্কটে তিনি ত্রাণকর্তা হিসেবে বার বার অবতীর্ণ হয়েছেন। মাত্র ৪২ বছর বয়সে তলাবিহীন ঝুড়ি বলে পরিচিতি পাওয়া একটি রাষ্ট্রের দায়িত্বভার আসে জিয়াউর রহমানের কাঁধে। তাঁর মাত্র চার বছরের শাসনামলে বাংলাদেশকে তিনি শূন্য থেকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

২৫শে মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ, নিরস্ত্র জনগণের ওপর যখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্র্যাকডাউন 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর পর পুরো জাতি হয়ে পড়ে রক্তাক্ত, ভীত, দিকনির্দেশনাহীন; তখন কী হতো যদি সেই মানুষগুলোর ত্রাতারূপে আবির্ভূত না হতেন শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান? স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে গোটা জাতির মনে সেদিন আস্থা সাহস আর অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান। যখন দেশের বড় বড় মাথাদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি তখন সেনাবাহিনীর মেজর পদে দায়িত্ব পালনরত এই মানুষটি তাঁর সাহসে, শক্তিতে, দেশপ্রেমে ধারণ করেছিলেন গোটা বাংলাদেশকে। আর তাই ২৫শে মার্চ ১৯৭১ হোক কিংবা ৭ই নভেম্বর ১৯৭৫ হোক বারে বারেই বাংলাদেশের মানুষ তাদের ক্রান্তিকালে ত্রাতার ভূমিকায় দেখেছে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে।

বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা, বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারকারী এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর প্রতিষ্ঠাতা শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম)-এর ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ৩০শে মে ২০২৬ তারিখে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে।

জিয়াউর রহমান শুধু একজন সেনাপ্রধান বা রাষ্ট্রপতিই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন আধুনিক বাংলাদেশের অন্যতম রূপকার। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে তিনি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে তিনি 'জেড ফোর্স'-এর অধিনায়ক এবং সেক্টর কমান্ডার হিসেবে বীরত্বের পরিচয় দেন।

রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি পুনর্গঠনে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখেন। তাঁর প্রবর্তিত '১৯-দফা কর্মসূচি' ছিল কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। খাল খনন কর্মসূচি, সবুজ বিপ্লব এবং গ্রাম সরকার গঠনের মাধ্যমে তিনি গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন। তিনি বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের দ্বার উন্মোচন করে বাকশাল প্রথার অবসান ঘটান।

শহিদ জিয়াউর রহমান এমন একজন নেতা ছিলেন, যাঁর সততা ও দেশপ্রেম ছিল প্রশ্নাতীত। ৪৫ বছর পর আজও তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে অম্লান। তাঁর দেখানো পথ ধরে একটি বৈষম্যহীন, আত্মনির্ভরশীল ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার শপথই হচ্ছে এই দিনে জাতির বড় প্রাপ্তি।

মহান স্বাধীনতার ঘোষক, আধুনিক-স্বনির্ভর বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের উদ্ভাবক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপির) প্রতিষ্ঠাতা শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকীতে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

একজন সৈনিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও তাঁর জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেশের সকল সঙ্কটে তিনি ত্রাণকর্তা হিসেবে বার বার অবতীর্ণ হয়েছেন। মাত্র ৪২ বছর বয়সে তলাবিহীন ঝুড়ি বলে পরিচিতি পাওয়া একটি রাষ্ট্রের দায়িত্বভার আসে জিয়াউর রহমানের কাঁধে। তাঁর মাত্র চার বছরের শাসনামলে বাংলাদেশকে তিনি শূন্য থেকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন

শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কর্মসূচি ও উদযাপন

শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশ জুড়ে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং এর অঙ্গসংগঠনগুলো ১৫ দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে:

পতাকা উত্তোলন: ৩০শে মে ভোরে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ দেশের সকল দলীয় কার্যালয়ে কালো পতাকা উত্তোলন এবং দলীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা।

শ্রদ্ধা নিবেদন: সকালে শেরেবাংলা নগরে শহিদ জিয়ার মাজারে দলের শীর্ষ নেতাদের নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ।

দোয়া ও মিলাদ মাহফিল: জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে সারা দেশে মসজিদ, মন্দির ও গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন।

তৃণমূল পর্যায়ে খাদ্য বিতরণ : রাজধানী ঢাকাসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য এবং বস্ত্র বিতরণ।

আলোচনা সভা: 'শহীদ জিয়ার আদর্শ ও আজকের বাংলাদেশ' শীর্ষক বিভিন্ন আলোচনাসভা ও সেমিনার আয়োজন।

পথিক

মহসিন আহমেদ

বুননবিদ্যায় পারদর্শী নই বলে ভেবো না এমন:
এখানেই নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রবো চিরদিন
আমি তো প্রতিনিয়ত পরিপুষ্ট সোনালি ফসলের সুঘ্রাণ পাই
ঋতুবতী নারী যেমন পায়; কৃষক যেমন পায় উর্বর মাটির বিগলিত ঘ্রাণ
আমি তো ডুবেই আছি; ঘোলাজলের আস্তরণ ভেদ করে
এখানে পৌঁছে না তোমার চোখের আলো
হয়তো নিপুণ দৃষ্টি ফেলেও দেখোনি কখনো তুমি

আমার সূচনাসংগীত নেই, আয়োজনহীন নিবিড় নিমজ্জন
বিশ্বাস করো; কখনো বিভ্রান্ত হইনি আমি
বিন্দুমাত্র সময়ের জন্য ভাঙেনি আমার ধ্যান;
অবশ্য, সুচালো দৃষ্টিসম্পন্ন নই আমি
কত যে বিষাক্ত সরীসৃপ আমাকে ছুঁয়ে যায়!
বিচলিত না হয়ে, জড় পদার্থ হয়ে যাই
ঢেউহীন শান্তজলের মতো!

গন্তব্যে আমার যেতেই হবে
খুব ধীরে ধীরে পা ফেলি তাই
ভয়াল রাতের পথিকের মতো খুব সাবধানে হেঁটে যাই!
আমি জানি না, কখনো এই পথে এসেছিলে কি না
কিংবা, পাঠ করেছো কি না কোনো নটরাজের গল্প
আমার কোনো পক্ষিরাজ নেই
তাই বলব না বিশ্বটাকে জয় করে আসব
আমি কোনো যোদ্ধাও নই!
তবে বিশ্বাস রেখো, তোমার বোধের বীজতলায়
একদিন অঙ্কুরিত হবই আমি।

কবি নজরুল

গোলাম নবী পান্না

‘ভোর হলো দোর খোলো’ যার আহ্বানে
খুকুমণি জেগে ওঠে ছড়া পড়া টানে।

‘প্রজাপতি’ নিয়ে যার লেখা ছড়াগান
শিশুদের প্রেরণায় গড়া অফুরান।

‘কাঠবেড়ালী’র টানে ‘খুকু’র সে মায়া
ছোটদের পাঠে পাঠে ফেলে সেই ছায়া।

‘লিচু চোর’ পড়ে পাই ছোট্ট সে বেলা
সাথিদের সাথে নিয়ে লুকোচুরি খেলা।

‘চল্ চল্ চল্’ পায়ে খুব ছিল মিল
নিয়মের রেখাতেই দেখা সাবলীল।

গান, ছড়া, কবিতায় মেলে দিয়ে হাত
উপমায় জ্বেলেছেন আলোর প্রভাত।

এমন এ সাধনায় ছিল না তো ভুল
সাহিত্য বাগানেই ফোটালেন ফুল।

সরালেন কাঁটা আর জ্বালাময়ী হুল
তিনি সেই প্রিয় এই ‘কবি নজরুল’।

মনস্টারের পাতাগুলো ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে

তারিক মনজুর

১.

বজলুর রহমান কাচুমাচু হয়ে বড় সাহেবের রুমে ঢুকলেন।

'আপনাকে না বললাম, লাঞ্চের পর আমার সাথে দেখা করতে? এখন ঢুকলেন কেন?'

'স্যার, লাঞ্চের পর আমি একটু খামারবাড়ি যাব।' বজলুর রহমান মাথা নিচু করে উত্তর দিলেন।

বড় সাহেব উত্তেজিত হয়ে কিছু একটা বলতে গিয়ে নিজেকে সামলালেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'বসুন।'

বজলুর রহমান মাথা নিচু করেই বললেন, 'স্যার, আমি বসব না।'

'শুনুন, বজলু সাহেব। আপনার চাকরি আর কয় বছর আছে?'

'স্যার, আটাশ মাস বারো দিন।'

'আমি আপনাকে ছত্রিশ মাসের বেতন দিয়ে দিচ্ছি। সাথে তিন বছরে ঈদের ছয়টি বোনাস। আর কোম্পানির প্রতিবছরের তিনটি করে নয়টি অতিরিক্ত বোনাস। পেনশন, প্রোভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি সব পাবেন। আপনি চাকরি ছেড়ে দিন।'

'জি স্যার।'

'আপনি আজই চাকরি ছাড়বেন।'

'জি, স্যার। দুপুরে খামারবাড়ি থেকে ঘুরে এসে রিজাইন লেটার দিয়ে দেব।'

'আপনি এখনই রিজাইন লেটার দিবেন।' বড় সাহেব রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন।

বজলুর রহমান মাথা নিচু করেই রুম থেকে বের হয়ে আসলেন। বড় সাহেব তখনো রাগে গজগজ করছেন। তাঁর নতুন পিএ মেয়েটা কোনো একটা কারণে তাঁর রুমে ঢুকেছিল। বড় সাহেব তাকেও ধমক দিয়ে বের করে দিলেন। বজলুর রহমান নিজের রুমে ফিরে এলেন। তিনি ধারণা করেননি, হঠাৎ করে বড় সাহেব এভাবে রেগে উঠবেন। ইদানীং অবশ্য অফিসের সবাই তাঁর সাথে অস্বাভাবিক আচরণ করছে। এ নিয়ে অবশ্য বজলুর রহমানের বিশেষ কোনো কথা নেই। কারণ, চাকরি আছেই আর অল্প দিন।

এতদিনে নিজের মতো একটা রুম পেয়েছেন। খুব ছোট। কিন্তু নিজের। নিজের মতো করেই রুমটা সাজিয়েছেন। একদিকে একটা ছোট টেবিল বসিয়েছেন। সেখানে চা-কফি তৈরি করে খাওয়া যায়। একটা ইলেকট্রিক কেটলি রেখেছেন সেই টেবিলটায়। টিব্যাগের বাক্স রেখেছেন। ছোট এক বোয়ম কফি রেখেছেন। গরম পানিতে টিব্যাগ দিয়ে হালকা লিকার তৈরি করে নেন। তারপর চামচে করে সামান্য একটু কফি দেন সেখানে। দুধ, চিনি কিছু দিতে হয় না। দারুণ একটা গন্ধ বের হয়।

বসার টেবিলটার পিছনে মস্ত একটা জানালা। সেই জানালার পাশের মেঝেতে একটা বারো ইঞ্চি টব বসিয়েছেন। গোবর মেশানো মাটি কিনে সেটা ভরা হয়েছে। তারপর সেখানে একটা মনস্টার প্ল্যান্ট লাগিয়েছেন। অনেক বড় বড় পাতা। যখন কিনেছিলেন, তখন পাতাগুলো গাঢ় সবুজ রঙের ছিল। ইদানীং পাতাগুলো ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। এটা নিয়ে কথা বলতেই আজ লাঞ্চের পর খামারবাড়ি যেতে হবে।

'স্যার, আপনি আমার কাছে জিগ্যেস না করে বড় স্যারের রুমে কেন গিয়েছিলেন?'

বজলুর রহমান পেছন ঘুরে দরজার দিকে তাকালেন। বড় সাহেবের নতুন পিএ মেয়েটা।

'তোমার নাম কি তন্বী?'

'জি, তন্বী। কিন্তু আপনি আর কখনো এভাবে আমাকে না বলে সরাসরি স্যারের রুমে ঢুকবেন না।'

'আচ্ছা, ঢুকব না।' বজলুর সাহেব মুখ ঘুরিয়ে আবার মনস্টারটার পাতার দিকে তাকালেন। গ্রীষ্মের এই সময়ে অনেক গাছের পাতাই ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

'আমার নতুন চাকরি। আপনি এর আগেও একবার স্যারের রুমে ঢুকেছেন আমাকে না জানিয়ে।'

বজলুর রহমান টেবিলের নিচ থেকে একটা লাল প্লাস্টিকের মগ বের করলেন। তারপর বোতল থেকে মগে পানি ঢাললেন।

'আমি স্যারের রুমের সামনেই তো বসি। হুট করে ঢুকবেন না। কোনো প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলে ঢুকবেন। স্যার অনুমতি না দিলে আমি কাউকে ঢুকতে দিতে পারি না।'

বজলুর রহমান একটা কাপড়ের টুকরা নিয়ে মগের পানিতে ভিজালেন। পাতাগুলো মুছতে হবে। মেয়েটা চলে গেলেই মুছবেন। এর সামনে পাতা মোছা ঠিক হবে না। মেয়েটা আরেক বার বলল, 'বুঝেছেন?'

বজলুর সাহেব মাথা কাত করে বললেন, 'আচ্ছা।' তারপর লাল মগটা টেবিলের নিচে রেখে বললেন, 'চাপি খাবেন?'

মেয়েটা ভড়কে গেল। তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'জ-জি, কী বললেন?'

'ও, বলছিলাম, আমার বানানো চা আর কফি খাবেন। গরম পানিতে একটা টিব্যাগ দিয়ে লিকার তৈরি করি আমি। তারপর সেখানে সামান্য কফির গুঁড়ো দিই। দারুণ গন্ধ বের হয়। চা আর কফি একসাথে বানানো হয়। তাই এর নাম চাপি। খাবেন?'

মেয়েটা কোনো কথা না বলে বজলুর রহমানের রুম থেকে বের হয়ে গেল। এই রুমে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। জানালার কাছের টব থেকে কাঁচা গোবরের গন্ধ আসে।

মেয়েটা চলে যাওয়ার পর বজলুর রহমান দুই কাপ 'চাপি' বানালেন। চা আর কফি। এক কাপ নিজে খেলেন। আরেক কাপ অফিসের পিয়ন মুরাদের হাতে মেয়েটার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

২.

খামারবাড়িতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অফিস আছে বজলুর সাহেবের জানা ছিল না। তিনি অনলাইনে সার্চ দিয়ে জেনেছেন। সার্চ দেওয়ার এখন নতুন পদ্ধতি হয়েছে। কিছু জিগ্যেস করলে এআই উত্তর দেয়। সবকিছু গুছিয়ে গুছিয়ে উত্তর দেয়। যেমন তিনি লিখেছিলেন, আমার মনস্টারের পাতা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। আমি কী করতে পারি?

সঙ্গে সঙ্গে এআই উত্তর দিলো : মনস্টার গাছের পাতা ফ্যাকাশে বা হলুদ হয়ে যাওয়া সাধারণত অতিরিক্ত পানি, পুষ্টির অভাব বা ভুল আলো পাওয়ার লক্ষণ। এটি ঠিক করতে মাটির আর্দ্রতা পরীক্ষা করে পানি দেওয়া কমান, নিষ্কাশন ব্যবস্থা ঠিক করুন এবং নাইট্রোজেন বা আয়রন-সমৃদ্ধ সার ব্যবহার করুন। সরাসরি প্রখর রোদ এড়িয়ে উজ্জ্বল আলোতে গাছটি রাখুন। তারপর এক, দুই, তিন করে কয়েকটা পদক্ষেপও লিখে দিয়েছে:

১. পানি দেওয়ার অভ্যাস পরিবর্তন
২. আলোর সঠিক ব্যবহার
৩. পুষ্টির অভাব
৪. শিকড় পরীক্ষা
৫. ইপসম সল্ট প্রদান...

এআই-এর উত্তর দেওয়ার ধরনটা দারুণ। কিন্তু বজলুর রহমান পুরোনো দিনের মানুষ। এআই ব্যবহার করে আরাম পান না। সরাসরি কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রে চলে এসেছেন। কিন্তু এখানে সমাধান পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। যে লোকটার পরামর্শ দেওয়ার কথা, সে ইঁদুরের মতো চিকন গলায় বলছে, 'আপনি কি আগামীকাল বা পরশু একবার আসতে পারেন?'

লোকটার শরীরটাও ইঁদুরের মতো চিকন। লোকটার ডায়াবেটিস আছে কি না, কে জানে। কথা বলার সময়ে গলার নিচে চামড়া কুঁচকে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে ইচ্ছা করছে এআইকে প্রশ্ন জিগ্যেস করতে : 'আচ্ছা, বলো তো এআই, আমি ইঁদুরের মতো চিঁ চিঁ করে কথা বলি। কথা বলার সময়ে আমার গলার নিচে ভাঁজ পড়ে। আমার কি ডায়াবেটিস আছে?'

ইঁদুরের মতো লোকটা আবার চিঁ চিঁ করে বলল, 'আপনি কি আগামীকাল বা পরশু আসবেন?'

বজলুর রহমান বললেন, 'পারব। আমি আগামীকালও আসতে পারব, পরশুও আসতে পারব। যখন বলবেন, তখনই আসতে পারব। কাল থেকে আমার চাকরি থাকবে না।'

চাকরি থাকবে না– এটা বলার পর বজলুর রহমানের মনে হলো, এটা বলা ঠিক হয়নি। চাকরি থাকলে থাকবে, না থাকলে না থাকবে, এটা অপরিচিত একজনকে জানানোর দরকার কী?

টেবিলের ওই পাশের ইঁদুরটা একটু কৌতূহলী হলো। বলল, 'আপনি বসুন।' তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আজ

আমার কাজের চাপ আসলেই বেশি। দক্ষিণ এশীয় বৃক্ষমেলায় বাংলাদেশ অংশ নিচ্ছে। সেখানে বাংলাদেশের স্টলে কোন কোন গাছ রাখা হবে, সেটা আমাকে আজই চূড়ান্ত করতে হবে।'

'আমি তাহলে না বসি। কাল বা পরশু আসি।' বজলুর রহমান চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। 'আমি বরং আপনার নামটা জেনে যাই। আপনাকে খুঁজে পেতে এই অফিসের গেট থেকে এই পর্যন্ত চার জনকে জিগ্যেস করতে হয়েছে। কেউ ঠিকমতো বলতে পারে না, মনস্টার গাছের সমস্যা নিয়ে কার সাথে কথা বলা যাবে।'

কৃষি কর্মকর্তা চিঁ চিঁ করে বললেন, 'এভাবে মনস্টার গাছের কথা বললে অনেকেই বিভ্রান্ত হতে পারে। আপনি শুধু এটা বললেই পারতেন, কৃষি পরামর্শ কোথায় পাওয়া যাবে? তাহলেই আমার কাছে নিয়ে আসত। তা এখন আপনার সমস্যা বলুন। একটু তাড়াতাড়ি বলুন। আজ তাড়া আছে আপনাকে তো বললামই।'

'আজ বসব না। আপনার নামটা শুধু জেনে যাই।'

'আমার নাম মৃত্যুঞ্জয় বণিক।'

বজলুর রহমান উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনিই মৃত্যুঞ্জয় বণিক? আপনার লেখা আমি অনেক পড়েছি।'

'আমার লেখা পড়েছেন? কী পড়েছেন?'

'আপনি গাছপালা নিয়ে পত্রিকায় লেখেন। গতকাল পত্রিকায় কাঁঠালচাঁপা গাছ নিয়ে আপনার একটা লেখা পড়েছি।'

মৃত্যুঞ্জয় বণিক বললেন, 'না বসলেও অন্তত এক কাপ চা খেয়ে যান।'

বজলুর রহমান চা খাবেন না। কিন্তু চেয়ার টেনে আবার বসলেন। মৃত্যুঞ্জয় বণিক বললেন, 'গতকালের পেপারে আমি কাঁঠালচাঁপা গাছ নিয়ে লিখিনি। ফুল নিয়ে লিখেছি। কাঁঠালচাঁপা ফুল।'

বজলুর রহমান সামনের টেবিলে একটা হাত রেখে বললেন, 'আমার যখন জমি হবে, একটা কাঁঠালচাঁপা গাছ লাগাব। আপনার লেখা পড়ে গাছটার জন্য মায়া পড়ে গেছে।'

মৃত্যুঞ্জয় বণিক ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'এখনো গাছ নিয়ে মানুষ লেখা পড়ে। আমি অবাক হয়ে যাই।'

এখন অবশ্য লোকটাকে আর ইঁদুর মনে হচ্ছে না। ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ার ভঙ্গিটা খানিকটা বিড়ালের মতো। বজলুর রহমান বললেন, 'আমি আপনার লেখা সব সময়ই পড়ি। আপনার নামের সাথে বণিক দেখে মনে করেছিলাম, আপনার পেশা বুঝি ব্যবসা।'

মৃত্যুঞ্জয় বণিক হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার পেশা ব্যবসা নয়। কিন্তু আমার পূর্বপুরুষ ব্যবসা করতেন। চাঁদ সওদাগরের নাম শুনেছেন? চাঁদ সওদাগর আমার পূর্বপুরুষ।'

বজলুর রহমান চমকে উঠলেন। বললেন, 'আপনি লক্ষীন্দর-বেহুলার বংশধর!'

মৃত্যুঞ্জয় বণিক এবার শব্দ করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'বেহুলা শুধু তার স্বামীর প্রাণ বাঁচায়নি। লক্ষীন্দরের ছয় ভাইয়ের প্রাণও বাঁচিয়েছে। আমরা কোন ভাইয়ের বংশধর বলতে পারব না।'

'দারুণ তো! আমি এতদিন বেহুলা-লক্ষীন্দরের কাহিনি মিথ্যা মনে করতাম।'

মৃত্যুঞ্জয় বণিক কাউকে ইঙ্গিত করে চা আনতে বললেন। তারপর বললেন, 'আপনার জমি কোথায় বলছিলেন?'

বজলুর রহমান গলা নিচু করে বললেন, 'আমার এখনো জমি হয়নি। রিটায়ার্মেন্টে যাওয়ার পর যে টাকা পাব, সেই টাকা দিয়ে জমি কিনব।'

'আচ্ছা। তা আপনার মনস্টারের কী সমস্যা বলছিলেন?'

'আমার মনস্টার গাছের পাতাগুলো ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।' তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন, 'আচ্ছা, বেহুলা-লক্ষীন্দরের কাহিনি আপনি সত্যি মনে করেন?'

'এ রকম মনে হচ্ছে কেন আপনার?'

'সাপে কাটল। তারপর দেহ পচে গেল। সেই দেহে আবার প্রাণ ফিরে এলো। এগুলো কি সত্যি হতে পারে?'

'আচ্ছা, আপনার মনস্টারের পাতাগুলো ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। সেগুলো কি আবার সবুজ হয়ে উঠতে পারে না? যদি ম্যাগনেশিয়ামের অভাবে পাতা সাদা হয়ে যায়, তবে মাটিতে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট দিতে হবে।'

'এআই তো বলল ইপসম সল্ট দিতে।'

'হ্যাঁ, ওই ইপসম সল্টই হলো ম্যাগনেশিয়াম সালফেট। পাতা সাদা বা হলুদ হয়ে যাওয়াকে বলা হয় ক্লোরোসিস। যদি মাটিতে ইপসম সল্ট দেওয়া হয়, তবে গাছের ক্লোরোফিল উৎপাদন বেড়ে যায়। আর পাতা সবুজ হতে শুরু করে।'

'মানুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কেমন? মরা মানুষ কেমন করে প্রাণ ফিরে পাবে? মানে, লক্ষীন্দরের ক্ষেত্রে...'

'দেখুন, লক্ষীন্দর মারা গেছে, আপনি এভাবে দেখছেন কেন? সাপে কাটার পর সে তো অজ্ঞানও থাকতে পারে। তারপর...যা-ই হোক, আমার আসলেই আজ কথা বলার সময় নেই। আপনার সমস্যার জন্য মাটিতে ইপসম সল্ট দিয়ে দেখুন।'

'ইপসম সল্ট কোথায় কিনতে পাব?'

মৃত্যুঞ্জয় বণিক বেশ অবাক হলেন। একটা মানুষ গাছ ভালোবাসে, গাছের চর্চা করে, সে কেন জিগ্যেস করবে সার কোথায় পাওয়া যাবে। তিনি অবশ্য মোটেও বিরক্ত হলেন না। প্রতিদিন এ রকম বিচিত্র ধরনের মানুষ আসে তাঁর কাছে। সবার কথাই তিনি ধৈর্য ধরে শোনেন। তারপর ধৈর্য ধরে উত্তর দেন। শান্ত গলায় বললেন, 'এআই আমাদের সবকিছু নষ্ট করে দিচ্ছে, বুঝলেন।'

বজলুর রহমান এআই প্রসঙ্গে কোনো কথা বললেন না। এআইকে তিনিও পছন্দ করেন না। কিন্তু কেউ এর বিরুদ্ধে কথা বলবে, এটা তাঁর ভালো লাগে না। তিনি আবার জিগ্যেস করলেন, 'ইপসম সল্ট কি বাজারে পাওয়া যাবে?'

মৃত্যুঞ্জয় বণিক বললেন, 'এটা খাওয়ার লবণ না। হলে বাজারেই পেতেন। আপনি যে কোনো নার্সারিতে খোঁজ করলে পাবেন।'

৩.

খামারবাড়ি থেকে ফিরে বজলুর রহমান রিজাইন লেটার লিখলেন।

বরাবর
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এম এম নিটিং
মতিঝিল।
বিষয় : চাকরি ছাড়ার আবেদন।

জনাব,

আমি দীর্ঘ ২৬ বছর ৭ মাস ২২ দিন যাবৎ আপনার কোম্পানিতে সুনামের সহিত কাজ করিয়া আসিতেছি। আমার অবসর গ্রহণের সময় সন্নিকট প্রায়। এমত অবস্থায় আমাকে চাকরি হইতে অবসর লইতে হইতেছে। কারণ আমার অজানা। তবু বোধ করিতেছি, আমার বৃক্ষপ্রেম অফিসের স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতেছে। আমি চাই না, আমার কারণে কোম্পানির অগ্রযাত্রা ব্যাহত হোক।

অতএব, আমাকে চাকরি হইতে অব্যাহতি দিতে হুজুরের মার্জনা হয়।

ইতি,
বজলুর রহমান,
সেকশন অফিসার (এখনো পর্যন্ত)
এম এম নিটিং।

চিঠিটা লেখার পর মনে হলো, সাধু ভাষায় লেখা ঠিক হলো না। আজকাল সব চিঠি চলিত ভাষায় লেখা হয়। এই অফিসের বেশির ভাগ চিঠি অবশ্য ইংরেজিতে লেখা হয়। নতুন করে আবার লিখবেন কি না ভাবতে ভাবতে চিঠিটা নিয়ে বড় কর্তার রুমের দিকে এগোলেন। নিজের চিঠি, অফিসের না। এটা সাধুতে লেখা, না চলিতে সেটা গুরুত্বপূর্ণ না।

বজলুর রহমান রুমে ঢোকার সাথে সাথে পিএস মেয়েটা হুড়মুড় করে তাঁর পিছন পিছন ঢুকল। 'আপনি আবার ঢুকেছেন আমাকে না বলে?'

বজলুর রহমান বেরিয়ে যেতে পিছন ঘুরলেন। বড় সাহেব বজলুর রহমানকে ডাক দিয়ে বসালেন। তারপর পিএস মেয়েটাকে ইশারায় চলে যেতে বললেন।

বজলুর রহমান বসলেন। বড় সাহেবের সামনের চেয়ারগুলো কাঠের। খুবই আধুনিক ডিজাইন। এমন চেয়ার সাধারণত দেখা যায় না। অর্ডার দিয়ে ডিজাইন করে বানানো। পুরু সাদা গদিতে মোড়া। বসলে মনে হয় যেন কোনো সাদা ফুলের মধ্যে ডুবে গেছে।

বড় সাহেব বললেন, 'রিজাইন লেটার দিতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে রিজাইন লেটার দিতে হবে না। আমি আপনাকে একটা নতুন প্রস্তাব দিচ্ছি, ভেবে দেখুন। আপনি কি বিকাল পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত অফিস করতে পারবেন?'

'স্যার, আমাদের তো পাঁচটার সময়ে ছুটি হয়ে যায়।'

'সেজন্যেই বলছি। পাঁচটার সময়ে সবাই চলে যায়। অফিসে শুধু আমি একা থাকি। আপনি সেই সময়ে অফিসে আসবেন। রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করবেন।'

'কিন্তু তাতে তো স্যার আট ঘণ্টা হয় না।'

'বিকাল পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কতক্ষণ হলো, সেটা আপনাকে হিসাব করতে হবে না। সেটা আমার হিসাব। আপনি পুরো বেতনই পাবেন।'

'স্যার, আমি একটু ভেবে দেখি।'

'দেখুন বজলু সাহেব, ভাবাভাবির কিছু নেই। কাজ করলে এভাবেই করতে হবে। আপনাকে আমি বহু দিন ধরে জানি। আপনার কাজ ভালো। কোম্পানি আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছে। আমিও আপনাকে হুট করে বিদায় দিতে চাচ্ছি না।'

'সমস্যা কী, স্যার?' বলার পরপরই বজলুর রহমান বুঝলেন, এটা বলা ঠিক হয়নি। কারণ, সমস্যার কথা তিনি নিজেও জানেন।

'সমস্যার ব্যাপারটা আপনিও ভালো জানেন। অফিসের কেউ আপনাকে স্বাভাবিক মনে করছে না। তিন মাস আগে একটা প্লাস্টিকের গাছ নিয়ে এসে টবে পুঁতেছেন। সেটাতে নিয়ম করে পানি দিচ্ছেন। কীটনাশক দিচ্ছেন। গোবর পচা মাটি এনে টবে ভরছেন। যা-ই হোক, এটা তো অফিস।'

'স্যার, গাছটার পাতাগুলো ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। ইপসম সল্ট কিনতে হবে। আজ অফিস থেকে ফেরার পথে কিনব। যে কোনো নার্সারিতেই পাওয়া যাবে।'

'শুনুন, বজলু সাহেব। আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড় হবেন। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। বড় ভাইয়ের মতোই শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এটা অফিস। আপনি একটা প্লাস্টিকের গাছ নিয়ে পাগলামি করতে পারেন না। প্রতিদিন কাপড় ভিজিয়ে মুছলে পাতা তো ফ্যাকাশে হবেই। আপনি এক কাজ করুন, একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখান।'

'স্যার, আমি বরং চাকরিটা ছেড়ে দিই। তিন বছর পর এসে পেনশন আর অন্য সব টাকা নিয়ে যাব।'

বড় সাহেব চিৎকার করে পিএস মেয়েটাকে ডাকলেন। মেয়েটা ঢোক গিলে রুমে ঢুকল। বড় সাহেব মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কি সারা দিন রিলস দেখেন নাকি? আমার রুমে যখন-তখন কেউ একজন ঢুকে যায় কীভাবে?'

বজলুর রহমান রিজাইন লেটার বড় সাহেবের টেবিলে রেখে রুম থেকে বেরিয়ে এলেন।

৪.

বজলুর রহমান ভেবেছিলেন, অফিস থেকে সরাসরি নার্সারিতে যাবেন। আগারগাঁওয়ের ওদিকটায় বেশ কিছু ভালো নার্সারি আছে। সেখানে গেলে ইপসম সল্টও কেনা হবে, কিছু নতুন গাছও দেখা হবে। কিন্তু মনটা খারাপ থাকায় পরিকল্পনা বদলালেন। তিনি মতিঝিল থেকে রমনা পার্কের দিকে রওনা দিলেন। রিকশা নিলেন না। হাঁটতে লাগলেন।

হঠাৎ জোরালো বাতাস বইতে শুরু করল। ঝড় আসবে। মানুষজন যে যার মতো এদিক-ওদিক দৌড়াতে শুরু করেছে। বজলুর রহমান বুঝতে পারছেন না কী করবেন। বৃষ্টি শুরু হলে বিপদ হবে। বৃষ্টির পানি তিনি সহ্য করতে পারেন না। তাঁর ঠান্ডা লেগে যায়। তিনি ফুটপাত ধরে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। পরক্ষণে মনে হলো, এই ব্যস্ততার কোনো মানে হয় না। তিনি হাঁটার গতি কমালেন।

লেখক : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

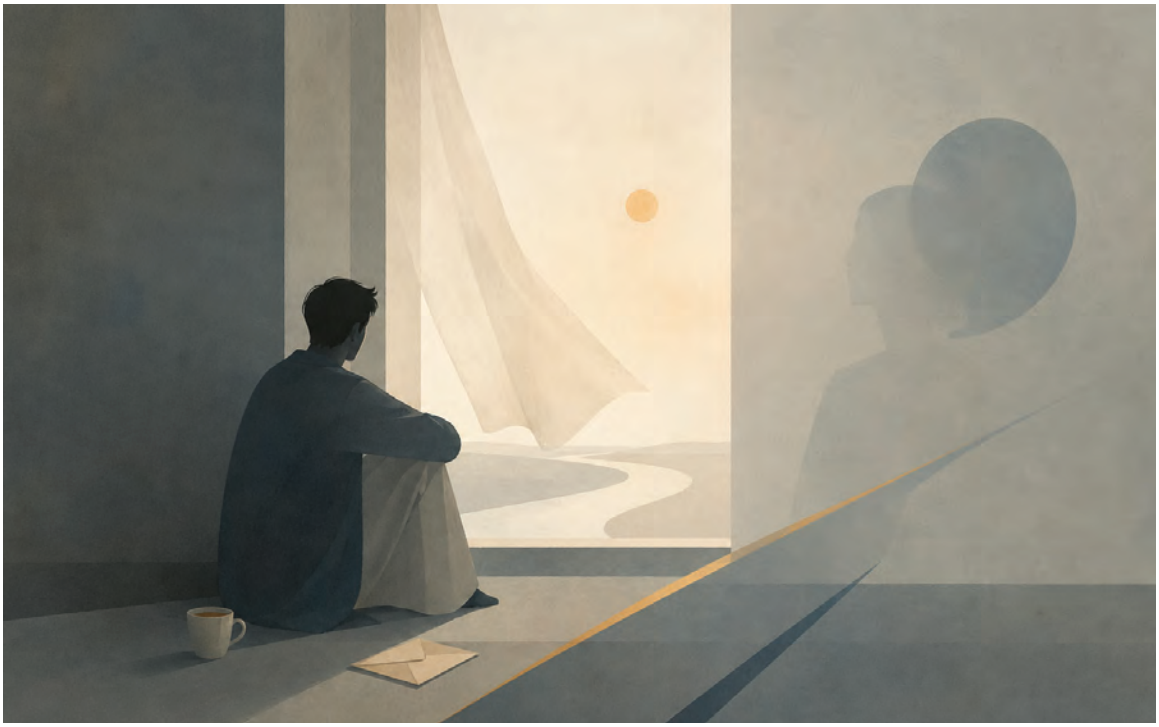

তোর নামেই সকাল

পল্লব শাহরিয়ার

মীরা,

এই সকালটাও তোর নামেই এসেছিল।

হয়তো প্রতিদিনই আসে, কিন্তু আমি খেয়াল করি না। আজ একটু ঠান্ডা বাতাসে জানালার পর্দা কেঁপে উঠল; তক্ষুনি মনে পড়ল, তুই বলতিস, শীতের হাওয়া জানালার পর্দাকে কবিতা বানিয়ে দেয়।

আট বছর হয়ে গেল। কিন্তু আজ, এই নির্জন বাড়ির কোণ থেকে আবার তোর নাম ভেসে উঠল বাতাসে। জানালার ধারে বসে চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে ভাবছিলাম তুই এখন কোথায়? কোন শহরে, কার সঙ্গে, কোন ঘরে বালিশের পাশে ঘুমিয়ে পড়িস? আর কেউ কি আছে, যে তোর চুলের গন্ধ চিনে নিতে পারে কেবল বাতাস ছুঁয়ে?

মীরা, তুই জানিস না তোকে নিয়ে কত কিছু এখনো আটকে আছে এখানে। সেই ধারের রাস্তাটা, যেখানে আমরা হেঁটে যেতাম; কাঠফাটা রোদে আমার ছায়া বড়ো হতো, তোরটা ছোট। আর তুই বলতিস, দ্যাখ, আমি তোর ছায়ার ভেতর হাঁটছি। সেই এক বাক্যে আমি প্রেমে পড়েছিলাম তোর।

ভেবেছিলাম সময় সব মুছে দেয়। কিন্তু সময় বড় প্রতারক, সে কেবল ধুলো জমায়, স্মৃতি মোছে না। তোর গলা, তোর চুলের পাশে নেমে আসা একটা হারানো চুল, তোর কপালের পাশে কাগজের টুকরো রেখে লেখা সেই কবিতা সব এখনো এখানে।

আকাশ আজ ধূসর। এই বাড়িটা যত না বাড়ি, তার চেয়ে বেশি একটা আশ্রয় পুরোনো শব্দগুলোর জন্য। জানিস, আমি এখনো তোর একটা পুরোনো চিঠি পেয়ে যাই হঠাৎ। কোথা থেকে উঠে আসে কে জানে। কাগজের কোণে লেগে থাকা আঙুলের ঘাম, অক্ষরের ভেতরে লুকানো অভিমান এগুলো কখনো পুরোনো হয় না।

তুই তো বলতিস, চিঠি হলো সেই কাচের বোতল, যার মধ্যে আবেগ ভরে রেখে সমুদ্রে ছুড়ে দিই। তোর ছুড়ে দেওয়া সেই বোতলগুলো আমি কুড়িয়ে কুড়িয়ে রেখেছি একটা কাঠের বাক্সে। খুললে শব্দগুলো গড়িয়ে পড়ে বুকের ভেতরে।

আজ এতদিন পর আবার লিখতে বসেছি তোকে, তুই যে চিঠি পছন্দ করতি না! বলতিস, চিঠি হলো হৃদয়ের ব্ল্যাকহোল, যেখান থেকে আলো আর ফিরে আসে না। আমি বলি, ভালোবাসা হলে আলোয় ফিরে আসা জরুরি কি? কখনো কখনো তো অন্ধকারই সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। যেমন আজকের এই সন্ধ্যা আলো ফুরিয়ে এসেছে, তবু এক টুকরো কুয়াশা জানালায় আটকে আছে।

তুই যদি এই চিঠি পাস, পড়িস। যদি না-ও পাস, তাহলেও জানিস তোর নামেই ছিল সকালটা। আর থাকবে, যতদিন আমি আছি।

আজ আমার মনে পড়ছে সেই নদীটার কথা, যার ধারে বসে আমরা শেষ বিকেলটায় কথা বলেছিলাম। তখন নদীতে জোয়ার ছিল, আর

তোর চোখে নীরবতা। ভালো থেকো, বলেছিলি। তুই জানতিস না, এই শব্দ দুটো কতখানি শূন্যতা নিয়ে আসে।

আমি ভালো থাকার অভিনয় করি, রোজ। পাখিদের সঙ্গে কথা বলি, ক্যানভাসে তোর নাম লিখি রং দিয়ে, সিগারেটের ধোঁয়ার ভেতর খুঁজি তোর চুলের গন্ধ। জানি, পাই না। তবু খুঁজি।

মাঝে মাঝে মনে হয়, তুই আর আমি দুই সমান্তরাল রেখা, যারা কেবল এগিয়ে যায়, মেলে না। তবু দুটো রেখার মাঝখানে যে দূরত্বটা সেটাতেই তো প্রেম বাস করে!

তুই কি এখনো রোদে দাঁড়াতে ভালোবাসিস? এখনো কি পত্রপাঠ ঘুম ভাঙার আগেই চা খাস? এখনো কি পুজোর ভিড়ে গুম হয়ে যেতে মন চায়?

আমি সেই সব প্রশ্নের উত্তর জানি না। শুধু জানি, যতবার সকাল আসে সে তোর নামেই আসে।

–অর্ঘ্য

২.

মীরা,

তুই কোনো উত্তর দিস না, আমি জানি। কিন্তু তবু লিখি। লিখতে পারলে বুঝি বাঁচা যায় একটু একটু করে। এ যেন বৃষ্টির ভেতর ছাতা না নিয়েই হাঁটতে থাকা জানি ভিজব, তবু হাঁটি।

তুই তো সব সময় বলতিস, নীরবতারও শব্দ আছে। শুধু কান লাগিয়ে শুনতে হয়। আমি আজকাল প্রতিদিন সেই নীরবতা শুনি প্রতিধ্বনির মতন ফিরে আসে, আবার হারিয়ে যায়।

আমার জানালার পাশে একটা শালগাছ আছে, মনে আছে? আমরা বলতাম, ওটা আমাদের সাক্ষী। এখন সে গাছটা অনেক বড় হয়েছে, ছায়া ফেলে পুরো উঠোন জুড়ে। মাঝে মাঝে বাতাসে পাতাগুলো হালকা কাঁপে, যেন তোর খোঁপার পাশে দুলে ওঠা ঝুমকা। আমি তাকিয়ে থাকি সেই ঝুমকায় নয়, তার প্রতিধ্বনিতে।

আজ দুপুরে একটা হলুদ প্রজাপতি জানালার ধারে বসে ছিল। একটানা দশ মিনিট। তুই হলে বলতি, ওটা হয়তো ভুল করে এসে পড়েছে, এখন তার দিক হারিয়ে গেছে। আমি ভাবলাম শুধু কি প্রজাপতিটাই হারিয়ে গেছে? নাকি আমরাও?

প্রতি সন্ধ্যায় আমার মনে পড়ে তোর গলা। যেমন নদীর স্রোতে ভেসে যায় চাঁদের আলো, তেমনই ভেসে যায় তোর উচ্চারণগুলো আমার ঘরের দেওয়ালে। আর আমি টিপটিপ করে কাঁদি ভিতরে ভিতরে। কেউ টের পায় না, কারণ আমি কাঁদি নীরবে, ঠিক যেমন তুই চলে গেছিলি শব্দ ছাড়া, আঘাত ছাড়া, শুধু একখানি দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

তুই কি এখনো গান শুনিস? সেই পুরোনো রবীন্দ্রসংগীতগুলো? ‘সেই তো আমার নীল আকাশ’? আমি শুনি, প্রায়ই। একা। জানি, গান আর সুর এগুলোর মাঝে তুই নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলি।

তুই বলেছিলি, ভালোবাসা মানেই না-পাওয়ার কবিতা। আমি বুঝি, এখন। সেই না-পাওয়ার ভিতরেই তৈরি হয় প্রেমের আসল ঠিকানা। আমরা বোধহয় কোনোদিনই একসাথে থাকতে পারতাম না, মীরা। আমরা ছিলাম একসাথে না থেকেও একে-অপরের। এই ছিল আমাদের নিয়তি।

তুই নিশ্চয়ই ভালো আছিস। থাকিস। আমি চাই, তুই থাকিস। আমার ভালো থাকাটা তো তোর থেকে আলাদা নয়। তুই ভালো থাকলে আমার বুকের ভেতর একটু আলো পড়ে, তুই দুঃখে থাকলে আমার ঘর আঁধারে ভরে যায়।

তুই যদি কোনোদিন চিঠির উত্তর দিস, আমি অবাক হব না। আবার না দিলেও কিছু বলব না। কারণ আমি জানি, কিছু অনুভবের জবাব শব্দে আসে না। তারা শুধু একপিঠে লেখা থেকে যায় ঠিক যেমন এই চিঠি।

–অর্ঘ্য

২.১

অর্ঘ্য,

চিঠি লিখব না ভেবেছিলাম। অনেকবার ভেবেছি শব্দগুলোকে আর ডাকি না। তারা এলে সবকিছু এলোমেলো করে দেয়। তবু আজ লিখছি। হয়তো এই লেখাটাও একধরনের ভুল, কিংবা মুক্তি।

তোর প্রথম চিঠিটা যখন পেলাম, খুলিনি সঙ্গে সঙ্গে। অনেকক্ষণ রেখে দিয়েছিলাম টেবিলের কোণে। মনে হচ্ছিল, খামটা খুললেই সময়টা খুলে যাবে আর আমি ফিরে যাব সেই জায়গায়, যেখান থেকে এত কষ্ট করে বেরিয়ে এসেছি।

তুই এখনো আগের মতোই লিখিস। একইভাবে শব্দগুলো সাজাস, যেন প্রতিটা বাক্য একটা দীর্ঘশ্বাস। আমি পড়তে পড়তে থেমে গেছি কয়েক বার। জানিস কেন? কারণ তোর লেখা আমার ভিতরের সেই মেয়েটাকে জাগিয়ে দেয়, যাকে আমি বহুদিন আগে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি।

অর্ঘ্য, আমি ভালো আছি এই কথাটা বলা খুব সহজ। কিন্তু ভালো থাকা আর বেঁচে থাকা কি এক? আমি জানি না। আমি সংসার করি, কথা বলি, হাসি কিন্তু এই সবকিছুর মাঝেও একটা নীরব জায়গা আছে, যেখানে তুই আছিস।

তুই জিগ্যেস করেছিলি, আমি কি এখনো রোদে দাঁড়াতে ভালোবাসি? ভালোবাসি। কিন্তু এখন আর কেউ ছায়া মেপে দেয় না। এখন আমি নিজের ছায়ার সাথেই হাঁটি।

তুই বলেছিলি, আমরা দুই সমান্তরাল রেখা। আমি অনেক ভেবেছি কথাটা নিয়ে। সমান্তরাল রেখারা মেলে না ঠিকই, কিন্তু তারা পাশাপাশি থাকে দূরত্ব বজায় রেখেও। হয়তো সেটাই আমাদের গল্প।

সেদিনের কথা মনে আছে? কমলাপুর স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা। আমি ইচ্ছে করলেই কাঁদতে পারতাম। কিন্তু কাঁদিনি। কারণ জানতাম, একবার কাঁদলে আর যেতে পারব না। আর যেতেই তো হতো আমাকে।

তুই কখনো জানতে চাসনি কেন গেলাম। হয়তো ভয় পেতি। আমি নিজেও বলিনি। কারণ কিছু কারণ থাকে, যেগুলো বললে সম্পর্ক ছোট হয়ে যায়। আমি চাইনি আমাদেরটা ছোট হোক।

অর্ঘ্য, আমি তোকে ভালোবাসতাম। এখনো কি বাসি? এই প্রশ্নের উত্তর আমি নিজেও জানি না। তবে এটুকু জানি তুই আমার জীবনের এমন একটা অংশ, যাকে অস্বীকার করা যায় না।

তোর চিঠিগুলো পড়ে মনে হয়, সময় থেমে আছে কোথাও। অথচ বাস্তবটা থামে না। মানুষ বদলায়, সম্পর্ক বদলায়, ঠিকানাও বদলায়। শুধু কিছু অনুভব তারা এক জায়গায় বসে থাকে, চুপ করে।

তুই লিখে যাস। আমি সব সময় উত্তর দিতে পারব না। কিন্তু পড়ব। নীরবে। ঠিক যেমন তুই কাঁদিস শব্দ ছাড়া।

আর হ্যাঁ, চিঠি নিয়ে আমার সেই পুরোনো কথাটা মনে আছে? চিঠি ব্ল্যাকহোল।

হয়তো ঠিকই বলেছিলাম। তবু আজ বুঝি কিছু আলো হারিয়ে যাওয়ার জন্যই জন্মায়।

ভালো থাকিস।

–মীরা

৩.

মীরা,

তোর চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে দিনগুলো আর আগের মতো নেই। না, খুব বদলে গেছে এমন না– এই বাড়ি, এই জানালা, এই শালগাছ, সব একই আছে। কিন্তু তাদের ভেতরের নীরবতা বদলে গেছে। আগে নীরবতা ছিল ফাঁকা, এখন তার ভেতরে তোর শব্দের হালকা প্রতিধ্বনি রয়ে গেছে।

খামটা খুলেছিলাম খুব ধীরে। যেন একটু তাড়াহুড়ো করলেই অক্ষরগুলো উড়ে যাবে। তোর হাতের লেখা দেখেই প্রথমে থেমে গিয়েছিলাম। এত বছর পরও মানুষ কি একইরকম লিখতে পারে? নাকি আমি তোর লেখার ভেতর সেই পুরোনো মেয়েটাকেই খুঁজে পেয়েছি বলে মনে হয়েছে?

তুই লিখেছিস ভালো থাকা আর বেঁচে থাকা কি এক?

এই একটুকু লাইন আমার সারাটা রাত কেটে দিয়েছে। আমি জানালার পাশে বসে ছিলাম, বাতি নিভিয়ে। বাইরে হালকা কুয়াশা নামছিল। মনে হচ্ছিল, পৃথিবীটা একটু একটু করে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে ঠিক যেমন আমাদের গল্পটা।

মীরা, আমি কখনো তোকে জিগ্যেস করিনি কেন তুই চলে গেলি। সত্যি বলছি, সাহস ছিল না। কারণ আমি জানতাম, উত্তরটা শুনলে হয়তো তোকে আর আগের মতো ভালোবাসতে পারব না। আমি তোকে কারণ ছাড়া ভালোবাসতে চেয়েছিলাম। যুক্তি ছাড়া। ব্যাখ্যা ছাড়া।

তোর চলে যাওয়াটা আমি একটা ঋতুর মতো মেনে নিয়েছিলাম। যেমন হঠাৎ শীত নামে, কেউ কারণ জিগ্যেস করে না শুধু গায়ে চাদর জড়িয়ে নেয়। আমি সেই চাদরটাই জড়িয়ে নিয়েছিলাম, আর ভেবেছিলাম, এই ঠান্ডাটাই হয়তো আমার বাকি জীবনের আবহাওয়া।

কিন্তু তোর চিঠি এসে যেন একটু রোদ ঢুকিয়ে দিল। অদ্ভুত না? যে মানুষটা দূরে, যে ফিরে আসবে না তার লেখা কয়েকটা শব্দই আবার বাঁচিয়ে দেয়।

তুই বলেছিস, তুই নিজের ছায়ার সঙ্গে হাঁটিস এখন। এই লাইনটা পড়ার পর মনে হলো, আমি এখনো তোর ছায়ার ভেতরেই দাঁড়িয়ে আছি। বেরোতে পারিনি। বেরোতে চাইওনি।

আজ বিকেলে আমি সেই রাস্তাটায় গিয়েছিলাম, যেখানে আমরা হাঁটতাম। অনেকদিন যাইনি। সবকিছু বদলে গেছে, তবু কোথাও কোথাও একই রয়ে গেছে। একটা চায়ের দোকান আছে এখনো, নতুন রং করা কিন্তু বেঞ্চটা পুরোনো। সেখানে বসে আমি চা খেলাম। মনে হচ্ছিল, তুই পাশে বসে আছিস, আর হঠাৎ বলবি, চা এত তেতো কেন?

তুই জানিস, আমি আজকাল খুব কম কথা বলি। মানুষজন ভাবে, আমি নাকি চুপচাপ হয়ে গেছি। তারা জানে না, আমার ভেতরে কত কথা জমে আছে যেগুলো শুধু তোর জন্য। অন্য কাউকে বললে তারা শব্দ হয়ে যায়, তোর কাছে লিখলে তারা অনুভবে থাকে।

তুই বলেছিস, কিছু কারণ বললে সম্পর্ক ছোট হয়ে যায়। হয়তো ঠিকই। তবু মাঝে মাঝে মনে হয়, না-জানা একটা কাঁটা হয়ে থাকে। খুঁচিয়ে যায়। রক্ত বেরোয় না, কিন্তু ব্যথা থেকে যায়।

আমি জানি না, তোর জীবনে এখন কে আছে। জানতে চাইও না। কারণ তুই যেখানেই থাকিস, যেভাবেই থাকিস তুই যেন সম্পূর্ণ থাকিস। তোর ভেতরের যে মেয়েটাকে তুই ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিস, সে যেন মাঝে মাঝে জেগে উঠে হাসে, গান শোনে, রোদে দাঁড়ায়।

আমার কথা? আমি তো আছিই এই বাড়ির মতো, এই গাছের মতো, এই চিঠির মতো। কোথাও যাই না, শুধু থেকে যাই।

তুই লিখেছিলি, কিছু আলো হারিয়ে যাওয়ার জন্য জন্মায়। আমি ভাবছি, হয়তো আমরা সেই আলো। আমরা জ্বলে উঠেছিলাম, তারপর হারিয়ে গেছি কিন্তু পুরোপুরি নিভিনি। কোথাও একটা ক্ষীণ আলো এখনো জ্বলছে।

মীরা, তুই আবার লিখিস। উত্তর না হলেও চলবে– কিছু শব্দ, কিছু নীরবতা, কিছু অসম্পূর্ণ বাক্য। আমি সেগুলো নিয়েই বাকি গল্পটা বানিয়ে নেব।

কারণ তুই না থাকলেও, তোর সঙ্গে আমার কথোপকথনটা এখনো শেষ হয়নি।

–অর্ঘ্য

৪.

অর্ঘ্য,

তোর চিঠিটা আমি শুধু পড়িনি আমি তার ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলাম। যেমন কেউ বহুদিন বন্ধ থাকা একটা ঘরের দরজা খুলে ঢোকে, যেখানে আলো কম, কিন্তু গন্ধগুলো অদ্ভুতভাবে চেনা। তোর শব্দগুলোর গায়ে সেই পুরোনো দিনের গন্ধ লেগে আছে এখনো ধুলোমাখা, তবু স্পষ্ট।

দুবার পড়েছি বলেছিলাম মিথ্যে বলেছিলাম। আসলে আমি সংখ্যাটা গুনে উঠতে পারিনি। কখনো পুরোটা পড়েছি, কখনো শুধু কিছু লাইন। বিশেষ করে, সেই জায়গাটা যেখানে তুই না-বলার কথা বলেছিস। সেই না-বলাটা যেন আমার বুকের ভেতরে এসে বসে আছে, একটা ছোট্ট পাথরের মতো না সরছে, না ভাঙছে, শুধু থেকে যাচ্ছে।

তুই না বলার কথা বলেছিস। আমি চলে যাওয়ার কথা বলেছি। কিন্তু আমাদের গল্পটা আসলে এই দুইটার মাঝখানে আটকে তুই বলিসনি, আমি থাকিনি। এই মাঝখানের জায়গাটাই আমাদের সবচেয়ে সত্যি জায়গা।

অর্ঘ্য, আমি অনেকদিন ধরেই এই চিঠিটা লিখতে চেয়েছি। কিন্তু প্রতিবারই থেমে গেছি। কারণ কিছু সত্যি আছে, যেগুলো একবার লিখে ফেললে আর ফেরত নেওয়া যায় না। তারা শব্দ হয়ে থাকে না দাগ হয়ে যায়। আর আমি জানতাম, এই দাগগুলো শুধু আমার ভেতরেই থাকলে সহজ, কিন্তু তোকে দিলে তারা দুজনের হয়ে যাবে।

তবু আজ একটু খুলে বলি। পুরোটা না, কারণ পুরোটা বললে হয়তো তুই আমাকে আর আগের মতো দেখতে পারবি না।

সেদিন, স্টেশনে দাঁড়িয়ে আমি শুধু একটা ট্রেনে উঠিনি। আমি একটা সিদ্ধান্তে উঠেছিলাম। তুই ছিলি আমার ভালোবাসা– এই কথাটা আমি অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু আমার জীবনটা শুধু ভালোবাসা দিয়ে তৈরি ছিল না। সেখানে ছিল দায়িত্ব, ছিল কিছু অদৃশ্য ভয়, ছিল এমন কিছু মানুষের চোখ, যাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমি নিজের ইচ্ছেগুলোকে খুব ছোট মনে করতাম কিন্তু এই চেষ্টায় আমি তোকে হারিয়েছি– এটাই সত্যি।

বাড়িতে তখন অনেক কিছু চলছিল। বাবার অসুখ, ঋণের চাপ, আর তার থেকেও বড় একটা অদৃশ্য তাড়া। আমাকে ঠিক হতে হবে, ঠিক জায়গায় যেতে হবে, ঠিক মানুষের সঙ্গে থাকতে হবে। তুই সেই ঠিক তালিকার মধ্যে পড়তিস না।

তুই ছিলি আমার ভালোবাসা কিন্তু আমার পরিবার আমার ভালোবাসাকে কখনো বাস্তব হিসেবে দেখেনি। তারা তোকে চিনতই না, আসলে তারা শুধু ভয় পেত। একজন অনিশ্চিত ছেলেকে, যার ভবিষ্যৎ লেখা নেই কাগজে, যার জীবন নিয়ম মানে না তাদের কাছে তুই ছিলি একটা ঝুঁকি।

আজ আমি বুঝতে পারছি, ভালোবাসা মানেই সব সময় কাছাকাছি থাকা নয়। কখনো কখনো ভালোবাসা মানে দূরে থেকেও নিঃশব্দে, চুপচাপ সেই মানুষের সুখ চাইতে শেখা। আমি চাই তুই ভালো থাকিস। আমি চাই তুই নিজের গল্পের ভেতর আলো রাখিস।

এখন আমি অন্য শহরে আছি। অন্য ঘর, অন্য জানালা, অন্য বাতাস। কিন্তু সেই নদীর ধারের কথা, সেই শালগাছের ছায়া, সেই চায়ের কাপ সবই এখনো ভেতরে আছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, সেই সব স্মৃতি আমাকে ধরে রাখে, আর আমাকে শিখিয়ে দেয়, কখনো কিছু হারিয়ে যায় না শুধু অন্য রূপে থাকে।

অর্ঘ্য, আমি সব সময় চাই, তুই বেঁচে থাক। আমি নিজেও বেঁচে আছি। আমরা একসাথে নই, একে অপরকে ধরতে পারি না, কিন্তু আমাদের ভালোবাসা অপূর্ণ হলেও ভালোবাসা। আর তাই, এই চিঠি শেষ করলেও, আমি জানি, তুই প্রতিদিন সকালে আমার মতোই আমার নাম ভেবে হাঁটবি।

ভালো থাকিস, অর্ঘ্য।

–মীরা

৫.

মীরা,

আজ তোর চিঠিটা আবার পড়লাম। না, নতুন করে কিছু খুঁজতে না পুরোনো ব্যথাটাকে একটু ছুঁয়ে দেখতে।

এবার বুঝতে পারছি, তুই চলে যাওয়াটা আমার বিরুদ্ধে ছিল না। ওটা ছিল তোর জীবনের পক্ষে। আমরা অনেক সময় ভালোবাসাকে এমনভাবে দেখি, যেন সেটা সবকিছুর ওপরে। কিন্তু জীবন তার থেকেও বড় তার ভেতরে থাকে দায়, ভয়, সময়, মানুষ...

তুই সেদিন আমাকে ছেড়ে যাসনি, তুই নিজের একটা পথ বেছে নিয়েছিলি। আর আমি, আমি সেই পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা স্মৃতি হয়ে গেছি। আজ প্রথম বার মনে হচ্ছে, এইটুকুই যথেষ্ট। আমি তোকে আর ফিরে আসতে বলব না। কারণ আমি জানি, ফিরে এলে তুই আর তুই থাকবি না।

আমি চাই, তুই যেখানেই থাকিস পুরোটা হয়ে থাকিস। অর্ধেক হয়ে না। আমার সকালগুলো এখনো তোর নামেই আসে কিন্তু এখন আর সেই নামে আমি কষ্ট পাই না। এটা এখন একধরনের শান্তি।

তুই ছিলি।

এইটুকুই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া।

আমরা কখনো একসাথে হইনি, হয়তো হতে পারতাম না। কিন্তু তোর সাথে এই কথাবার্তা, চিঠি, নীরবতা– এই সবই আমাদের ভালোবাসা। এটা কখনো মরে না। শুধু নীরবে, শান্তভাবে জ্বলতে থাকে।

তোর নামেই সকাল আসে। আজ, কাল এবং যতদিন আমি বাঁচব। আর হয়তো এই ভেতরের আলোই আমাদের শেষ ভালোবাসা। চিঠিটা হয়তো পাঠাব না। সব কথা পৌঁছানো দরকার হয় না কিছু কথা শুধু লেখা থাকলেই পূর্ণ হয়।

ভালো থাকিস, মীরা।
আমি এখানেই আছি।
আর এবার সত্যিই ভালো আছি।
নীরব, স্থির, এবং পুরো।

–অর্ঘ্য

লেখক : গল্পকার ও কবি

চেনা বৈশাখে অচেনা তুমি

খান নজম-ই-এলাহি

এখন আমি খুব চেনা পথের অচেনা পথিক হয়ে গেছি!
তুমি তো ভালোই আছো,
চেনা মানুষকে ভুলে গেলে বুঝি এমন ভালো থাকা যায়!
আমিও নতুন করে কোনো পরিচিতার পরিচিত একজন হতে চাই না;
ফিরিয়ে নিতে চাই না– সেই সোনালি ভোর আর বৃষ্টিস্নাত বিকেলে।

চেনা নগরীতে চৈত্রসংক্রান্তির শেষ সূর্যকে বিদায়
আর নতুন ভোরের আবাহনে নববর্ষের উৎসব
এখনো অমলিন ঘুরে ফিরে আসে;
শুধু তোমার খোঁপায় থাকে না আমার দেয়া ভালোবাসার সেই ফুল
আর তোমার ঐ চোখে আমার অপলক চেয়ে থাকা।
চেনা নগরীতে আমি বড় একা হয়ে গেছি!
এই মেঘ, এই রোদ্দুর, বিকেলের আকাশ আর রাতের জ্যোৎস্না
এখন কেউ আর আমাকে চেনে না! আমি একা, সত্যি বড় একা!

তোমার মনে আছে? তুমি ছিলে আমার বৈশাখী;
নব আনন্দে জাগানিয়া বৈশাখে, তুমি হয়ে যেতে খাঁটি বাঙালি।
বর্ষার পদ্মার মতো তোমার তারুণ্যের রঙে রাঙানো শরীর
লাল-সাদা শাড়ি, কপালে টিপ, খোঁপায় ফুল আর পায়ে আলতা...
তুমি বলতে, "আমি সম্পূর্ণা, আমি বাঙালি মেয়ে";
আর আমি বলতাম, "বাংলার সৌন্দর্যের এক জীবন্ত প্রতিমা; রূপসি বাংলার বধূ"।
সত্যি বলছি, তোমাকে তখন বধূ ভাবতেই ভালো লাগত!
বাংলার স্নিগ্ধ প্রকৃতির সাথে তোমার স্নিগ্ধতা একাকার হয়ে যেত
আর আমি হয়ে যেতাম কবি,
হৃদয়ের খাতায় তোমাকে নিয়ে লেখা হতো শত শত কবিতা।

দিন আসে দিন যায়, ঘুরে ঘুরে এক একটি বৈশাখ;
চেনা নগরীর প্রতিটি বৈশাখ বড় অচেনা মনে হয়!
এখন অচেনা তুমি, অচেনা বৈশাখ; আর আমি?
খুব চেনা পথের অচেনা পথিক, এই আলো ঝলমল ব্যস্ত নগরীর।

এই শহরে মন বসে না

এম এ জিন্নাহ

আমার কেন মন বসে না
এই শহরের গলিতে?
মনটা শুধুই পড়েই থাকে
দূর গাঁয়ের ঐ পলিতে।

পল্লি পথের আলো-বাতাস
আগলে রাখে স্বজনে;
সহজ করা অমন ছোঁয়ায়
যত্ন করে কজনে?

আইলের ধারের শান্ত বিকেল
পবিত্রতায় ছড়ানো,
মায়া দিয়ে আছে যেন
সকল কিছু জড়ানো।

এই শহরটা ছেড়েই যাব
শ্যামল মাটির কিনারে;
নিত্য করে ঘুম ভাঙাবে
মসজিদের ঐ মিনারে।

পোড়া বাড়ি

অলোক আচার্য

মেয়েটি পায়ে আলতা দিয়েছে। এই যুগে কেউ আলতা দেয়, আমি জানতামই না। শহরের খাঁচাময় জীবনে অভ্যস্ত থাকার কারণে গ্রামের অনেক সংস্কৃতিই আমি ঠিকঠাক জানি না। মা-র মুখে গল্প শুনেছি, একসময় মা-খালারা আলতা পরতেন খুব ঘটা করে। পরিবারের কয়েক জন একসাথে হয়ে আলতা পরতেন। সুলেখার পায়ে আলতা দেখে সেই কথা মনে পড়ল। মেয়েটার পায়ে নূপুরও আছে মনে হয়। যদিও গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা। শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি এই হঠাৎ পরিচয় হওয়া পরিবারটির আতিথেয়তায় মুগ্ধ হতে আরম্ভ করেছি। গ্রাম্য পরিবেশে এত ভদ্র আচরণ সত্যি আশাতীত। আমি যেমন কাউকে চিনি না আবার আমাকেও কেউ চিনে না। আমার রেফারেন্সে এই পরিবারের কর্তা যাদের চিনেছেন, সেটা আমাকে থাকতে দেওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। এই যুগে অপরিচিত মানুষকে রাত্রি যাপন করতে দেওয়ার ঝুঁকি আজকাল আর যেচে কেউ নিতে চান না। যদিও অতিথিকে সেবা করা মহা পুণ্যের কাজ। আজকাল সেসব পুণ্যের কাজটাজ আর কেউ করে না। অধিকাংশই তো ভদ্রবেশী চোর-ছ্যাঁচড়! ডাকাত-ফাকাতের ঝুঁকিও আছে! কে আর যেচে এত ঝুঁকি নেয়! কিন্তু বেচারা টাইপের ভজন ব্যাপারীর চোখেমুখে অতটা ইতস্তত ভাব আমি দেখিনি। যেটুকু ইতস্তত ভাব ছিল সেটুকু অন্য কারণে।

পরে বুঝেছি। আমি আগে কোনোদিন গ্রামের পথে আসিনি। দীর্ঘদিন দেশের বাইরে ছিলাম। কয়েক বছর ঢাকা এসে ব্যবসা শুরু করেছি। পরিবারও সেখানে। কোনো পার্বণে পরিবার গ্রামে এলেও আমার আর আসা হয়ে ওঠে না। ফলে গ্রামের রাস্তাঘাট আমার কাছে অনেকটা অচেনা। আমার এক যুগ আগে দেখে যাওয়া গ্রাম যে আর গ্রাম নেই, মাঠগুলো সব আস্তেধীরে মানুষের দখলে ইটের প্রাচীরে ঢেকে গেছে, সে খোঁজ আমার খুব একটা জানা নেই। মাঝেমধ্যে পেপার-পত্রিকায় পড়ি অবশ্য। তাতে আর কতটুকু জানা যায়। এবার যখন আমার টাইফয়েড হলো, বেশ কড়া টাইফয়েড, মানে যমে-মানুষে টানাটানি আরকি। আমি মরতে মরতে বেঁচে গেলাম। কিন্তু আমার মনের অসুখ আর কমে না। সারাক্ষণ কেমন যেন মন খারাপ ভাব লেগে থাকে। ততদিনে ব্যবসাটা লাটে ওঠার জোগাড়। ডাক্তার আর বউ পরামর্শ করে আমাকে গ্রাম থেকে ঘুরে আসতে বলল। আমি ভেবে দেখলাম, আমার একটু ঘুরেটুরে আসাই ভালো। তাতে মনটার যদি একটু উন্নতি হয়। শরীরটাও গ্রামের ফ্রেশ অক্সিজেন পেয়ে তরতাজা হবে। ছেলেমেয়েদের স্কুল আর কোচিংয়ের কারণে আমাকে একাই যেতে হবে।

দুপুরের পর চেপে বসলাম ট্রেনে। ও বাবা, পথে ট্রেন দুই ঘণ্টা লেট। এদিকে আমি তেমন কাউকে চিনিও না। কারণ গ্রামের বাড়িতে আমার নিজের বলতে দূর সম্পর্কের চাচা পরিবার নিয়ে থাকেন। আমাদের কিছু জমিটমি দেখাশোনা করেন। পুকুর আছে আমাদের, সেসবও দেখেন। বছরান্তে বড় বড় মাছ আর ধান নিয়ে দিয়ে আসেন। আমরাও এদিকে খুব একটা গুরুত্ব দিই না। বিক্রির কথা উঠলেই কেঁদেটেদে একাকার অবস্থা করে ছাড়েন। আমার মায়া লাগে। বউয়ের কড়া চোখ উপেক্ষা করে বলি, থাক না, কী দরকার বেচে! কয়েকটা প্রাণ তো বেঁচে থাকছে। বউয়ের যুক্তি উলটা। বাস্তববাদী। বিক্রি করলে যে টাকা পাব, সেটা দিয়ে একটা কমের মধ্যে ফ্ল্যাট হয়ে যাওয়ার কথা। আমি তর্কে যাই না। এভাবেই জমিগুলো টিকে আছে।

সেই চাচার বাড়িতেই আমাকে কয়েকটা দিন থাকতে হবে। মোবাইলে কথা হয়েছে। ট্রেনটা নষ্ট না হলে আমার দেরি হতো না। ঠিকঠাক সময়েই পৌঁছে যেতাম। চাচা আগেই বলেছিল, রাত দশটার পর আর গ্রামে আসার রিকশা-ভ্যান কিছুই পাওয়া যাবে না। অথচ আমার পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেজে গেল এগারোটা। নেমে দেখি দুটো দোকান বন্ধ। খোলা থাকার আশা করাই বৃথা। এদিকে শেষ মাঘের কুয়াশা জাঁকিয়ে পড়েছে। রাস্তার দু-পাশে ধানি জমিগুলো আমার ধারণাকে পরিহাস করছে। আমি নাক-মুখ ঢেকে ভাবছি, এবার কী করব? মোবাইলে নেটওয়ার্কটাও যাচ্ছে-তাই অবস্থা! ভাঙা ভাঙা কথায় যা বুঝলাম, আপাতত যাওয়ার কোনো উপায় নেই। এখান থেকে মাইল পাঁচেক হবে। নিজের দুখানা পা ছাড়া বিকল্প নেই! ভাবা যায়! আমাকে এখন পাঁচ মাইল হাঁটতে হবে! কিন্তু এখানে বসে থেকে তো কোনো লাভ নেই। অতএব, পছন্দ না হলেও আমি পা চালাতে শুরু করি! মাঘের শীত যেন অন্ধকারকে আরো গাঢ় করে দিয়েছে। পকেট থেকে মোবাইল

জ্বালিয়ে রাস্তা বের করি। খুব লাভ হয় না। কুয়াশায় এ আলো কেবল সামনের পাটুকু ফেলার সাহস জোগায়। হাঁটতে হাঁটতে হয়তো মাইলখানেক চলে আসি। একই দৃশ্য গ্রামের। মাঝে মাঝে ঘরবাড়ি, আবার মাঠ। কোথাও দু-চারটা দোকান দেখেছি। ভিতরে হয়তো মানুষ আছে। আমি কান পেতে শব্দ শোনার চেষ্টা করেছিলাম। ঠিক হিসেব নেই, খুব সিগারেটের নেশা পাওয়ায় আমি একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাই। ক্লান্তিটা দূর করা দরকার। শীতে আমার হাত জমে গেছে। আগুনের হালকা আঁচে যেন হাত আবার শক্তি পায়। আমি সামনের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছি আর ডাক্তারের ওপর বিরক্ত হচ্ছি। অসুস্থ শরীর এখনো ঠিকমতো সায় দেয় না। সেই শরীরে আমি হাঁটছি এতটা পথ! রাগে ফোন বন্ধ করে দিয়েছি। বউটা যাতে যোগাযোগ না করতে পারে। ঠিক এই সময় আমার কাঁধে যেন কেউ হাত রাখল! আমি ভয়ে তিন হাত পিছনে সরে যাই। জোরে চিৎকার করে উঠি– কে, কে?

আমি।

অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না। তবে মনে হলো আপাদমস্তক চাদরে জড়ানো কেউ দাঁড়িয়ে আছে আমার থেকে তিন হাত দূরত্বে।

ভাইজান কি ভয় পাইলেন নাকি?

আমার হাতের সিগারেট পড়ে গেছে। কে আপনি?

ভয় পাবেন না, ভাইজান। আমি ভজন ব্যাপারী। ভূতটুত নই! তা এত রাতে ভাইজান যে এইখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছেন! আপনি যাবেন কোথায়?

এখন আমি কিছুটা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছি। অন্তত মানুষ তো! তার আগে আপনি বলেন, এত রাতে আপনি এখানে কী করেন?

এ কথা শুনেই তিনি হেসে ওঠেন। ভাইজান মনে হয় লক্ষ করেননি, পিছনেই আমার বাড়ি।

এবার আমি পিছনে তাকাই। সত্যিই তো একটা বাড়ি। আশপাশে আর কোনো বাড়ি নেই। তা না থাকুক। কিন্তু এতক্ষণ সে বাড়িটাকে দেখেনি কেন? এত অন্ধকারে হয়তো বুঝতে পারেনি। চারদিকে যে কুয়াশা পড়েছে!

ভাই আপনি যাবেন কোথায়?

উত্তরপাড়ার মন্তাজ মিয়ার বাড়ি। আমার চাচা।

এখনো তো ম্যালা দূরের পথ! এত পথ হাঁটতে পারবেন না। আর রাস্তার অবস্থাও ভালো না।

কিন্তু আপনি কে?

আমি ভজন ব্যাপারী। কিছু মনে না করলে আপনি বাকি রাতটুকু আমার বাড়িতে অতিথি হতে পারেন। এই শীতের রাতে আপনার অসুখ-বিসুখও হতে পারে। আর তাছাড়া আপনি বিপদে পড়তে পারেন। গ্রামের পথঘাট সব সময় ভালো হয় না। মানুষ না থাকলেও অন্য কিছু আছে।

অন্য কিছু মানে?

সে না বলি। চলেন ভাই, আর ইতস্তত করবেন না। আমার বাড়িতে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। একটা রাতই তো।

লোকটির জোড়াজুড়ি আর আমার এই কাহিল অবস্থা! আমি ভাবি সত্যি তো, এত রাস্তা আমি হাঁটতে পারব না। শীতে আমার শরীর অসাড় হয়ে আসছে। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা। একটু গরম না পেলে যেন আর বাঁচা যাবে না। আমি তাই আর দ্বিমত না করে লোকটার বাড়িতে অতিথি হই। ছিমছাম বাড়ি। চৌচালা টিনের ঘর। তাতে কয়েকটা রুম করা। আমাকে একটা রুমে নিয়ে বসানো হলো। কিছুক্ষণ পর ব্যাপারী সাহেব এলেন। সাথে দুই জন নারী। পরিচয় পর্ব থেকে জানলাম একজন তার স্ত্রী আর অন্যজন মেয়ে। মেয়েটার দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না। বছর চোদ্দো কি পনেরো হবে। নাম সুলেখা। আমি আসার পর থেকে গরম পানি এগিয়ে দেওয়া, আমার প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দেওয়া– সব কাজই মেয়েটা করছে। নূপুরের শব্দ ঘরময় ছড়িয়ে পড়ছে। আমি যা-ই জিগ্যেস করছি, সুলেখা শুধু হুঁ-হ্যাঁ বা মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিচ্ছে। রাতের খাওয়ার পর্ব শেষে কম্বলের নিচে যখন ঘুমাতে গেলাম, মনে হলো জানটা ভজন বাবুর দয়ায় বেঁচে গেল। আমি শেষ রাতে উঠি। আর কতক্ষণ ভজন বাবুর আতিথেয়তায় থাকব। আমি ওঠার আগেই দেখি ভজন বাবু উঠেছেন। আর কাউকে দেখলাম না। বিনয়বশত সকালে নাশতা করে তারপর যেতে বললেন। আমিই তাড়া দেখালাম। রাতে চাচার বাড়ি পৌঁছাতে না পারার কারণে এমনিতেই সকলে দুশ্চিন্তায় রয়েছে। তাছাড়া অপরিচিত এই মানুষগুলোকে আর অহেতুক বিরক্ত করতে ইচ্ছা করল না। আমি ভজন বাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যেতে যেতে বুঝলাম কেন ভজন বাবু অত রাতে আমাকে আটকেছিলেন। ভাগ্যিস থেকে গিয়েছিলাম! পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেশ বেলা হয়ে গেল। আমাকে দেখেই চাচা নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমি ভজন ব্যাপারীর নাম বলতেই চাচা চোখ মুখ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, কার বাড়িতে ছিলে বলছো, বাবা? ভজন ব্যাপারী? বলো কী! উনি বেশ অবাক হওয়ার মতো করলেন। আমি ঠিক কারণটা বুঝতে পারলাম না। তাই জিগ্যেস করলাম, কেন চাচা কী হয়েছে? মানুষটা তো বেশ ভালো মনে হলো। আমাকে খাতির-যত্ন করলেন। অন্তত রাতটুকু তো আশ্রয় দিয়েছেন। এবার চাচা চিন্তিত মুখে বললেন, সে তো ঠিক আছে। আমি ঐ জায়গায় যে ভজন ব্যাপারীকে চিনি তিনি তো, মানে তার পরিবারই তো নেই!

নেই মানে?

নেই মানে, মাস কয়েক আগে ওদের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল। মাঠের পাশে ফাঁকা জায়গায় বাড়ি। কেউ টেরও পায়নি। ডাকাতরা যাওয়ার আগে সবাইকে ঘরে আটকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। সেই মামলা এখনো চলছে। এরপর থেকে ওদিকে কেউ দাঁড়াতে সাহস করে না। অনেকেই যেতে-আসতে গভীর রাতে ঐ জায়গায় আলো জ্বলতে দেখেছে। আবার কেউ কেউ শুনেছে বাঁচাও-বাঁচাও চিৎকার। এটা নিয়ে গ্রামের মানুষ খুব দুশ্চিন্তায় আছে। আমি পরীক্ষা করার জন্য দুপুরের পর চাচাকে নিয়ে বের হলাম। কীসের বাড়ি! কেউ নেই! পোড়া ইট-কাঠ এখনও চাচার কথার সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। ফিরে আসছিলাম। হঠাৎ মনে হলো নূপুরের শব্দ বাজছে। কাল রাতেও শুনেছিলাম এই শব্দ। সুলেখার পায়ে ছিল।

ভালোবাসা নাকি মায়া

সাবরিনা নিপু

মেয়েটির কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগ, হাতে নোট বই, হাঁটার ভঙ্গি কিছুটা আড়ষ্ট! লাইব্রেরি থেকে যখন বেরিয়ে এসেছে বিকেলটা প্রায় মরে এসেছে।

ছেলেটি ভেতরের চোরা উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে রেখে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল মেয়েটির দিকে, ওর গায়ের রঙ একটু চাপা, মেরুন রঙা শাড়িটা মানিয়েছেও বেশ! অবিশ্বাস্য মুখশ্রী, বড় বড় চোখ, ছোট কপাল, পুরু ঠোঁট, মসৃণ গাল, সব মিলিয়ে জাহাজ ডোবাতে পারে এই মেয়ে। কিন্তু সবচেয়ে যেটা আকর্ষণ করে ওকে সেটা হলো ওর সিমপ্লিসিটি। আজ দুসপ্তাহ ধরে মেয়েটাকে ফলো করছে ও! কিন্তু রোজই ওর সাথে কেউ না কেউ থাকে! কখনোই ওকে একা পায় না ছেলেটা। আজই প্রথম মেয়েটিকে এভাবে একা দেখলো ও। আজ যা-ই হোক মেয়েটিকে ওর মনের কথা জানাতেই হবে ।

মেয়েটি এখন হাকিম চত্বর পার হয়ে গেটের এক পাশে দাঁড়াল! ছেলেটি ভাবল কারো জন্য অপেক্ষা করছে না তো! মনে মনে কামনা করল তেমন যেন না হয়!

মেয়েটি হাত তুলে রিকশা ডাকল, রিকশাওয়ালার সাথে কী কথা হলো বোঝা গেলনা! রিকশা চলে গেল! ওর চোখ ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে লাগল রিকশা। এখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে বেশ, আকাশ কালো করে মেঘ করেছে। পশ্চিম দিকটা খুব কালো করেছে! ঠান্ডা বাতাস গায়ে লাগছে। মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে! ছেলেটি দৌড়ে মেয়েটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সামনে দিয়ে খালি রিকশা চলে যায়! মেয়েটি উশখুশ করে কিন্তু নড়তে পারে না! মনে হয় পা দুটোতে সুপার গ্লু লাগিয়ে দিয়েছে কেউ।

ছেলেটি মেয়েটির চোখে তাকায়, দেখে ওখানে বাসা বেঁধেছে ভয়! আমি আতিক, ফিলোসফি ফাইনাল ইয়ার, আর আপনি বন্যা পলিটিক্যাল সাইন্স ফার্স্ট ইয়ার।

মেয়েটি বিস্ময়ে হতবাক! তখন বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে গ্যাছে। কলা ভবনের বড় বড় রেইনট্রিগুলো ডালপালা ঝাপটাচ্ছে তখন উন্মত্ত আক্রোশে। ছেলেটি মেয়েটির হাত ধরে আচমকা টান দিয়ে গাছের নিচ থেকে টানতে টানতে লাইব্রেরির বারান্দায় এনে দাঁড় করিয়ে দিল। তখন পুরো ক্যাম্পাসে হুলুস্থুল অবস্থা! হুড়মুড় করে আসা বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচতে যে যেদিকে পারছে ছুটে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছে।

বারান্দাতেও বৃষ্টির ছাঁট এসে ভিজিয়ে দিচ্ছিল ওদের। তবুও যতটা ভেতরের দিকে সম্ভব দেওয়াল ঘেঁসে বসে পড়ল ওরা দুজন!

ছেলেটি লাইব্রেরির সামনে জ্বলে ওঠা নিয়ন আলোয় মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল একবার! চোখে মুখে ঠোঁটে বৃষ্টির জল লেগে চিকচিক করছে আর তা বাড়িয়ে দিয়েছে ওর সৌন্দর্য অনেকাংশে। ইচ্ছে করছিল ঠোঁট দিয়ে শুষে নেয় সবটুকু বৃষ্টি জল তবু তা উহ্য রেখেই বললো- আপনার ব্যাগে টিস্যু পেপার আছে নিশ্চয়ই? না মানে মেয়েদের ব্যাগে সাধারণত ওসব থাকে আর কি! তাই বললাম । টিস্যু দিয়ে মুখটা মুছে নিন!

শুনে মেয়েটি মৃদু হেসে বলে– লাগবেনা, ভেজা ভেজা ঠান্ডা ভাবটা ভালো লাগছে।

বৃষ্টিটা একটু ধরে আসতেই ছেলেটি 'আসছি' বলে দৌড়ে ছুটে গেল হাকিম তলার দিকে। মেয়েটি সেদিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল এই ছেলেটা ওর নাম জানল কী করে? প্রথমত ওর অ্যাপিয়ারেন্স দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল ও। কোনো ছেলের হাত ধরা তো দূর সেভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে মেশার সুযোগ হয়নি কখনো! আর দশটা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের মতোই বাড়ির কাজকর্ম আর লেখাপড়া ছাড়া অন্যদিকে মন দেওয়ার সুযোগ হয়নি কখনো। ছেলেদের ব্যাপারে ওর যা অভিজ্ঞতা, তার সঙ্গে এই ছেলের কোনো মিল নেই। এই ছেলেটা যেন কেমন! তবে অতিরিক্ত ভেবে ছেলেটার সঙ্গে পরিচিতির সৌন্দর্যটাকে নষ্ট করবে না ও। আজকের দিনের এই কয়েকটা মুহূর্ত আজীবন স্মৃতিতে ধরে রাখতে চায় ও।

ছেলেটি এক হাতে চা আর এক হাতে পাকোড়া নিয়ে ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ফিরল যখন, মেয়েটি ব্যাগ খুলে একটা টিস্যু বের করে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, কে বলেছিল এই বৃষ্টিতে ভিজে চা-পাকোড়া আনতে? সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাত বাড়িয়ে টিস্যুটা নিতে নিতে বলল, মায়া খুব খারাপ জিনিস জানেন তো?

মেয়েটি এই প্রথম ছেলেটির দিকে পূর্ণদৃষ্টি নিয়ে তাকাল– একমাথা এলোমেলো চুল, গাল ভর্তি চাপ দাড়ি আর ঘন ভ্রুর নিচে ভাসা ভাসা অদ্ভুত চোখ জোড়া দেখেই মনে হলো এই ছেলেটা অন্য সবার চেয়ে আলাদা।

ছেলেটি ওর হাতে পাকোড়া আর চা তুলে দিয়ে নিজেও গরম পাকোড়ায় কামড় বসাল, তারপর বলল, অত কী ভাবছেন বলুন তো সেই তখন থেকে দেখছি। শুনুন, আমাকে আপনি যতটা খারাপ ভাবছেন আমি ততটা খারাপ নই।

মেয়েটি চায়ের কাপটায় চুমুক দিয়েই 'উফ' করে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। ছেলেটি ওর হাতের কাপটি নামিয়ে রেখে ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলো

- কী হলো?

- তেমন কিছু না

- জিভটা পুড়ল তাই না?

- হুমম গরম চা খেতে পারি না আমি ।

- ইশ! আগে বলবেন তো!

ছেলেটি মেয়েটির হাত থেকে কাপটা নিয়ে ওতে ফুঁ দিয়ে চা ঠান্ডা করতে লাগল! মেয়েটি অপলক তাকিয়ে থাকে সেদিকে।

- নিন এবার চুমুক দিন! এখন আর জিভ পুড়বে না।

চোখে চোখে অপলক তাকিয়ে থাকে দুজনে। মেয়েটি মনে মনে ভাবে, এর নাম কি ভালোবাসা নাকি মায়া?

গাড়ির হর্নের শব্দে দুজনের সম্বিত ফেরে। মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়। ছেলেটিও উঠে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে।

বলল– উঠছেন কেন? বৃষ্টি তো এখনও থামেনি। বৃষ্টি থামলে আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব। টেনশান করবেন না একদম।

- অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না বলে মেয়েটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে গাড়িটির সামনে যেয়ে দাঁড়ালো। ছেলেটিও ওর পিছু পিছু নেমে এলো। আর ঠিক সে সময় গাড়ি থেকে বেশ সুদর্শন এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল মেয়েটিকে। মেয়েটি পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল ছেলেটি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে তখনো।

ভদ্রলোক বললেন– কই গাড়িতে ওঠো।

মেয়েটি ভদ্রলোককে বললো– উনি আমার সিনিয়র। ঝড়ের সময় উনিই আমাকে হেল্প করেছিলেন। মিট মাই হাসব্যান্ড ।

ছেলেটি এগিয়ে এসে হ্যান্ডশেক করল ভদ্রলোকের সাথে।

ভদ্রলক বললো– থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি না থাকলে খুব বিপদে পড়তো ও। ও আমাকে ফোনে সব বলেছে। তাই তো পিক করতে আসলাম। গাড়িতে উঠুন। চলুন আপনাকেও ড্রপ করে দিচ্ছি।

ছেলেটি বলল– না না আমাকে ড্রপ করতে হবে না। লাইব্রেরিতে কাজ করবো । কাল একটা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে হবে।

- ও তাহলে আর বিরক্ত না করি আপনাকে। দেখা হবে। বলেই গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলো। আর মেয়েটি পেছনে তাকিয়ে ছেলেটির চলে যাওয়া দেখছে তখন। ছেলেটি মাথা নিচু করে ধীরে পায়ে লাইব্রেরিতে ঢোকার আগেই চারিদিক অন্ধকার করে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নেমে এলো এবার। মেয়েটি সেদিকে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টে। কিন্তু দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়ে এলো ওর। ও চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বন্ধ করল চোখ। বাইরে তখন তুমুল বৃষ্টি। আর তখন সেই শ্রাবণধারার সঙ্গে মেয়েটির চোখ থেকে গড়িয়ে নামা তর্পণের ধারারাও যেন মিশে গেল অবলীলায়।

শিশু কিশোর পাতা

তরুপল্লব

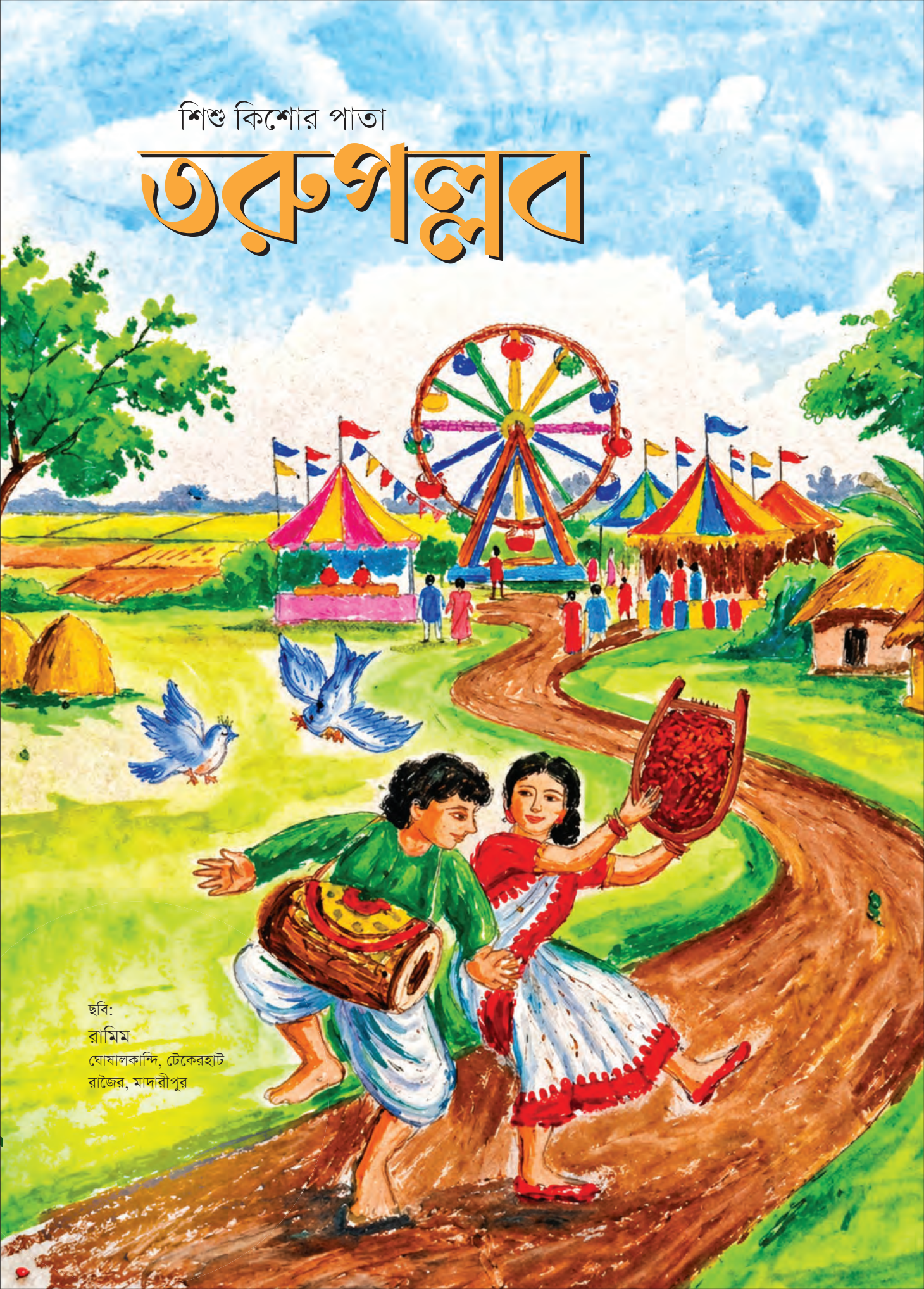

ছবি:
রামিম
ঘোষালকান্দি, টেকেরহাট
রাজৈর, মাদারীপুর

নুন আর পান্তা

বারী সুমন

এক পশলা আলো, ঝিরি ঝিরি বাতাস
জানিয়ে দেয় বৈশাখের বার্তা,
গগনের ঈশান কোণে গুরুগুরু
দেয়া ডেকে যায়, স্তব্ধতা ছেড়ে
পাখা মেলে গুঞ্জরিয়ার দল।
শূন্য পাতে মিছেমিছির ইলশে ভাজা
শিকেয় তোলা কল্পনার খাঁটি গাওয়া ঘি
সব রেখে পাতিলের কোণ থেকে নেয়
নালিতা শাক আর কাঁচা লংকা।
বৈশাখীরা নিয়মিতই পান্তা ভাতে
প্রতি সকালের ক্ষুধা মেটায়
লোক দেখানো পান্তা ওদের কাছে হাসির
খোরাক হয়ে ধরা দেয়।
বিকেলের বৈশাখী মেলায় যাওয়া হয় না
বৈশাখীদের,
ওরা নিত্য সংগ্রামী, দিন আনে দিন খায়
নুন আনতে পান্তা ফুরোয়।

স্টেশন রোড, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ

এলো বৈশাখ

রকিবুল ইসলাম

আনন্দ মেলা হয়
বানরের খেলা হয়
আরও বাজে চারিদিক ঢোল আর ঢাক
এলো বুঝি এলো রে, এলো বৈশাখ।

নবখাতা খোলা হয়
নাগরের দোলা হয়
মেঘে মেঘে বাজে আরও বিজলির ডাক
এলো বুঝি এলো রে, এলো বৈশাখ।

গাছে কুঁড়ি পাতা হয়
আরও হালখাতা হয়
পুরাতন জীর্ণতা ধুয়ে মুছে যাক
এলো বুঝি এলো রে, এলো বৈশাখ।

কালোমেঘে ঝড় হয়
খুব বেশি ডর হয়
মাঠ জুড়ে রোদ্দুর জ্বলে পুড়ে খাক
এলো বুঝি এলো রে, এলো বৈশাখ।

প্রকৃতির সাজ হয়
নানা কারুকাজ হয়
উৎসবে উল্লাসে মেতে আজ থাক
এলো বুঝি এলো রে, এলো বৈশাখ।

এএইচএন টাওয়ার (৬ষ্ঠ তলা)
সোনারগাঁও রোড, বাংলামোটর, ঢাকা ১০০০

ছোট্টবেলার বৈশাখ

আব্দুস সাত্তার সুমন

উঠানের মাঝখানে সাদা-লাল আলপনা আঁকা শেষ হতেই পাশের গাছের গোড়ায় আবার রং লাগানো শুরু হলো, কেউ পাতা দিয়ে গেট সাজাচ্ছে, কেউ উঠান ঝাড়ু দিচ্ছে। বৈশাখের আগের দিনের এই ব্যস্ততাই যেন ছিল সবচেয়ে বড় আনন্দ।

ছোট্টবেলার বৈশাখ মানেই এমন প্রস্তুতি। পুরো বাড়িটা যেন নতুন করে সাজানো হতো। কাঁচা সবুজ পাতায় বানানো গেট, গাছের গোড়ায় রঙের ছোঁয়া, পরিষ্কার উঠান সব মিলিয়ে বাড়িটা হয়ে উঠত এক উৎসবের নীড়।

সকালে ঘুম ভাঙতেই চোখে পড়ত বড় বড় থালায় সাজানো পান্তাভাত। পাশে ইলিশ মাছ ভাজা, পুঁটি মাছ ভাজা আর এক সারি ভর্তা! আলু ভর্তা, বেগুন ভর্তা, শিম ভর্তা, কাঁচা মরিচ ভর্তা, শুঁটকি ভর্তা, ধনেপাতা ভর্তা। প্রতিটা ভর্তার স্বাদ যেন আলাদা এক গল্প বলত। সবাই মিলে বসে সেই খাবার খাওয়ার আনন্দটাই ছিল বৈশাখের আসল শুরু।

বেলা বাড়তেই সূর্য মাথার ওপর উঠে আগুন ঝরাতে থাকত। গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা, কিন্তু তার মধ্যেই এক গ্লাস লেবুর শরবত, তরমুজের শরবত যেন শরীরের ভেতর ঠান্ডা একটা স্বস্তি এনে দিত।

দুপুর পেরোলেই অপেক্ষা থাকত মেলার জন্য। গ্রামের মেলায় পৌঁছাতেই চোখ ধাঁধিয়ে যেত। নাগরদোলার দিকে তাকিয়ে মনটা লাফিয়ে উঠত, চড়তে না পারলে যেন বৈশাখই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে! ওপরে উঠলে নিচের সবকিছু ছোট হয়ে যেত, আর বুকের ভেতর আনন্দটা বড় হয়ে উঠত।

চারপাশে রংবেরঙের খেলনার দোকান– কাঠের বাঁশি, টিনের গাড়ি, রঙিন পুতুল, বেলুন, লাটিম, ছোট ঢোল, কাগজের ঘুড়ি কোনটা ছেড়ে কোনটা নেব, সেটাই বুঝে উঠতে পারতাম না।

এক কোণে বাতাসার স্তূপ, পাশে চিনি দিয়ে বানানো ঘোড়া আর পুতুল দেখলেই মনে হতো এগুলো শুধু মিষ্টি নয়, ছোট্টবেলার স্বপ্ন। আরেক পাশে কুলা, বেতের তৈরি ডালা, ঝুড়ি, চালনি যেগুলো আমাদের ঘরের খুবই দরকারি জিনিস ছিল। পিতল আর কাঁসার থালা, গ্লাস, বাটি তখন যেগুলো খুব সাধারণ ছিল, এখন সেগুলোই যেন স্মৃতির অমূল্য অংশ।

মেলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকত ঘোড়ার গাড়ি। একবার চড়ার সুযোগ পেলে মনে হতো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আনন্দটা পেয়ে গেছি। ঘোড়ার টগবগ শব্দে মনে হতো যেন রাজকীয় কোনো যাত্রায় বের হয়েছি। কোথাও আবার দেখা যেত ঘোড়া দিয়ে চাষ গ্রামের সেই সহজ জীবনের ছবি।

বিকেলের বাতাস উঠলেই ছুটে যেতাম মাঠে। ঘুড়ি উড়ত আকাশে লাল, সবুজ, হলুদ। কার ঘুড়ি কারটা কাটবে, সেই প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতাম সবাই।

গরমে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ছিল একটাই ভরসা আইসক্রিম। আট আনার রঙিন বরফ, এক টাকার দুধের আইসক্রিম মুখে দিলেই ঠান্ডা সুখ ছড়িয়ে পড়ত শরীর জুড়ে।

বৈশাখ এলেই দোকানে দোকানে হালখাতা শুরু হতো। নতুন খাতা খুলে পুরোনো হিসাব চুকিয়ে নতুন বছরের শুরু। নতুন জামা পরে সেখানে গিয়ে মিষ্টি খাওয়ার আনন্দটা ছিল অন্যরকম।

সন্ধ্যা নামলে মেলার কোলাহল কমে যেত, কিন্তু মনটা তখনো ভরা থাকত দিনের সব আনন্দে। ঘরে ফিরে শুয়ে পড়লেও চোখ বন্ধ করলেই ভেসে উঠত নাগরদোলা, ঘুড়ি, খেলনা, আর সকালের পান্তা-ইলিশ।

ছোট্টবেলার বৈশাখ ছিল একেবারে আলাদা। সেখানে ছিল না কোনো কৃত্রিমতা, ছিল না কোনো বাড়তি চাহিদা। সামান্যতেই ছিল অগাধ আনন্দ। সেই দিনগুলো এখন শুধু স্মৃতিতে আছে, কিন্তু সেই স্মৃতিগুলোই আজও মনে এক অদ্ভুত শান্তি এনে দেয়।

কুরবানির ঈদ

শামীমা জান্নাত শিউলী

কুরবানির ঈদ এলো আবার
গ্রীষ্মের জ্যৈষ্ঠ মাসে,
ধনী-গরিব বিভেদ ভুলে
সবাই দেখো হাসে।

ঈদের দিনে নতুন সাজে
খোকা-খুকি সাজে,
আনন্দকে ভাগ করে নেয়
মুমিন সবার মাঝে।

ঈদের নামাজ পড়বে সবাই
বুক মিলাবে বুকে,
মান-অভিমান যাবে ভুলে
ঈদ আনন্দ সুখে।

গরু, ছাগল, দুম্বা, ভেড়া
হবে আজ কুরবানি,
ত্যাগের মহিমা নিয়ে যে
আসে এই ঈদ জানি।

২২ নম্বর ওয়ার্ড, গজারিয়াপাড়া
মির্জাপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর

নতুন বছর

মো. আশতাব হোসেন

নতুন বছর নতুন জামা
কিনে আনছে ছোট মামা,
নববর্ষকে করতে বরণ
বাংলা সালকে রাখতে স্মরণ।

ইলিশ ভাজি পান্তা ভাতে
খেয়ে সবাই সকালটাতে,
খুশির বন্যায় যাবে ভেসে
নববর্ষ উঠবে নেচে।

খোকা খুকি সবাই মিলে
ঘুরবে তারা মতির ঝিলে,
কিনবে পুতুল মুক্তার মালা
সাথে যাবে ছোট খালা।

লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস লি.
ডেমরা, ঢাকা

ছবি: কুমকুম কর্মকার
প্রথম শ্রেণি, মিরুখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মঠবাড়ীয়া, পিরোজপুর

বৈশাখী আনন্দে

এম. আব্দুল হালীম বাচ্চু

বছর ঘুরে বৈশাখ এলো
বাংলার প্রতি ঘরে
পান্তার সাথে ইলিশ ভাজার
গন্ধে পরান ভরে।
শহর বন্দর গ্রামে গঞ্জে
বাজছে মেলায় গান
নাচছে খোকা নাচছে খুকু
খাচ্ছে বুড়ায় পান।
নাতিপুতি আছে যাদের
কিনছে মাটির ঘোড়া
কেউ বা কিনছে কুলা বঁটি
কেউ বা বেতের মোড়া!
আনন্দের এই পয়লা বৈশাখ
ভুলিয়ে দিক দুখ
আগামীদিন ঘরে ঘরে
একটানা থাক সুখ।
পয়লা বৈশাখ ব্যবসায়ী
নতুন খাতা খোলে
সফলতার আশায় মানুষ
অতীত দুঃখ ভোলে।

রূপকথা রোড, পাবনা ৬৬০০

এসো হে বৈশাখ

এম সবুজ মাহমুদ

সবুজ প্রকৃতিতে এলো রুক্ষতার ধূলি
চৈত্রের খরতাপে হারায় রাঙা দিনগুলি।

তেতে ওঠা মাঠঘাটে নেই কোলাহল
চর জাগা নদীনালায় শুকিয়েছে জল।

তপ্ত হাওয়ার তালে ক্লান্ত ঘুঘু ডাকে
দগ্ধ মাঠে কৃষকেরা বিমর্ষতায় থাকে।

চৈত্রের শেষ দিনে সংক্রান্তি আসে
রং মেখে সং সেজে ছেলে-বুড়ো নাচে।

নতুন মুকুল নিয়ে গাছ নুয়ে পড়ে
খরতাপ উড়ে যায় বৈশাখী ঝড়ে।

রোগশোক ভুলে গাই নববর্ষের গান
এসো হে বৈশাখ ভরে দাও প্রাণ।

৬৩৬/এ/৮, উত্তর পীরের বাগ, মিরপুর-১, ঢাকা

গরু গুম : দ্য রিটার্ন

জুয়েল আশরাফ

আমার বড় মামা মানে ফারুক মামা, তিনি নিজেকে বলেন 'গ্রামের গোয়েন্দা'। যদিও তিনি এখনো জীবনে একটাও রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেননি। তবু তাকে সবাই শ্রদ্ধা করে। কারণ, তার গলার স্বর এমন গম্ভীর, যেন যেকোনো মুহূর্তে ঘোষণা দেবেন, এইমাত্র আমরা গরুচোরকে গ্রেফতার করেছি।

এ বছর কুরবানির গরু কেনার দায়িত্ব পড়েছে ফারুক মামার ওপর। আগেই বলে রাখি, গরু কেনা তার জন্য কোনো সাধারণ কাজ নয়। তিনি বলেন, এটা একটা অপারেশন, নাম হবে 'অপারেশন হাম্পার-কাঁঠালগাছ'!

আমি, মামার সহকারী। আমার নাম শাফি। বয়স বারো, কিন্তু বুদ্ধিতে আমি চোদ্দো। অন্তত আমি নিজে তা-ই বিশ্বাস করি। গরু কেনার আগের দিন থেকেই মামা গম্ভীর। ছাদে হাঁটাহাঁটি করছেন, এক হাতে ডায়ারি, অন্য হাতে কলম।

শাফি, লেখো :

১. গরুর দাঁত দেখতে হবে।
২. গরুর চোখে যেন দুষ্টুমি না থাকে।
৩. গরু যেন কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়।

আমি বললাম, মামা, তৃতীয়টা কি একটু বাড়াবাড়ি নয়?

তিনি বললেন, তুই জানিস না শাফি, এই যে গতবার গরু কেনা হয়েছিল, সেই গরু ছিল এলাকার চেয়ারম্যানের ভাগনের খামারের। সে যে গরু না হয়ে গোমড়া মেজাজের গাধা ছিল তা বুঝতেই পারিনি!

পরদিন ভোরে গরুহাটে যাত্রা। আমি সঙ্গে যেতে চাইলাম, কিন্তু মামা বললেন, না না, এই মিশনে তুই গেলে পর্দা ফাঁস হয়ে যাবে। তোকে দরকার শেষ ধাপে, গরু পাহারায়।

তাই আমি রইলাম বাড়িতে, মামা গেলেন গরু কিনতে। বিকেলে মামা ফিরলেন এক বিশাল সাদা গরু নিয়ে। গরুর গলায় লাল ফিতা বাঁধা, আর মুখে এমন একটা ভাব, যেন সে এই বাড়িরই মালিক। মামা গর্ব করে বললেন, দেখেছিস? বলেছিলাম না, এ বছরকার গরু হবে হিরো!

রাতে গরুর জন্য খড়, ঘাস, পানির সব আয়োজন হলো। আমি খুশি মনে গরুর কাছে গেলাম, নাম দিলাম বুলেট ভাই। পরদিন সকালবেলা উঠেই শুনি হুলুস্থুল চিৎকার।

বুলেট ভাই গুম! বাড়ির উঠান থেকে গরু উধাও! হায় হায়, এই তো গেল কুরবানির গরু!

আমি বললাম, গরু কি গুম হয় নাকি?

মামা দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, এটা নিঃসন্দেহে ষড়যন্ত্র। এই ঘটনার পেছনে আছে গরু-বিরোধী চক্র।

আমার ছোট খালাতো ভাই মুন্না ফিসফিস করে বলল, গত রাতে আমি দেখছি বুলেট ভাইয়ের চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। সে সম্ভবত স্বাধীনতা চাইছিল।

আমি বললাম, তাহলে সে পালিয়েছে?

মামা তখন খাকি শার্ট পরে বললেন, চুপ! অনুসন্ধান শুরু করতে হবে।

বাড়ির চারপাশে তল্লাশি চালানো হলো। রাস্তায় পোস্টার টাঙানো হলো– বুলেট ভাই নিখোঁজ। সন্ধান দিলে পুরস্কার: দুই প্লেট খিচুড়ি।

এক বাজার থেকে ফোন এলো। বলল, আমরা এক গরু পেয়েছি, গলায় লাল ফিতা।

মামা বললেন, নিয়ে এসো, আমার বুলেট ভাই!

গরুটি এনে দেখা গেল ওটা বুলেট নয়। বরং তার চেয়ে মোটা আর কপালে টিপ পরা!

মামা বললেন, এটা গরু নয়, এটা হচ্ছে বুলেট ভাইয়ের ফ্যান!

ফারুক মামা ভ্রু কুঁচকে বসে থাকেন, সামনে একটা সাদা বোর্ডে লিখেছেন– বুলেট গুম রহস্য : সূত্র ১ : ফিতা, সূত্র ২ : স্বাধীনচেতা মনোভাব, সূত্র ৩ : গোমড়া মুখ

আমি বললাম, মামা, আপনার বোর্ডটা দেখে মনে হচ্ছে কোনো মার্ডার কেসের তদন্ত চলছে।

মামা চোখ সরিয়ে বললেন, শাফি, এটাই তো মার্ডার অব ট্রাস্ট! আমার নিজেরই কেনা গরু, আর সে কিনা রাতের আঁধারে পালায়! বিশ্বাসঘাতকতা!

এমন সময় রান্নাঘর থেকে নানু দৌড়ে এসে বললেন, বাইরে এক খ্যাপাটে লোক আইছে, কইতেছে গরু কথা কয়!

আমরা সবাই ছুটে গেলাম বাড়ির গেটের দিকে। একজন মাঝবয়সি মানুষ, পরনে জ্যামিতির মতো ছাপা হাফ শার্ট, হাতে বেতের ঝুড়ি, বললেন, আমি পশু মনোবিজ্ঞানী করিমুল হক। খবর পেয়ে এসেছি। গরুর মন বুঝি আমি!

মামা চোখ টিপে বললেন, তাই নাকি? তাহলে বলেন তো, বুলেট ভাই কই গেছেন?

তিনি বললেন, প্রথমে আমাকে তার থাকার জায়গা দেখান। গরুর হাইডআউট দেখেই আমি সব বুঝে যাব।

আমরা করিমুল হক সাহেবকে নিয়ে গেলাম উঠানে, যেখানে বুলেট ভাই থাকতেন।

তিনি ঝুঁকে ঝুঁকে মাটি শুঁকলেন, দড়ির এক পাশ দেখলেন, তারপর গভীর গলায় বললেন, বুলেট ভাই নিজের ইচ্ছায় পালিয়েছে। কারণ...তাকে যথেষ্ট খড় দেওয়া হয়নি।

আমি বললাম, এইটা কি একটু বাড়াবাড়ি না?

তিনি বললেন, খড় না পেলে গরুর মন বিষণ্ন হয়। মন বিষণ্ন হলে সে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে সে স্বাধীনতা চায়।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ির পেছনের দিক থেকে মুন্নার চিৎকার, গরু! গরু!

আমরা দৌড়ে গেলাম। গিয়ে দেখি, খেজুরগাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে বুলেট ভাই! গলায় লাল ফিতা, মুখে গাম্ভীর্য, আর পেট ফুলে আছে যেন সে মাত্র দশ কেজি কলাগাছ খেয়ে উঠেছে।

মুন্না বলল, দ্যাখো দ্যাখো! ওর চোখ লাল! সে এখন বিপ্লবী বুলেট!

আমি ফিসফিস করে বললাম, হয়তো সে পালিয়ে যায়নি, বরং লুকিয়ে ছিল ধর্মঘটের আশায়।

মামা বললেন, না! এটা নিঃসন্দেহে ছিল আত্ম-আবিষ্কারের যাত্রা। সে বুঝতে চেয়েছিল, তার পরিচয় কী?

আমি বললাম, তার পরিচয় আপনার অপারেশন হাম্পার-কাঁঠালগাছের একমাত্র সফল ফলাফল!

সন্ধ্যায় এক বিরাট 'বুলেট ভাই রিকভারি সেলিব্রেশন' হলো। বাড়ির উঠানে মাইক বাজল, মেনুতে ছিল খিচুড়ি, গরুর জন্য স্পেশাল ঘাস চাটনি।

আর বুলেট ভাই? সে হেলেদুলে হেঁটে বেড়াল, মাঝেমধ্যে লেজ দোলাল, আর সবাইকে এমন চোখে তাকাল, যেন বলছে– পালিয়ে গিয়ে আমি বুঝেছি, কোথাও শান্তি নাই! বাড়িই সেরা। খড় থাকলে স্বাধীনতা লাগে না।

ফারুক মামা শেষে বললেন, এই অপারেশন সফল। তবে মনে রাখো, গরুর চেয়ে রহস্য বেশি কেউ হতে পারে না।

আমি ফিসফিস করে বললাম, আর আপনার চেয়ে বেশি নাটকীয় কেউ না!

ছবি
রোকাইয়া ইসলাম
লালবাগ, ঢাকা

সংগীতের সুরে

কৃষ্ণ কর্মকার কৌশিক

গানের সুরে এঁকে দিলেন
দেশ বিদেশের ছবি
তিনি হলেন রবি ঠাকুর
জগৎ সেরা কবি।
গানেতে যার উঠল জেগে
দেশের যুবক কুল
এমনি গানের স্রষ্টা ছিলেন
বিদ্রোহী নজরুল।
গানের সুরে বলেছিলেন
নেই তো আমার জাতি
তিনি হলেন লালন ফকির
যায় না মাপা খ্যাতি।
গানের সুরে যতন করে
জাতীয় বোধের কথা,
ছড়িয়ে দিলেন সুরের রানি
কোকিলকণ্ঠী লতা।
গানের সুরে আগুন জ্বলে
বৃষ্টিও নামে শুনি,
এমন কথাও বলে গেছেন
অনেক সাধক মুনি।

দক্ষিণ বন্দর কর্মকারপট্টি
মঠবাড়ীয়া, পিরোজপুর

ছবি: নীলা আহসান, আশাশুনি, সাতক্ষীরা

প্রাণের বাংলাদেশ

শারমিন নাহার ঝর্ণা

প্রাণের সাথে মিশে আছে আমার প্রিয় দেশ,
ফুলে ফলে ভরা এ দেশ রূপের নেই তো শেষ।
কিচিরমিচির পাখির ডাকে মিষ্টি মধুর সুরে,
সবুজ শ্যামল ফসল ফলে মাঠের বুকটা জুড়ে।

পদ্মা মেঘনা নদীর বুকে অপরূপ ঢেউ খেলে,
পানকৌড়িরা শিকার ধরে হাওয়ায় ডানা মেলে।
বুনো হাঁসে সাঁতার কাটে দেখতে আহা বেশ,
নদীর বুকে নৌকা ভাসে রূপের বাংলাদেশ।

পাহাড় নদী ঝরনাধারা দেখে জুড়ায় আঁখি,
মনের মাঝে দেশের ছবি সারাবেলা আঁকি।
প্রিয় দেশে জন্ম নিয়ে গর্বে ভরে বুক,
প্রিয় দেশের মাটির ঘ্রাণে পাই যে খুঁজে সুখ।

১৩/৫ উত্তর-পশ্চিম যাত্রাবাড়ী, গেন্ডারিয়া, ঢাকা ১২০৪

বাংলাদেশ বেতারের গ্রীষ্মকালীন সূচির বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহ

১ এপ্রিল ২০২৬ - ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ● ১৮ চৈত্র ১৪৩২ - ১৫ আশ্বিন ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

ঢাকা-ক: মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ

প্রচার সময়	অনুষ্ঠান	স্থিতি	প্রচার দিন	মন্তব্য
সকাল ৭-৩০	জনতার জিয়া: শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও রাষ্ট্রগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিষয়ক প্রামাণ্য/আলোচনা অনুষ্ঠান	১৫ মি.	প্রতি শনিবার	ঢাকা-ক ও এফএম ১০৬
	আপোসহীন নেত্রী: গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বেগম খালেদা জিয়ার সম্পৃক্ততা এবং জাতীয় নেতৃত্বে তাঁর প্রভাব বিষয়ক প্রামাণ্য/আলোচনা অনুষ্ঠান	১৫ মি.	৩য় বৃহস্পতিবার	ঢাকা-ক ও এফএম ১০৬
৯-০৫	সবার আগে বাংলাদেশ: বর্তমান সরকারের জাতীয় প্রতিশ্রুতি (নির্বাচনি ইশতেহার ২০২৬)- এর আলোকে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান	২০ মি.	প্রতি রবিবার	ঢাকা-ক ও এফএম ১০৬
১০-৩৫	দিগন্তে সূর্য হাসে: ধারাবাহিক নাটক	২০ মি.	প্রতি শনিবার	ঢাকা-ক ও এফএম ১০৬
বিকেল ৫-১০	অণু-পরামাণু: বিজ্ঞানবিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান	১৫ মি.	২য় ও ৪র্থ শনিবার	ঢাকা-ক ও এফএম ১০৬
	স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে বির্তক প্রতিযোগিতা	৩০ মি.	৩য় ও ৪র্থ শুক্রবার	ঢাকা-ক ও এফএম ১০৬
রাত ১০-৩০	প্রত্যাশার বাংলাদেশ: জাতীয় ভাবধারাপন্থি ও গণতান্ত্রিক আর্থসামাজিক সংস্কৃতির বিকাশে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান	৩০ মি.	২য় মঙ্গলবার	ঢাকা-ক ও এফএম ১০৬
	কথা-সুরের আলাপন: সংগীত বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান	৩০ মি.	২য় ও ৪র্থ সোমবার	ঢাকা-ক ও এফএম ১০৬

বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম

প্রচার সময়	অনুষ্ঠান	স্থিতি	প্রচার দিন	মন্তব্য
সকাল ৮-৪৫	বিশেষ অনুষ্ঠান/আধুনিক গান	১০ মি.	প্রত্যহ	-
বেলা ৩-০৫	কবিতার কথা: স্বরচিত কবিতা পাঠ ও আবৃত্তির অনুষ্ঠান	১৫ মি.	৪র্থ শনিবার	-
	নীলাঞ্জনা: জনপ্রিয় গানের অনুষ্ঠান	২৫ মি.	প্রতি সোম ও বুধবার	-
বিকাল ৪-১০	আধুনিক গান	১০ মি.	প্রতি শুক্র, সোম ও বুধবার	-
৪-২০	রবীন্দ্রসংগীত	১০ মি.	প্রত্যহ (রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি ব্যতীত)	-
রাত ৯-১০	আঁরার চাটগাঁ: চট্টগ্রামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান	২০ মি.	২য় শনিবার	-
	সবার আগে বাংলাদেশ: সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ভিত্তিক অনুষ্ঠান	২০ মি.	প্রতি শুক্রবার	-
	গানের প্রহর: আধুনিক গানের অনুষ্ঠান	২০ মি.	প্রতি শনিবার (২য় শনিবার ব্যতীত)	-
১০-০০	নাটিকা	৩০ মি.	২য় বুধবার	-

বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী

এফ এম ৮৮.৮ মেগাহার্জ

প্রচার সময়	অনুষ্ঠান	স্থিতি	প্রচার দিন	মন্তব্য
বেলা ২-৩০	সবার আগে বাংলাদেশ: আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান	২০ মি.	প্রতি শুক্রবার	-
	জনতার জিয়া: শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জীবন, আদর্শ ও কর্ম নিয়ে আলোচনা/সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান	২০ মি.	প্রতি মাসের ১ম শনিবার	-
বিকাল ৪-১০	এফএম মামা আঞ্চলিক ভাষায় সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলাপচারিতামূলক রম্য অনুষ্ঠান	৫০ মি.	বুধবার (১ম ও ৩য়)	-
	সপ্ত সুরে গাঁথা: গানের অনুষ্ঠান	৫০ মি.	প্রতি শনিবার	-
	রং বেরং: গানের অনুষ্ঠান	৫০ মি.	প্রতি মঙ্গলবার	-
	সুর তরঙ্গ: গানের অনুষ্ঠান	৫০ মি.	প্রতি শুক্রবার	-
রাত ৯-০৫	অর্থনীতি সমাচার	-	২য় ও ৪র্থ শুক্রবার	-

বাংলাদেশ বেতার রংপুর

মিডিয়াম ওয়েভ ১০৫৩ কিলোহার্জ ও এফএম ৮৮.৮ মেগাহার্জ

প্রচার সময়	অনুষ্ঠান	স্থিতি	প্রচার দিন	মন্তব্য
সকাল ৬-৩৫	ক. ভোরের গান	২৫ মি.	প্রতি সোমবার	নিজস্ব অনুষ্ঠান
	খ. ভক্তিমূলক নজরুলসংগীত	২৫ মি.	প্রতি শুক্রবার	নিজস্ব অনুষ্ঠান
	গ. নজরুলসংগীত	২৫ মি.	প্রতি রবি ও মঙ্গলবার	নিজস্ব অনুষ্ঠান
	ঘ. রবীন্দ্রসংগীত	২৫ মি.	প্রতি শনি, বুধ ও বৃহস্পতিবার	নিজস্ব অনুষ্ঠান
দুপুর ২-৩০	সবার আগে বাংলাদেশ: সার্বভৌম ও আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক অনুষ্ঠান	৩০ মি.	প্রতি সোমবার	নিজস্ব অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ বেতার সিলেট

মধ্যম তরঙ্গ ৯৬৩ কিলোহার্জ এবং এফএম ৮৮.৮ মেগাহার্জ

প্রচার সময়	অনুষ্ঠান	স্থিতি	প্রচার দিন	মন্তব্য
বেলা ১২-৪০	সওগাত: ইসলামি সংগীতের অনুষ্ঠান	২০ মি.	প্রতি শুক্রবার	-
৩-৩০	মঞ্জরী: নতুন শিল্পীদের গানের অনুষ্ঠান	৩০ মি.	প্রতি শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার	-
৫-১০	সবার আগে বাংলাদেশ: বর্তমান সরকারের একত্রিশ দফা ইশতেহার বাস্তবায়ন ও বাংলাদেশের উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান	২০ মি.	প্রতি সোমবার	-
১০-০০	পরান পাখি: আঞ্চলিক গানের অনুষ্ঠান	৩০ মি.	২য় মঙ্গলবার ও ৫ম মঙ্গলবার	-

বাংলাদেশ বেতার বরিশাল

প্রচার সময়	অনুষ্ঠান	স্থিতি	প্রচার দিন	মন্তব্য
সকাল ৯-০৫	সবার আগে বাংলাদেশ: (নির্বাচনি ইশতেহার ২০২৬) ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান	২০ মি.	প্রতি সোমবার	-
বিকেল ৩-০৫	একতারা: বাউল গানের অনুষ্ঠান	২৫ মি.	সোমবার (১ম ৩য় ও ৫ম)	-
-	আমার গল্প আমার জীবন: সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার জীবনীভিত্তিক ফেসবুক লাইভ অনুষ্ঠান	৫৫ মি.	বুধবার (২য় ও ৪র্থ)	-

বাংলাদেশ বেতার ঠাকুরগাঁও

মধ্যম তরঙ্গ ৩০০.৩০ মিটার ব্যান্ড, ৯৯৯ কিলোহার্জ ও এফএম ৯২ মেগাহার্জ

প্রচার সময়	অনুষ্ঠান	স্থিতি	প্রচার দিন	মন্তব্য
বিকাল ৩-৩০	সবার আগে বাংলাদেশ (নির্বাচনি ইশতেহার ২০২৬) ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান	২০ মি.	প্রতি শনিবার	নিজস্ব অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ বেতার রাঙ্গামাটি

এএম ও এফএম

প্রচার সময়	অনুষ্ঠান	স্থিতি	প্রচার দিন	মন্তব্য
সকাল ৯-২০	সবার আগে বাংলাদেশ (নির্বাচনি ইশতেহার ২০২৬) ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান	১৫ মি.	প্রতি বুধবার	-
বিকাল ৩-৪০	ফুরোমোন: পার্বত্য নৃগোষ্ঠীর গান	২০ মি.	বৃহস্পতিবার	-
৪-৪০	গিরিসম্ভার	২০ মি.	প্রতিদিন (শুক্রবার ও শনিবার ব্যতীত)	-
৫-২০	সেতুবন্ধন: শ্রোতাদের অংশগ্রহণমূলক অনুষ্ঠান	২০ মি.	৪র্থ বৃহস্পতিবার	-

বাংলাদেশ বেতার কক্সবাজার

প্রচার সময়	অনুষ্ঠান	স্থিতি	প্রচার দিন	মন্তব্য
বেলা ৩-৩০	মহেশখালীর বাঁকে: আঞ্চলিক গানের অনুষ্ঠান	৩০ মি.	প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার	-
বিকেল ৪-০৫	সবার আগে বাংলাদেশ (নির্বাচনি ইশতেহার ২০২৬) ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান	২০ মি.	প্রতি রবিবার	নিজস্ব অনুষ্ঠান
৪-৩৫	ইতিহাসের অলিগলি	২৫ মি.	১ম, ৩য় ও ৫ম বৃহস্পতিবার	-

বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান

২য় অধিবেশন

প্রচার সময়	অনুষ্ঠান	স্থিতি	প্রচার দিন	মন্তব্য
বেলা ২-৪০	সবার আগে বাংলাদেশ: সমসমায়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা/সাক্ষাৎকার বিষয়ক অনুষ্ঠান	২০ মি.	প্রতি রবিবার (৫ম রবিবার ব্যতীত)	স্থানীয় অনুষ্ঠান
৩-১০	গানে গানে	৩০ মি.	১ম, ৩য় ও ৫ম মঙ্গলবার	-

বাংলাদেশ বেতার কুমিল্লা

প্রচার সময়	অনুষ্ঠান	স্থিতি	প্রচার দিন	মন্তব্য
সকাল ৬-২৫	ভোরের গান/দেশাত্মবোধক গান	১৫ মি.	প্রত্যহ	-
৬-৪০	লালনগীতি	১০ মি.	প্রত্যহ	স্থানীয় অনুষ্ঠান
৮-১০	রবীন্দ্রসংগীত	১০ মি.	প্রত্যহ	-
৮-৪০	প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ: দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান	২০ মি.	সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার	-
	সবার আগে বাংলাদেশ: (নির্বাচনি ইশতেহার ২০২৬) ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান	২০ মি.	প্রতি রবিবার	-
	সবুজের বুকে লাল	-	প্রত্যহ (রবিবার ব্যতীত)	-
বেলা ২-২০	পল্লিগীতি	১০ মি.	শনি, বুধ, বৃহস্পতিবার	-
বিকাল ৩-০৫	স্বাধীনতার গান	২৫ মি.	বৃহস্পতিবার	-
৪-৩০	দেশাত্মবোধক গান	০৫ মি.	শুক্র ও শনিবার	-
সন্ধ্যা ৬-৪০	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান	২০ মি.	রবিবার	-

বাংলাদেশ বেতার গোপালগঞ্জ

এফ এম ৯২.০ মেগাহার্জ

প্রচার সময়	অনুষ্ঠান	স্থিতি	প্রচার দিন	মন্তব্য
দুপুর ২-০৫	একই বৃন্তে: একই ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান	১৫ মি.	প্রতি মঙ্গলবার	নিজস্ব অনুষ্ঠান
বিকাল ৪-৩৫	সবার আগে বাংলাদেশ (নির্বাচনি ইশতেহার ২০২৬) ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান	২০ মি.	প্রতি শনিবার	নিজস্ব অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ

প্রচার সময়	অনুষ্ঠান	স্থিতি	প্রচার দিন	মন্তব্য
সকাল ১১-০০	সুরের মোহনা: নির্বাচিত বাংলা গানের অনুষ্ঠান	১২০ মি.	প্রতিদিন	-
বিকেল ৪-০৫	ব্রহ্মপুত্রের সুর: স্থানীয় শিল্পীদের রেকর্ডকৃত গানের অনুষ্ঠান	২৫ মি.	-	-
সন্ধ্যা ৬-১০	সবার আগে বাংলাদেশ: সরকারের গৃহীত দেশগঠনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বিষয়ক অনুষ্ঠান	২০ মি.	(২য় ও ৪র্থ সোমবার)	-
রাত ৯-০০	মিউজিক অব দ্য ডেইজ: নির্বাচিত গানের অনুষ্ঠান	১২০ মি.	প্রতিদিন	-

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

প্রচার সময়	অনুষ্ঠান	স্থিতি	প্রচার দিন	মন্তব্য
সকাল ৯-০৫	সুরে সুরে বাংলাদেশ: দেশের গানের অনুষ্ঠান	১৫ মি.	প্রতি শুক্রবার	নিজস্ব অনুষ্ঠান
বিকেল ৪-৩০	সুর তরঙ্গ: বিষয়ভিত্তিক গানের অনুষ্ঠান	৩০ মি.	প্রতি সোমবার	নিজস্ব অনুষ্ঠান
সন্ধ্যা ৬-১০	পঞ্চ সুর: পঞ্চ কবির গানের অনুষ্ঠান	২০ মি.	প্রতি মঙ্গলবার	নিজস্ব অনুষ্ঠান
৬-০০	আনন্দ আনন্দ	২০ মি.	প্রতি শুক্রবার	নিজস্ব অনুষ্ঠান

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

প্রচার সময়	অনুষ্ঠান	স্থিতি	প্রচার দিন	মন্তব্য
সন্ধ্যা ৬-০৫	সোনালি ফসল: কৃষিবিষয়ক আঞ্চলিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান: কৃষাণী	৩০ মি.	প্রতি শুক্রবার	নিজস্ব অনুষ্ঠান
৭-০৫	দেশ আমার মাটি আমার: কৃষিবিষয়ক জাতীয় অনুষ্ঠান ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান: গৃহিণী	২৫ মি.	মাসের ১ম ও ৩য় বুধবার	নিজস্ব অনুষ্ঠান

myGov
এক ঠিকানায় সরকারি সেবা

বেতার বাংলা গ্রাহক সেবা

সেবা সংশ্লিষ্ট তথ্য

সেবার ফি

* প্রতি কপি বইয়ের মূল্য ৩০ টাকা(ডাক মাসুলসহ)
* বাৎসরিক বান্ডল ১৮০ টাকা

সেবা প্রদানের সময়সীমা

৭ কার্যদিবস

সেবাটি পেতে প্রবেশ করুন এই লিংকে
https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1712031489

আবেদন ফরম পূরণের নিয়মাবলি

১. আবেদন ফরমের লাল তারকা (*) চিহ্নিত ঘরগুলো অবশ্যই পূরণ করুন। অন্যান্য ঘর পূরণ করা ঐচ্ছিক।
২. আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে প্রয়োজন হলে সংরক্ষণ করা যাবে এবং পরবর্তীতে সেবা ব্যবস্থাপনা অপশন হতে ড্রাফট আবেদন পুনরায় শুরু করা যাবে।
৩. আবেদন দাখিলের পর প্রতিটি আবেদনের জন্য একটা স্বতন্ত্র ট্র্যাকিং নম্বর প্রদান করা হবে যেটি ব্যবহার করে সেবা ব্যবস্থাপনা অপশন হতে আবেদনের অগ্রগতি জানা যাবে।

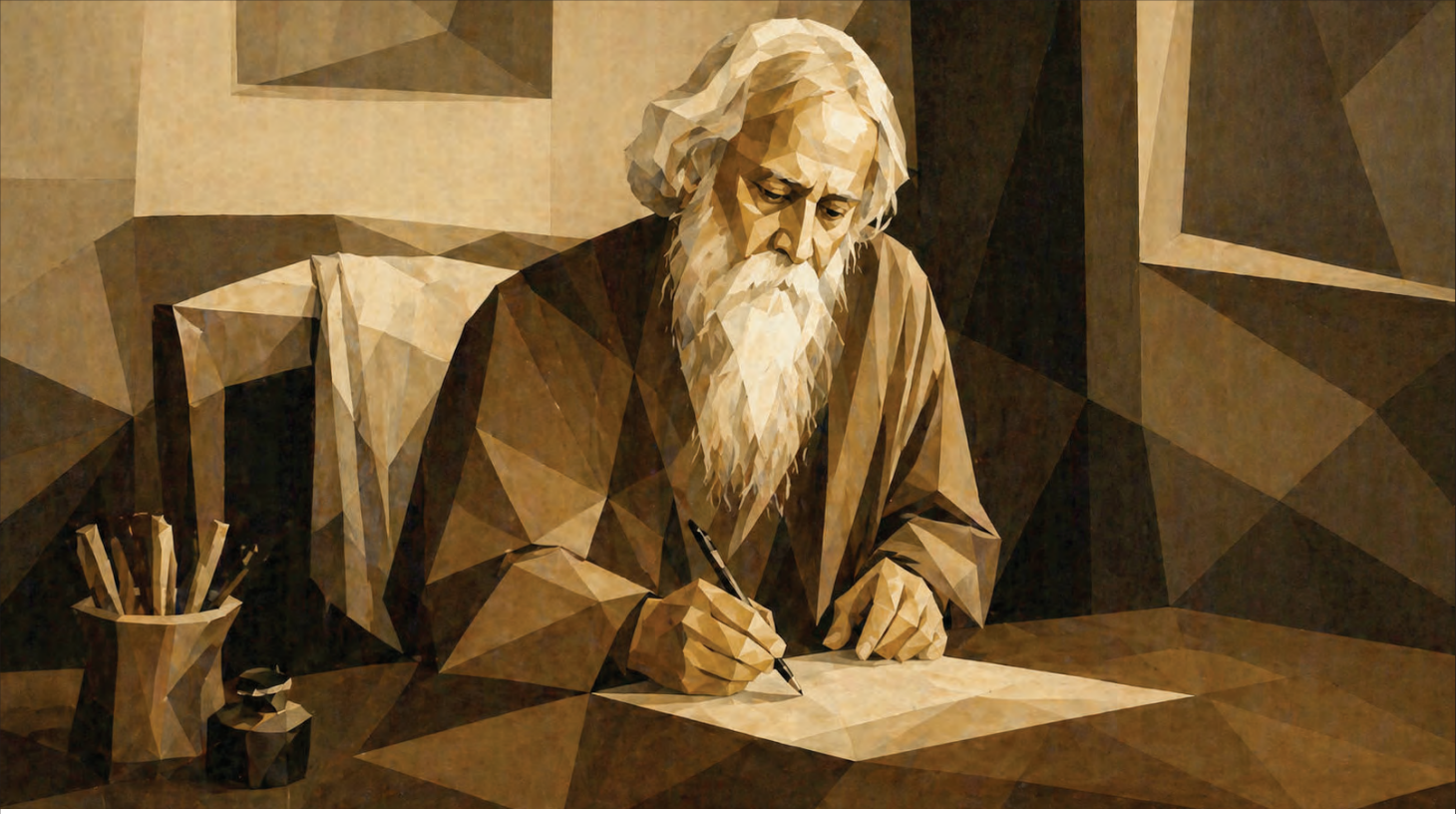

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহ

৮ মে ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ ● ২৫ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

নিশুতি অধিবেশন
এফএম ১০২ মেগাহার্জ

রাত

১২-১৫ ইন্সপেক্টর বাবু: নাটক
বেতার নাট্যরূপ: শামসুজ্জোহা বাবলু
প্রযোজনা: এস এম সারোয়ার হোসেন

২-০০ স্বপ্ন দিয়েই সাজাই: বিশেষ গীতিআলেখ্য
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আজিজুর রহমান (তুহিন)
সংগীত পরিচালনা: অসিত বিশ্বাস
প্রযোজনা: মো: মনিরুজ্জামান

ঢাকা-ক : মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ ও এফএম ১০৬ মেগাহার্জ

সকাল

৮-৩০ দর্পণ: জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী, গ্রন্থনা: খন্দকার নাফিস ইফতেখার
উপস্থাপনা: মো. মঈনুল ইসলাম ও ফারহানা খান পূরবী
প্রযোজনা: মো. দেলোয়ার হোসেন

৯-০৫ রবির আলো:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
গ্রন্থনা: নাসরিন রহমান, পাঠে: আফরা রাইদা পৃথিয়া
খ. অমর জীবন পর্ব: (বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) পরিচালনায়: আনজুমান আরা
গ্রন্থনা: তাপসী মুনীর
উপস্থাপনা: মিফতাহুল জান্নাত ও সমৃদ্ধি সুচনা
প্রযোজনা: ইশরাত শারমিন

৯-৩৫ রবীন্দ্রসাহিত্যে বহুমাত্রিকতা: আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: অধ্যাপক ড. মঞ্জুরুল হক
প্রযোজনা: মাহফুজুল ইসলাম

১০-৩০ তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে: বিশেষ গীতি আলেখ্য
গবেষণা ও গ্রন্থনা: আহমেদ শাকিল হাসমী
সংগীত পরিচালনা: অশোক কুমার সরকার
প্রযোজনা: মো: মনিরুজ্জামান

বেলা

৩-৩৫ নারীকণ্ঠ: নারীদের জন্য ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
বিশেষ সাক্ষাৎকার: প্রেম ও মানবিকতায় রবীন্দ্রনাথ
সাক্ষাৎকার প্রদান: রোকাইয়া হাসিনা, সাক্ষাৎকার গ্রহণে: ইওরমা শায়েব জাহান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: লায়লা আরিয়ানী হোসেন
প্রযোজনা: ইশরাত শারমীন

বিকেল

৪-০৫ হঠাৎ দেখা: কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মহিউদ্দিন তাহের
প্রযোজনা: মাশরুফা তানজিনা নোশিন

রাত

৯-০৫ উত্তরণ: বেতার ম্যাগাজিন (শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে সাজানো ম্যাগাজিন)
প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
কথিকা: রবীন্দ্রসাহিত্যে: প্রকৃতিতে রাত্রি
গবেষণা, রচনা ও পাঠ: ড. তারিক মঞ্জুর
গ্রন্থনা: মনিরুজ্জামান পলাশ
উপস্থাপনা: মো. আমিনুল ইসলাম ও জিনাত আকতার
প্রযোজনা: মো. হাসনাতুল আজম

৯-৪৫ সংবাদ প্রবাহ: সংবাদ প্রবাহ
গ্রন্থনা: ইমরুল হাসান চৌধুরী
ধারাবর্ণনা: শামীম আহমেদ
প্রযোজনা: মো: দুলাল হোসাইন

১০-০০ অতিথি: নাটক
গল্প: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেতার নাট্যরূপ: আবুল হাসান তুহিন
প্রযোজনা: আব্দুস সবুর খান চৌধুরী

বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৯-২০ শিশুকিশোর মেলা: শিশুদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও পরিচালনা: নাজনীন হক
শিশু উপস্থাপক: ফাইরুজ হুমাইরা অহনা ও অন্তিক পাল
প্রযোজনা: রাকিবা কবির

২য় অধিবেশন

৩-৩০ অন্তর মম বিকশিত করো:
রবীন্দ্রসংগীতের বিশেষ গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মোঃ সহিদুর রহমান
সংগীত পরিচালনা: পাপিয়া আহমেদ
সম্পাদনা: মোঃ জাহাংগীর আলম
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

৫-১০ রবীন্দ্র রচনায় নতুন প্রজন্ম ভাবনা: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: ড. আনোয়ারা বেগম
অংশগ্রহণ: রাহিমা ফেরদৌসি, মো. মহিউদ্দিন
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৫-৪০ প্রাণের প্রান্তপথে: কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: তহুরীন সবুর
প্রযোজনা: মো. ইফতেখার হোসেন

১০-০০ কাবুলিওয়ালা: বিশেষ নাটক
গল্প: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেতার নাট্যরূপ: এ জে এম রবিউল আলম
প্রযোজনা: মো: মঈন উদ্দিন

১০-৩০ সংবাদ তরঙ্গ: চট্টগ্রামে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ওপর ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
বহিঃপ্রচার ধারণে ও সম্পাদনা: সুনপ তালুকদার
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জামিল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
প্রযোজনা: অয়ন চক্রবর্তী

বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৭-৩০ স্পন্দন: প্রভাতি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: অচিন্ত্য কুমার সরকার
উপস্থাপনা: মো: কলিম উদ্দিন
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
প্রযোজনা: মো. মাসুম পারভেজ

৮-৪৫ আজি এ প্রভাতে: নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আতিকুর রহমান
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

দ্বিতীয় অধিবেশন

বেলা

৩-০৫ দৃষ্টিদান: বিশেষ নাটক
মূলগল্প: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেতার নাট্যরূপ: এস এম গোলাম নবী
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

বিকেল

৫-১০ রবীন্দ্র সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: ড. তানিয়া তহমিনা সরকার
অংশগ্রহণ: ড. শামিমা হামিদ ও ড. মো: জাহাঙ্গীর আলম
প্রযোজনা: এস এম নাদিম সুলতান

রাত

১০-০০ শাপমোচন: গীতিনাট্য
বেতার নাট্যরূপ ও প্রযোজনা: সুখেন কুমার মুখার্জী
পাঠ ও অভিনয়: সুখেন কুমার মুখার্জী ও
মুনীরা শাহনাজ চৌধুরী কেয়া
শব্দ গ্রহণ: আব্দুস সালাম,
সম্পাদনা: মো. মোসাদ্দেক হোসেন
পরিচালনা: অনুপ কুমার দাস
প্রযোজনা: মো: হাসান আখতার

বাংলাদেশ বেতার রংপুর

বিরতিহীন অধিবেশন

সকাল

৮-৩০ সম্ভার: প্রাত্যহিক বেতার ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: নূরফা তানিয়া কুমু
উপস্থাপনা:
এস এম আরিফ উজ্জামান ও নুজহাত শারমিন শাখী
প্রসঙ্গ কথা: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী:
কবির জীবন ও কর্ম: মো: আনওয়ারুল ইসলাম রাজু
প্রযোজনা: শাম্মী হক

৯-০৫ সবুজ মেলা: শিশু-কিশোরদের জন্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: নুসরাত তারেফা কলি
উপস্থাপনা: জান্নাতুন তাজরিমিন নিসা
প্রযোজনা: নিশাত তাসনিম কেয়া

১-৩০ প্রাণের খেলা: বিশেষ গীতি আলেখ্য
গ্রন্থনা ও সংগীত পরিচালনা: মিলন কুমার ভট্টাচার্য
উপস্থাপনা: এস এম আরিফউজ্জামান ও খাদিজা জাফরিন
প্রযোজনা: সৌমেন বাছাড়

২-১০ জাগিয়া উঠিল প্রাণ: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ড. গীতিময় রায়
প্রযোজনা: সৌমেন বাছাড়

২-৩০ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও পরিচালনা: ড. শাশ্বত ভট্টাচার্য
অংশগ্রহণ: মো: খায়রুল হাবিব, ড. নাসিমা আক্তার,
মো: সবুজ মিয়া
প্রযোজনা: মোছা: ফারহানা আর্জুমান বানু

বাংলাদেশ বেতার সিলেট

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৭-৩০ তোমায় গান শোনাব: রবীন্দ্র সংগীতের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: নিখিল রঞ্জন মজুমদার
উপস্থাপনা: তালুকদার হাবিবুর রহমান রাব্বি
প্রযোজনা: মো: দেলওয়ার হোসেন

৮-৩০ বিচিত্রা: প্রভাতি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
প্রসঙ্গ কথা: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী
সম্পর্কিত: উপস্থাপক
গ্রন্থনা: কামাল তৈয়ব
প্রযোজনা: ফাতেমাতুজ জোহরা

৯-১০ কিশলয়: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
পরিচালনা: নন্দিতা দত্ত
প্রযোজনা: ইফতেকার আলম রাজন

দ্বিতীয় অধিবেশন

৩-৩০ নব আনন্দে জাগো:
রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: ফাতির আহমেদ
ধারাবর্ণনা: জান্নাতুল নাজনীন আশা
প্রযোজনা: মো: দেলওয়ার হোসেন

৫-১০ প্রাণে প্রজ্ঞায় রবীন্দ্রনাথ: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: অধ্যাপক হোসনে আরা কামালী,
অধ্যাপক পান্না বসু,
অধ্যাপক সুনীল ইন্দু অধিকারী
সঞ্চালনা: আঞ্জুমান আরা বেগম
প্রযোজনা: ফাতেমাতুজ জোহরা

১০-০০ ঠাকুর দা: নাটক
বেতার নাট্যরূপ: সুদ্বীপ চৌধুরী
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

বাংলাদেশ বেতার বরিশাল

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৬-৩০ তোমার সুরের ধারায়: রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান

৮-৩০ ধানসিড়ি: সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা: অরুপ তালুকদার
উপস্থাপনা: কর্তব্যরত ঘোষক ঘোষিকা
আজকের ব্যাক্তিত্ব: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: সংকলিত
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-০৫ আমরা সবাই রাজা: শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শিরিন জাহান
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-৪৫ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: হাফিজুর রহমান
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

২য় অধিবেশন

২-৩০ একটুকু ছোঁয়া লাগে: রবীন্দ্রসংগীতের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা : শুক্লা ওঝা
প্রযোজনা: সৈকত চন্দ্র হালদার

৩-৩০ আনন্দধারা বহিছে ভুবনে: গীতি আলেখ্য
গ্রন্থনা: শেখ কামরুননাহার কাদির
সংগীত পরিচালনা : কাজী মামুন
প্রযোজনা: সৈকত চন্দ্র হালদার

বাংলাদেশ বেতার ঠাকুরগাঁও

প্রথম অধিবেশন
মধ্যম তরঙ্গ ৩০০.৩০ মিটার ব্যান্ড ৯৯৯ কিলোহার্জ এবং এফএম ৯২.০ মেগাহার্জ

সকাল

৯-২০ কিশোর হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা: ইশরাত জাহান লিমা ও উপস্থাপনা: ঈমানী ইকবাল
সংগীত পরিচালনা: মো: শহীদুল ইসলাম
প্রযোজনা: মো: নুরুল আবছার

১০-৩০ চির পরিচয়: বিশেষ কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: লাইলী বেগম
প্রযোজনা: মো: নুরুল আবছার

দ্বিতীয় অধিবেশন

৪-০৫ ডাকঘর: বিশেষ নাটক
রচনা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রযোজনা: মাশরেকুল আরেফিন

৫-৩০ সুরের আকাশে রবীন্দ্রনাথ:
নির্বাচিত রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: দিলীপ কুমার সাহা,
ধারাবর্ণনা: মো: আখতার হোসেন ও জহুরা খাতুন
সুর ও সংগীত পরিচালনা: তুষার কান্তি বর্ধন
প্রযোজনা: মো: নুরুল আবছার

৬-১০ রবীন্দ্র রচনায় সমাজচেতনা: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা: মোস্তাক আহমদ
অংশগ্রহণ: প্রফেসর মোহাম্মদ আলী মনসুর,
মনতোষ কুমার দে
প্রযোজনা: মো: নুরুল আবছার

বাংলাদেশ বেতার রাঙ্গামাটি

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৮-১০ সৃষ্টির আলোকধারা: বিশেষ গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো: হাছান উদ্দিন
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

৮-৪০ সুপ্রভাত: বিশেষ কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো: মহিউদ্দিন
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

৯-১০ রবীন্দ্রসাহিত্যে বহুমাত্রিকতা: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: আনন্দ জ্যোতি চাকমা
অংশগ্রহন: মো:কফিল উদ্দিন, বিপম চাকমা,
স.ম.মঈন উদ্দিন মিন্টু
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-০৫ সবুজের অভিযান: যুবসমাজের জন্য অনুষ্ঠান
দিবসভিত্তিক প্রসঙ্গকথা, উপস্থাপক: নুরে সাজিবা নুহা
বাংলা সাহিত্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান:
সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার প্রদান: নুরুল আমিন
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

২-৩৫ আমরা সবাই রাজা: শিশু-কিশোরদের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপন: তাসনিম সালেহ
দিবসভিত্তিক প্রসঙ্গ কথা: উপস্থাপক
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-০৫ খ্যাতির বিড়ম্বনা: বিশেষ নাটক
রচনা: রুবি আফরোজ
প্রযোজনা: মো: সোহেল রানা

৩-৩৫ রবীন্দ্র আলোকে নারী: মহিলাদের অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শিখা ত্রিপুরা
দিবসভিত্তিক প্রসঙ্গ কথা: উপস্থাপক
রবীন্দ্রনাথের রচনাবলিতে নারী বিষয়ে সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার প্রদান: অ্যাডভোকেট সুস্মিতা চাকমা,
শিরিন পারভীন
সাক্ষাৎকার গ্রহণ বেতার প্রতিনিধি: শিখা ত্রিপুরা
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

৫-২০ বেতার বিবরণী: রাঙ্গামাটি অঞ্চলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের
ওপর ভিত্তি করে বেতার বিবরণী ধারন: পম্পি বড়ুয়া

বাংলাদেশ বেতার কক্সবাজার

১২-৩০ রবির কিরণ:
শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নাবিহা মামুন
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

২-০৫ উঠিছে গানের ধ্বনি তরুণ কণ্ঠের: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: পরীক্ষিৎ বড়ুয়া
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

২-৩৫ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: পরীক্ষিৎ বড়ুয়া
অংশগ্রহণ: মোজাফফর আহমদ, নুরুল ইসলাম
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

৩-৩০ আনন্দধারা বহিছে ভুবনে: বিশেষ গীতিআলেখ্য
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: সিরাজুল হক সিরাজ
সংগীত পরিচালনা: বাবুল ইসলাম
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান

প্রথম অধিবেশন

৭-৩০ তুমি রবে নিরবে: রবীন্দ্রসংগীতের গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: এ জেড এম আরফান হাবিব
উপস্থাপনা: মাহমুদা সুখী
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৮-১০ সোনার তরী: বিশেষ কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: হোসনে আরা খানম
প্রযোজনা: আহাদ মো. সাঈদ হায়দার

২য় অধিবেশন

২-০৫ পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন: বিশেষ গীতি আলেখ্য
গ্রন্থনা: মো. শওকত আযম
উপস্থাপনা: মাহমুদুল হাসান ও চন্দ্রিমা বড়ুয়া
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৩-১০ সামান্য ক্ষতি: বিশেষ নাটক
বেতার নাট্যরূপ: সুনীল কুমার দাশ
প্রযোজনা: আবুল হোসেন ফকির

৪-১০ বীর পুরুষ: শিশুতোষ বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
পরিবেশনা: শিশু একাডেমি, বান্দরবান
প্রযোজনা: আহাদ মো. সাঈদ হায়দার

৪-৩৫ রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনা: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: বিপম চাকমা, মেহেদী হাসান
সঞ্চালনা: মোহাম্মদ ইয়াকুব
প্রযোজনা: আহাদ মো. সাঈদ হায়দার

বাংলাদেশ বেতার কুমিল্লা

সকাল

৮-২০ রবীন্দ্র ভাবনায় বিশ্ব মানবতা ও দেশপ্রেম:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: প্রফেসর ড. এ এস এম খলিলুর রহমান ও
প্রফেসর ড. জি এম মনিরুজ্জামান
সঞ্চালনা: নুর মোহাম্মদ রাজু
প্রযোজনা: কাজী মো. নুরুল করিম

৯-০৫ ছোট হৃদয়ে রবির সুর:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: প্রজ্ঞা চক্রবর্তী
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

বিকাল

৩-৩০ গীতবিতানে রবীন্দ্রনাথ: গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রুমা নাথ
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৪-০৫ রবির বাণীতে নারী চেতনা: নারীসমাজের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সাজিয়া ইয়াসমিন
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৫-১০ রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় কৃষি: কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: আবদুল্লাহ আল মামুনও রিয়াজ মাহমুদ
সঞ্চালনা: মোঃ শাহজালাল
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৫-৩৫ রবির সুরে কথামালা: কবির গান নিয়ে বিশেষ গীতি আলেখ্য
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: দুলাল চন্দ্র পোদ্দার
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

সন্ধ্যা

৬-২০ কুমিল্লায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের ওপর ভিত্তি করে একটি বিশেষ বেতার বিবরণী
প্রামাণ্য ধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোঃ শাহজালাল
প্রযোজনা: কাজী মো: নুরুল করিম

বাংলাদেশ বেতার গোপালগঞ্জ

এফএম ৯২.০ মেগাহার্জ

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৯-১০ তোমার সুরের ধারায়:
রবীন্দ্রসংগীতের গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শরিফা রহমান
উপস্থাপনা: মইনুল ইসলাম ও শরিফা রহমান
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

১০-৩৫ রবির আলোয় স্বদেশ:
দেশাত্মবোধক রবীন্দ্রসংগীতের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রুকাইয়া ইসলাম রূপা
প্রযোজনা: মইনুল ইসলাম

দ্বিতীয় অধিবেশন

দুপুর

২-৩০ বহুমাত্রিক রবীন্দ্রনাথ: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মঈন উদ্দিন আহমেদ
অংশগ্রহণ: খন্দকার সাবিনা ইয়াসমিন, আব্দুর রহমান, সানজিদ হক মিশু
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৩-০৫ সমাপ্তি: নাটক
মূল গল্প: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেতার নাট্যরূপ: ফজলুল করীম
প্রযোজনা: মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী

বিকাল

৪-০৫ তব জন্ম দিবসে: কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রবিউল ওহাব
প্রযোজনা: ফয়সাল মাহমুদ

বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৮-২০ আনন্দধারা: রবীন্দ্রসংগীতের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সিফাতুল ইসলাম নির্জন
সম্পাদনা: মিয়া মাসুম আহমেদ
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

১০-২০ অনন্তপ্রেম: কবিতা আবৃত্তির গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: স্বর্ণা চাকলাদার
সম্পাদনা: মিয়া মাসুম আহমেদ
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

২য় অধিবেশন

দুপুর

২-০৫ প্রিয় সুর: একই শিল্পীর গানের অনুষ্ঠান
শিল্পী: মিতা হক

বিকাল

৪-৪০ ও আমার দেশের মাটি: নির্বাচিত রবীন্দ্রসংগীতে দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান

সন্ধ্যা

৬-০৫ রক্তকরবী: রবীন্দ্রনাথ রচিত নাটক
সম্পাদনা: মিয়া মাসুম আহমেদ
প্রযোজনা: মোঃ আল আমিন খান

জনসংখ্যা স্বাস্থ্য পুষ্টি সেল

সকাল

৭-২০ সুখের ঠিকানা: উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
সাক্ষাৎকার প্রদান: মো: ইফতেখার রহমান
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: শাহনাজ পারভীন
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

সকাল

৯-৩০ জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে:
গ্রন্থনাবদ্ধ সংগীতানুষ্ঠান (গীতি আলেখ্য)
গবেষণা ও গ্রন্থনা: মো. আজহারুল ইসলাম
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

বিকেল

৪-০০ আপন আলোয় কবিগুরু: সাক্ষাৎকারমূলক বিশেষ অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার প্রদান: অনিমা রায়
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: সজীব দত্ত
প্রযোজনা: উম্মে রুম্মান

বহির্বিশ্ব সার্ভিস দপ্তর

রাত ১.১৫-২.০০ (ইউরোপ), ১০.৩০-১১.৩০ (মধ্যপ্রাচ্য)

চির নূতনেরে দিল ডাক: বাংলা সার্ভিসে প্রচারিতব্য বিশেষ অনুষ্ঠান
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
গবেষণা ও গ্রন্থনা: ড. তারিক মনজুর
উপস্থাপনা: মাহফুজা আক্তার সুমি ও আল আমিন শেখ
প্রযোজনা: উম্মে ফারহানা হোসেন শিমু

External Service
English 1st Transmission
6:30 PM & 7:00 PM
English 2nd Transmission
11:45 PM & 1:00 AM
Echoes of the Ever New
Intro on Birth Anniversary of World Poet
Rabindranath Thakur.
Research and Compilation: Zubair Hamid Quraishi
Presented by: Zubair Hamid Quraishi and Shameem Khan
Produced by: Umma Farhana Hossain Shimu

External Service
Arabic, Hindi and Nepali Service
Special Talk on the Occasion of
Birth Anniversary of World Poet Rabindranath Thakur
Title: Rabindranath Thakur: A Poet of Nature
Research and Compilation: Abu Bakar Siddique

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

সকাল

৬-৫০ কৃষি ও পরিবেশভিত্তিক অনুষ্ঠান: কৃষি সমাচার
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জান্নাতুল ফেরদৌস তমা

বিকেল

৫-৫০ পরিবেশ বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান: সবুজ প্রান্তর
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
প্রযোজনা: রনিয়া সুলতানা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জান্নাতুল ফেরদৌস তমা

সন্ধ্যা

৬-০৫ সোনালি ফসল: আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
আসরের পরিচালক ও শিল্পীবৃন্দ
প্রযোজনা: রনিয়া সুলতানা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: পারভীন আহসান মিলি

৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার: জাতীয় অনুষ্ঠান
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: আসরের পরিচালক ও শিল্পীবৃন্দ
আসর পরিচালনায়: লিয়াকত আলী খান
আসরে অংশগ্রহণকারী শিল্পী: শাহজাদী বেগম, বর্ষা আহমেদ, খাদিজা বেগম
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

রাত

৮-৩০ পরিবেশ বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান: শস্য শ্যামল
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শফিকুল ইসলাম বাহার ও সুরাইয়া সুলতানা

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

সকাল

১০-০৫ প্রভাত রবির কর: গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
গ্রন্থনা: সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দার
উপস্থাপনা: মহাশ্বেতা চৌধুরী
প্রযোজনা: মৃন্ময় মণ্ডল তুষার

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহ

২৫ মে ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ ● ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

নিশুতি অধিবেশন
এফএম ১০২ মেগাহার্জ

রাত

১২-১৫ বনের পাপিয়া: নাটক
রচনা: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ: কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী
প্রযোজনা: আবু নওশের

২-০০ মধুর বাঁশরী বাজে: বিশেষ গীতি আলেখ্য
গ্রন্থনা, উপস্থাপনা ও সংগীত পরিচালনা: প্রিয়াংকা গোপ
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও মো: মনিরুজ্জামান

ঢাকা-ক : মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ ও এফএম ১০৬ মেগাহার্জ

সকাল

৮-৩০ দর্পণ: জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
গ্রন্থনা: নুসরাত হাবিব
উপস্থাপনা: আনিছুর রহমান ও এস এম উপমা শিরিন
প্রযোজনা: মোঃ দেলোয়ার হোসেন

৯-০৫ ঝিঙ্গেফুল:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
গ্রন্থনা: মোছাঃ তানজিলা শামসুন নাহার
উপস্থাপনা: মোঃ জাফির হাসান ও ইয়ানা বিনতে কায়েস
প্রযোজনা: ইশরাত শারমিন

৯-৩৫ প্রবর্তকের ঘুরচাকায়: কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রুবিনা শাহনাজ
প্রযোজনা: মাশরুফা তানজিনা নোশিন

১০-০৫ সাম্যের কবি: আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: প্রফেসর ড. মোমেনুর রসুল, ফেরদৌস আরা
সঞ্চালনা: সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
প্রযোজনা: মাহফুজুল ইসলাম

১০-২৫ অন্তরে তুমি আছো চিরদিন: বিশেষ গীতি আলেখ্য
গবেষণা ও গ্রন্থনা: মাহমুদুল হাসান

সংগীত পরিচালনা: এস এম আঃ ইয়া ওয়াদুদ সরকার
প্রযোজনা: মো: মনিরুজ্জামান

বেলা

৩-৩৫ নারীকণ্ঠ: নারীদের জন্য ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
আমি নারী আমি পারি: বিশেষ সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার প্রদান: ইয়াসমিন মুশ্‌তারী
সংগীতশিল্পী, সাক্ষাৎকার গ্রহণ: লায়লা ইয়াসমিন লাবন্য
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: তামান্না সিদ্দিকী
প্রযোজনা: ইশরাত শারমীন

রাত

৯-০৫ উত্তরণ: বেতার ম্যাগাজিন (শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে সাজানো ম্যাগাজিন)
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
গ্রন্থনা: আমান চপল, উপস্থাপনা: জি এম তারিক ও কর্তব্যরত ঘোষিকা (রাবেয়া সুলতানা শিউলী)
প্রযোজনা: মোঃ হাসনাতুল আজম

৯-৪৫ সংবাদ প্রবাহ: সংবাদ প্রবাহ
গ্রন্থনা: ইমরুল হাসান চৌধুরী, ধারাবর্ণনা: শামীম আহমেদ
প্রযোজনা: মো: দুলাল হোসাইন

১০-০৫ খুঁজি তারে আপনায়: বিশেষ নাটক
মূল রচনা: আল জাবির
প্রযোজনা: ফেরদৌস আরা খানম

বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম

প্রথম অধিবেশন

৯-১০ বাগিচায় বুলবুলি:
নজরুল জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শিশুদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও পরিচালনা: মিশকাতুল মমতাজ মুমু
শিশু উপস্থাপক: দেবদুহিতা ঘোষ ও মোঃ ইশমাম ইফতেখার
প্রযোজনা: রাকিবা কবির

২য় অধিবেশন

৩-০০ সুরের ইন্দ্র ধনু: গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
উপস্থাপনা: ছাবেথ আরা আবেদীন ও ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
গ্রন্থনা: রুমি বড়ুয়া চৌধুরী
সম্পাদনা: মোঃ জাহাংগীর আলম
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

৪-১০ নজরুলের সাহিত্যে জীবনসংগ্রাম: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: ফজিলাতুন নেছা শাওন
অংশগ্রহণ: মোঃ আবুল হাসান, সাজেদা আক্তার
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৫-৩০ আমার ভুবন কান পেতে রয়: কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জেবুন নাহার
প্রযোজনা: মো. ইফতেখার হোসেন

৯-১০ সংবাদ তরঙ্গ: চট্টগ্রামে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জামিল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
বহিঃপ্রচার ধারণে ও সম্পাদনা: সুনপ তালুকদার
প্রযোজনা: অয়ন চক্রবর্তী

১০-০০ ঘুমের ঘোরে: বিশেষ নাটক
গল্প: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ: অশোক কুমার চৌধুরী
প্রযোজনা: মো: মঈন উদ্দিন

বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৭-৩০ স্পন্দন: প্রভাতি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: হাসান আবাবিল
উপস্থাপনা: সাঈদা ইয়াসমিন রুবিনা
প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
প্রযোজনা: মো: মাসুম পারভেজ

৮-৪৫ আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে: নির্বাচিত কবিতার অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ড. মুর্শিদা ফেরদৌস বিনতে হাবিব
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৯-০৫ বিদ্রোহী তুমি: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ড. শিরিন আখতার
মূলগল্প: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ ও প্রযোজনা: সুখেন কুমার মুখার্জী
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

দ্বিতীয় অধিবেশন

বেলা

১২-১৫ আমার গানের মালা: গীতি আলেখ্য
গ্রন্থনা: আলমগীর পারভেজ, সংগীত পরিচালনা: অনন্ত কুমার
ধারা বর্ণনায়: উম্মে সালমা রিংকী
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

বিকেল

৫-১০ চেতনায় ও জাগরণে নজরুল: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: ড. তানিয়া তহমিনা সরকার
অংশগ্রহণ: ড. মোস্তফা তারিকুল আহসান
প্রযোজনা: এস এম নাদিম সুলতান

রাত

১০-০০ অতৃপ্ত বাসনা: নাটক
মূল গল্প: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ: ফজলুল করিম, প্রযোজনা: আব্দুর রশীদ

বাংলাদেশ বেতার রংপুর

সকাল

৮-৩০ সম্ভার: প্রাত্যহিক বেতার ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: এস এম এ খলিল
উপস্থাপনা: মো: লুৎফর রহমান ও বিপাশা আরজু
ক. প্রসঙ্গ কথা: বাংলা সাহিত্যের প্রতিবাদী কবি
কাজী নজরুল ইসলাম: ড. নাসিমা আক্তার
খ. জানা অজানা: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের
ত্রিশাল অধ্যায়: আতাহার আলী খান, প্রযোজনা: শাম্মী হক

২য় অধিবেশন

৩-৩০ আসিবে জানি তুমি প্রিয়: বিশেষ গীতি আলেখ্য
গ্রন্থনা ও সংগীত পরিচালনা: মিজানুল ইসলাম খান
উপস্থাপনা: মো: ইউসুফ খন্দকার ও কাজলী হাবিবা
প্রযোজনা: সৌমেন বাছাড়

৪-৩০ প্রেরণার কবি নজরুল: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা: অধ্যাপক ড. কে এম জালাল উদ্দীন আকবর
অংশগ্রহণ: জহুরুল হক, খাইরুল ইসলাম, সিরাজুম মুনিরা
প্রযোজনা: ফররুখ আহমেদ সিদ্দিক

৯-০৫ আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ড. শাশ্বত ভট্টাচার্য

১০-০০ হেনা: নাটক
মূল কাহিনি: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ: মোস্তাফিজুর রহমান
প্রযোজনা: জিন্নাতুন নাহার

বাংলাদেশ বেতার সিলেট

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৮-৩০ বিচিত্রা: প্রভাতি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
প্রসঙ্গ কথা: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের
জন্মবার্ষিকী: উপস্থাপক
গ্রন্থনা: এম এ হোসেন
প্রযোজনা: ফাতেমাতুজ জোহরা

৯-২০ প্রভাতের পাখি: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
পরিচালনা: জ্যোতি ভট্টাচার্য্য
প্রযোজনা: ইফতেকার আলম রাজন

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-০৫ গাহি সাম্যের গান: কবিতা আবৃত্তি
সঞ্চালনা: সালেহ আহমদ খসরু,
প্রযোজনা: মো: ইকবাল হোসেন

৩-০৫ আমার কথার ফুল:
নজরুল সংগীত শিল্পীদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: বাসিত ইবনে হাবিব, ধারাবর্ণনা: জিল্লুর রহমান জয়
প্রযোজনা: মো. দেলওয়ার হোসেন

৪-০৫ আমার গানের মালা: নজরুল সংগীতের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মুহিত চৌধুরী, উপস্থাপনা: রোহেনা সুলতানা
প্রযোজনা: মো: দেলওয়ার হোসেন

৫-১০ নজরুল সাহিত্যে সংগ্রামী চেতনা: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অধ্যাপক নন্দলাল শর্মা, অধ্যাপক ড. সাহেদা আক্তার,
আঞ্জুমান আরা বেগম, সঞ্চালনা: শামীমা চৌধুরী
প্রযোজনা: ফাতেমাতুজ জোহরা

রাত

১০-০০ মধুমালা: বিশেষ নাটক, মূলগল্প: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ: সুদীপ চৌধুরী, প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

বাংলাদেশ বেতার বরিশাল

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৬-৩০ আমার নয়নে নয়ন রাখি: নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান
শিল্পী: পিনাকী প্রসাদ রায় ও ফিরোজা বেগম

১০-০৫ চির উন্নত মম শির: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মুহা: গোলাম মোস্তফা
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-২০ মধুর বাঁশরী বাজে: গীতি আলেখ্য
গ্রন্থনা: রবীন্দ্রনাথ মন্ডল
সংগীত পরিচালনা: নুরুল আমিন চৌধুরী
ধারা বর্ণনা: ঝুমু কর্মকার, প্রযোজনা: সৈকত চন্দ্র হালদার

২য় অধিবেশন

২-৩০ ঝিঙেফুল: শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে
গান কবিতা সমন্বয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান: ঝিঙেফুল
গ্রন্থনা: মৌমিতা বিনতে মিজান
বর্ণনা: আজমিরি রহমান নুহা, প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৩-০৫ বাগিচায় বুলবুলি: ফেসবুক ভিত্তিক লাইভ অনুষ্ঠান
শিল্পী: মৈত্রী ঘরাই, সঞ্চালনা: নেজারুল ইসলাম বাবু
প্রযোজনা: সৈকত চন্দ্র হালদার

৯-০৫ অঞ্জলি লহ মোর: নির্বাচিত নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান
শিল্পী: সালাহউদ্দিন আহমেদ, শবনাম মুস্তারি,
ইয়াকুব আলী খান

বাংলাদেশ বেতার ঠাকুরগাঁও

প্রথম অধিবেশন
মধ্যম তরঙ্গ ৩০০.৩০ মিটার ব্যান্ড ৯৯৯ কিলোহার্জ এবং এফএম ৯২.০ মেগাহার্জ

সকাল

৯-২০ রুমঝুম রুমঝুম: শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: উম্মে সালমা রিপা, উপস্থাপনা: আফিয়া ইতমাম
সংগীত পরিচালনা: মো: শহীদুল ইসলাম
প্রযোজনা: মো: নুরুল আবছার

১০-৩০ চৈতি হাওয়া: বিশেষ কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও পরিচালনা: এ এম তাসমিন আল বারী
প্রযোজনা: মো: নুরুল আবছার

দ্বিতীয় অধিবেশন

৪-০৫ ঝিলিমিলি: বিশেষ নাটক
মূলকাহিনি: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতারনাট্যরূপ ও প্রযোজনা: মাশরেকুল আরেফিন

৫-৩০ সুরে-ছন্দে নজরুল: বিশেষ গীতি আলেখ্য
গ্রন্থনা: মো: ইকবাল হোসেন
ধারাবর্ণনা: আতিয়ার রহমান ও জহুরা খাতুন
সুর ও সংগীত পরিচালনা: কায়ছার আলী রুবেল
প্রযোজনা: মো: নুরুল আবছার

৬-১০ নজরুল সাহিত্য- সাম্য ও মানবতার কণ্ঠস্বর:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা: মোস্তাক আহমদ
অংশগ্রহণ: মনিশংকর দাশ গুপ্ত, জান্নাতুন নাহার,
মো: ইলিয়াছ হোসেন,
প্রযোজনা: মো: নুরুল আবছার

বাংলাদেশ বেতার রাঙ্গামাটি

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৮-১০ অগ্নিবীণা: বিশেষ গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গবেষণা,গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো. কামরুল হাসান
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

৮-৪০ সাম্যের গান: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো. মহিউদ্দিন
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

৯-১০ সম্পীতির কবি নজরুল: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: আনন্দ জ্যোতি চাকমা
অংশগ্রহণ: মো.কফিল উদ্দিন, বিপম চাকমা ,রাজেশ ত্রিপুরা
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

৯-৪০ হিন্দোল: নজরুল সংগীত

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-০৫ বাগিচায় বুলবুলি: শিশু-কিশোরদের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: কলি চাকমা
দিবস ভিত্তিক প্রসঙ্গ কথা: উপস্থাপক
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

২-৩৫ জয়ন্তিকা: মহিলাদের অনুষ্ঠান
গবেষণা,গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শিখা ত্রিপুরা
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-০৫ শিল্পী: জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশেষ নাটক
বেতার নাট্যরূপ: মীর মরিয়ম আক্তার
প্রযোজনা: মো. সোহেল রানা

৩-৩৫ বিদ্রোহী: যুবসমাজের জন্য অনুষ্ঠান
দিবসভিত্তিক প্রসঙ্গকথা, উপস্থাপক: নুরে সাজিবা নুহা
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বাংলা সাহিত্যে অবদান
বিষয়ে সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার প্রদান: রনতোষ মিল্লিক
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

৫-২০ বেতার বিবরণী: রাঙ্গামাটি অঞ্চলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের
ওপর ভিত্তি করে বেতার বিবরণী, ধারণে: স্নেহাশীষ বড়ুয়া

বাংলাদেশ বেতার কক্সবাজার

দ্বিতীয় অধিবেশন

১২-৩০ বাবুদের তাল পুকুরে: শিশু কিশোরদের নিয়ে অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: সোহানা মুনতাহা
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

১-৩০ নজরুল সাহিত্যে জীবন দর্শন: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: পরীক্ষিৎ বড়ুয়া
অংশগ্রহণ: অজিত দাশ, এইচ এম ইশতিহাদুলক
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

২-০৫ শিকল ভাঙার ঢল: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নীলোৎপল বড়ুয়া
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

২-৩৫ খেলিছ এ বিশ্বলয়ে: বিশেষ গীতি আলেখ্য
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: সিরাজুল হক সিরাজ
সংগীত পরিচালনা: বাবুল ইসলাম
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

৪-৩৫ লৌহ কপাট:
কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা অবলম্বনে নাটক
রচনা: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ: স্বপন ভট্টাচার্য
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান

প্রথম অধিবেশন

৭-৩০ খুঁজি তারে আমি আপনায়:
নজরুল সংগীতের গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: হোসনে আরা খানম
উপস্থাপনা: মাহমুদা সুখী
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৮-১০ কবিতায় জন্মদিন: বিশেষ কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: তাহিয়া রহমান
প্রযোজনা: আহাদ মো. সাঈদ হায়দার

২য় অধিবেশন

২-০৫ আঁচল ভরা ফুল: বিশেষ গীতি আলেখ্য
গ্রন্থনা: আমিনুর রহমান প্রামাণিক
উপস্থাপনা:
এ এস এম আহসানুল আলম ও নাদিয়া সুলতানা লোপা
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

২-৪০ নবকেতন: যুবদের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. কথিকা: শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে নজরুলের সংগ্রাম:
হারুন অর রসিদ
খ. নজরুল সংগীত: কারার ঐ লৌহ কপাট
গ. নারী কবিতা আবৃত্তি: জয়ন্তী চৌধুরী
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: দয়িতা ভট্টাচার্য্য প্রাচী
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৩-১০ বিশেষ নাটক
নাটক: মেহের নেগার
কাহিনি: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ: রফিক ফেরদৌস ইমন
প্রযোজনা: আবুল হোসেন ফকির

৪-৩৫ মা, মাটি, মানুষ ও মানবতার কবি: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: রহিমা বেগম, এ জেড এম আরফান হাবিব
সঞ্চালনা: মোহাম্মদ ইয়াকু
প্রযোজনা: আহাদ মো. সাঈদ হায়দার

বাংলাদেশ বেতার কুমিল্লা

সকাল

৯-০৫ ঝিঙে ফুল:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: প্রজ্ঞা চক্রবর্তী
প্রযোজনা: কাজী মো. নুরুল করিম

৯-৩৫ মধুর বাঁশরী বাজে:
তাঁর রচিত গান নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: কাজী মো. নুরুল করিম
উপস্থাপনা: সুমন চক্রবর্তী, প্রযোজনা: কাজী মো. নুরুল করিম

বেলা

২-৩০ বিদ্রোহ ও জাগরণে নজরুল: কবি কাজী নজরুলের জাগরণী
কবিতা ও গান নিয়ে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: প্রফেসর ড. আলী হোসেন চৌধুরী,
প্রফেসর ড. জি এম মনিরুজ্জামান
সঞ্চালনা: নুর মোহাম্মদ রাজু, প্রযোজনা: কাজী মো. নুরুল করিম

বিকাল

৩-০৫ নাটক: শিল্পী
মূল রচনা: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ: জাহিদ হোসেন বাবুল
প্রযোজনা: সৈয়দ মো: বিলাল উদ্দিন

৪-০৫ সুর, ছন্দ ও নাট্যে নজরুল: জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের
স্ব-কণ্ঠে আবৃত্তি, গান ও তাঁর রচিত প্রবন্ধ এবং নাট্যাংশ নিয়ে
গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য্য
প্রযোজনা: এ.এইচ.এম মেহেদি হাছান

৪-৪০ ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ: জাতীয় কবি কাজী নজরুল
ইসলামের জনপ্রিয় গজল নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সোহানা শারমিন রাকা
প্রযোজনা: এ.এইচ.এম মেহেদি হাছান

৫-১০ কবিতায় নজরুল বন্দনা: কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মাহতাব সোহেল
প্রযোজনা: কাজী মো. নুরুল করিম

৫-৩৫ নারীর কণ্ঠে নজরুল:
নারী সমাজের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সাজিয়া ইয়াসমিন
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৬-০৫ হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে: বিশেষ গীতি আলেখ্য
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: বিমল চন্দ্র আইচ
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

সন্ধ্যা

৬-৩০ কুমিল্লায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের ওপর ভিত্তি করে একটি বিশেষ
বেতার বিবরণী
প্রামাণ্য ধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শাহজালাল রনি
প্রযোজনা: কাজী মো. নুরুল করিম

বাংলাদেশ বেতার গোপালগঞ্জ

এফ.এম ৯২.০ মেগাহার্জ
প্রথম অধিবেশন

সকাল

৮-৩৫ সুরে সুরে নজরুল: নজরুল সংগীতের গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: লাবনী অধিকারী
প্রযোজনা: মইনুল ইসলাম

৯-০৫ ভালোবাস মোর গান:
নজরুল প্রেমের গান নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: সিফাত বিনতে জামান রাকা
উপস্থাপনা: সিফাত আব্দুল্লাহ ও সিফাত বিনতে জামান রাকা
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

দ্বিতীয় অধিবেশন

দুপুর

২-৩০ চিরায়ত নজরুল: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মঈন উদ্দিন আহমেদ
অংশগ্রহণ: অসীম বাড়ৈ, আব্দুর রহমান, সানজিদ হক মিশু
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৩-০৫ মৃত্যুক্ষুধা: বিশেষ নাটক
রচনা: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ: কাজী জাকির হাসান
প্রযোজনা: কাজী জাকির হাসান

বিকাল

৪-৪০ অগ্নিবীণা: কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: এস এম শফিউল্লাহ রাজ
কবিতা: বিদ্রোহী: প্রদ্যোত রায়, প্রযোজনা: ফয়সাল মাহমুদ

সন্ধ্যা

৬-০৫ হেরা হতে হেলে দুলে:
গ্রন্থনাবদ্ধ ভক্তিমূলক নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: মইনুল ইসলাম
উপস্থাপনা: শরিফা রহমান ও মইনুল ইসলাম
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৮-২০ পথ চলিতে: নজরুল সংগীতের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ফওজিয়া রেজওয়ানা লনি
সম্পাদনা: মিয়া মাসুম আহমেদ, প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

৯-১০ বিদ্রোহী: নজরুল রচিত কবিতা আবৃত্তির গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: কনা আক্তার
সম্পাদনা: মিয়া মাসুম আহমেদ, প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

২য় অধিবেশন

দুপুর

২-০৫ প্রিয় সুর: একই শিল্পীর গানের অনুষ্ঠান
শবনম মোস্তারীর কণ্ঠে নির্বাচিত নজরুল সংগীত

বিকাল

৪-০৫ ব্রহ্মপুত্রের সুর:
স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সিফাতুল ইসলাম নির্জন
সম্পাদনা: মিয়া মাসুম আহমেদ, প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

৪-৪০ এ কি অপরূপ: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম
রচিত নির্বাচিত দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান

সন্ধ্যা

৬-০৫ ত্রিশালে নজরুল: ময়মনসিংহে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা নিয়ে
বিশেষ প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রাফিয়া ইসলাম ভাবনা
শব্দধারণ ও সম্পাদনা: স্বর্ণা চাকলাদার
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

সকাল

৬-৫০ কৃষি ও পরিবেশভিত্তিক অনুষ্ঠান:
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শফিকুল ইসলাম বাহার

সন্ধ্যে

৬-০৫ সোনালী ফসল: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের
জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: আসরের পরিচালক ও
শিল্পীবৃন্দ
আসর পরিচালনায়: আলহাজ্ব ফারুক আহমেদ
প্রযোজনা: রনিয়া সুলতানা

৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার: জাতীয় কবি কাজী নজরুল
ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা:
আসরের পরিচালক ও শিল্পীবৃন্দ
আসর পরিচালনায়: মো: লিয়াকত আলী খান
প্রযোজনা : হরবিলাস রায়

জনসংখ্যা স্বাস্থ্য পুষ্টি সেল

সকাল

৭-২০ সুখের ঠিকানা: উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
সাক্ষাৎকার প্রদান: আসমা হাসান
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: তামান্না সিদ্দিকী, প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

বেলা

১১-৩০ স্বাস্থ্যই সুখের মূল: উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
অংশগ্রহণ: ডা. নুরুন নাহার বেগম ও স্বপন কুমার শর্মা
সঞ্চালনা: ডা. সুরাইয়া বুলবুল
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ফাহমিদা খান, প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

বিকাল

৪-০৫ এসো গড়ি ছোট পরিবার: উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
সাক্ষাৎকারমূলক আলোচনা: নজরুল সাহিত্যে দেশপ্রেম
সাক্ষাৎকার প্রদান: ড. তারেক মঞ্জুর
সাক্ষাৎকার গ্রহন: মো: জোবায়েদ হোসেন পলাশ
গ্রন্থনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা: লালয়া আরিয়ানী হোসেন ও
শফিকুল ইসলাম বাহার, প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

রাত

৮-১০ সুখী সংসার: উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ফারজানা ইয়াসমিন লুবনা
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

সকাল

৯-৩০ ঘুম জাগানো পাখি: গ্রন্থনাবদ্ধ সংগীতানুষ্ঠান (গীতি আলেখ্য)
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শায়লা রহমান
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

বিকেল

৩-৩০ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে জাতীয় কবি: সাক্ষাৎকারমূলক বিশেষ অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার প্রদান: ফাতেমা তুজ জোহরা, নজরুল সংগীতশিল্পী
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: শফিকুল ইসলাম বাহার
প্রযোজনা: উম্মে রুম্মান

বহির্বিশ্ব সার্ভিস দপ্তর

রাত ১.১৫-২.০০ (ইউরোপ), ১০.৩০-১১.৩০ (মধ্যপ্রাচ্য)

মধুর বাঁশরী বাজে: বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের
জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
গবেষণা ও গ্রন্থনা: ড. তারিক মনজুর
উপস্থাপনা: জান্নাতুল ফেরদৌস তমা ও লাল্টু হোসাইন
প্রযোজনা: উম্মে ফারহানা হোসেন শিমু

External Service
on the Occasion of Birth Anniversary of
National Poet Kazi Nazrul Islam
Research, Compilation and Presented by:
Nowsheen Farhan Noor
Produced by: Umma Farhana Hossain Shimu
Special Talk on the Occasion of
Birth Anniversary of National Poet Kazi Nazrul Islam
Broadcast Time: Arabic, Hindi and Nepali Service
Title: Nazrul: The Poet of Love and Rebellion
Research and Compilation: Munshi Rafikul Islam

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

সকাল

১০-৩০ আনন্দ নিনাদ: গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মৃদুলা সমাদ্দার
উপস্থাপনা: মৃদুলা সমাদ্দার
প্রযোজনা: মৃন্ময় মণ্ডল তুষার

পবিত্র ঈদ-উল-আজহার দিনে বাংলাদেশ বেতারের বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহ

২৮ মে ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ ● ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

নিশুতি অধিবেশন
এফএম ১০২ মেগাহার্জ

রাত

১২-১৫ ভালোবাসার কুরবানি: নাটক
রচনা ও প্রযোজনা: আল-আমিন শেখ (পুনঃপ্রচার)

২-০০ আত্মত্যাগের সুরছায়া: বিশেষ গীতিনকশা
গবেষণা, গ্রন্থনা ও গীত রচনা: ফরিদা ফারহানা
সুর সংযোজন ও সংগীত পরিচালনা: ফোয়াদ নাসের বাবু
প্রযোজনা: মো: মনিরুজ্জামান (পুনঃপ্রচার)

ঢাকা-ক : মধ্যমতরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ, এফ এম ১০২ মেগাহার্জ ও এফ এম ১০৬ মেগাহার্জ

সকাল

৬-৪০ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ রক্ষায় করণীয় বিষয়ক বিশেষ সাক্ষাৎকারমূলক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার প্রদান:
এয়ার কমডোর মোঃ মাহাবুবুর রহমান তালুকদার
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: ফাতেমা আফরোজ সোহেলী
প্রযোজনা: মোঃ দেলোয়ার হোসেন

ঢাকা-ক : মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ ও এফএম ১০৬ মেগাহার্জ

সকাল

১০-৩০ ত্যাগের মহিমায় খুশির ঈদ: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন
পবিত্র ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
গীত রচনা: আয়েত হোসেন উজ্জ্বল
সুর সংযোজন ও সংগীত পরিচালনা: আব্দুল্লাহ খান
গ্রন্থনা: তাপসী মুনির
উপস্থাপনা: আনিশা আমিন ও মোঃ জাফর হাসান
প্রযোজনা: ইশরাত শারমিন

বেলা

১১-০৫ উচ্ছ্বাসের ঈদ: তারুণ্যের শক্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে অনুষ্ঠান
পবিত্র ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
উদ্যামে উজ্জ্বল তারুণ্য: তরুণ উদ্যোক্তার সাক্ষাৎকার,

সাক্ষাৎকার গ্রহণে: সুমনা সিরাজ সুমি
অংশগ্রহণ: মোঃ আব্দুল্লাহ আল মনসুর, মোঃ আদিব শাহ ও উর্মি আক্তার টুম্পা
সঞ্চালনা: ফারজানা আলম লীনা
গ্রন্থনা: সাদিয়া ইসলাম লিজা
উপস্থাপনা: মোঃ ইসহাক আলী ও আফিয়া ইবনাত শুচি
প্রযোজনা: মোঃ দুলাল হোসাইন

দুপুর

১২-২০ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ রক্ষায় করণীয় বিষয়ক বিশেষ সাক্ষাৎকারমূলক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার প্রদান:
এয়ার কমডোর মোঃ মাহাবুবুর রহমান তালুকদার
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: ফাতেমা আফরোজ সোহেলী
প্রযোজনা: মোঃ দেলোয়ার হোসেন

বেলা

১-৩০ শ্রেষ্ঠ সমর্পণ: স্বরচিত কবিতা পাঠের বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মহিউদ্দিন তাহের
প্রযোজনা: নাদিয়া ফেরদৌস

২-২০ নারীকণ্ঠ: নারীদের জন্য ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
পবিত্র ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান
পবিত্র ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
পবিত্র ঈদুল আজহার শিক্ষা ও কুরবানি নিয়ে কথিকা
রচনা ও পাঠে: ড. হোসনেয়ারা বেগম
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: তামান্না সিদ্দিকী
প্রযোজনা: ইশরাত শারমিন

৩-০৫ রুপালী সুর: ঈদে মুক্তিপ্রাপ্ত ছায়াছবির গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: এ.বি. এম মাহবুবুর রহমান
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

বিকাল

৫-৩০ ঈদুজ্জোহার চাঁদ হেসেছে: বিশেষ গীতিনকশা
গবেষণা, গ্রন্থনা ও গীত রচনা: মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম (বাদল)
সুর সংযোজন ও সংগীত পরিচালনা: সৈয়দ সাবাব আলী আরজু
প্রযোজনা: মো: মনিরুজ্জামান

সন্ধ্যা

৬-৩৫ বেতার বিবরণী: বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা: ইমরুল হাসান চৌধুরী
প্রযোজনা: মো: দুলাল হোসাইন

রাত

৯-০৫ উত্তরণ: বেতার ম্যাগাজিন (শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে সাজানো ম্যাগাজিন)
পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
গ্রন্থনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা: শফিকুল ইসলাম বাহার ও আসফিয়া তাসনিম
প্রযোজনা: মোঃ হাসনাতুল আজম

১০-০০ জিয়ন কাঠি: নাটক
রচনা: শেখ মোস্তাফিসুর রহমান
প্রযোজনা: এ বি এম মাহবুবুর রহমান (নতুন)

বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম

প্রথম অধিবেশন

১০-০৫ আলোকধারা: বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সৈয়দা তানজিলা ইসলাম মিম
সাক্ষাৎকার: বৈষম্যহীন ও সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ঈদুল আজহার শিক্ষা
প্রদান: ড. আ ক ম আব্দুল কাদের
গ্রহণ: মো: মামুনুর রশীদ
দিবসভিত্তিক কবিতা: শরীফুন নাহার
প্রযোজনা: অয়ন চক্রবর্তী

১০-৪০ উৎসর্গ: স্বরচিত কবিতা পাঠের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ফারহানা সাদেক
প্রযোজনা: মো. ইফতেখার হোসেন

১১-০৫ কচিকাঁচার ঈদ:
শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা, গবেষণা ও পরিচালনা: নার্গিস সুলতানা
শিশু উপস্থাপক: আয়মান জাহিন ও ইসাবা সামিহ
প্রযোজনা: জ্যোতির্ময় গোলদার

১১-৩০ ত্যাগের তরে হৃদয় বাঁধি: গ্রন্থনাবদ্ধ গানের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: খোদেজা খুরশীদ পরাজিতা
উপস্থাপনা: জেরিন আফরোজ খান
সম্পাদনা: মো: জাহাঙ্গীর আলম
প্রযোজনা: মো: নাঈম সিদ্দিকী

২-৩০ সমর্পণের আহ্বান: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মো: ওবায়দুল্লাহ
সরকার: পাপিয়া আহম্মেদ
ধারাবর্ণনা: মেহেবুবা ই ফাতেমা ও আব্দুল্লাহ আল মামুন
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

৩-৩০ অনন্যার ঈদ: নারীদের জন্য বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নাসরিন ইসলাম
প্রযোজনা: রাকিবা কবির

৫-১০ আনন্দ প্রহর: জনপ্রিয় গানের অনুষ্ঠান

৯-১০ বিশেষ বেতার বিবরণী: চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত ঈদ জামাতের ওপর ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জামিল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
বহিঃপ্রচার ধারণ ও সম্পাদনা: সুনপ তালুকদার
প্রযোজনা: অয়ন চক্রবর্তী

১০-৩০ মহিমা: বিশেষ নাটক
রচনা: কোহিনূর আক্তার শাকী
প্রযোজনা: মো: মঈন উদ্দিন

বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৬-৪৫ ত্যাগের মহিমায়: ঈদের গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আঞ্জুমান আরা খাতুন শিফা
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

১০-০৫ ঈদ স্পেশাল ট্রেন: নাটক
রচনা: দেওয়ান হামিদুজ্জামান বাচ্চু
প্রযোজনা: রবিউল করিম মন্টু

বেলা

১১-০০ ত্যাগের ঈদ, খুশির ঈদ:
শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ড. রুমি শাইলা শারমিন
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

১১-৩০ রংবেরং: টেলিফোনে ধারণকৃত কৌতুক,
কবিতা ও ঈদ শুভেচ্ছা নিয়ে অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মো. কলিমউদ্দিন, উপস্থাপনা: মোহসিনা পারভীন
প্রযোজনা: এস এম নাদিম সুলতান

১২-১৫ খুশির ছোঁয়া প্রাণে প্রাণে: গীতিনকশা
রচনা: মো: শফিকুল ইসলাম, সুর সংযোজন ও সংগীত
পরিচালনা: আব্দুল খালেক ছানা
ধারাবর্ণনা: শিখা খাতুন ও জিহাদ জনি
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

৩-০৫ ঈদ রঙ্গ: কৌতুক নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান
উপস্থাপনা: আফজালুল বাশার, অংশগ্রহণ: সিরাজুম মুনিরা,
মাহফুজুর রহমান ও জাহিদ
প্রযোজনা: মো: মাসুম পারভেজ

৩-২০ গল্প কথায় গান: সংলাপ ভিত্তিক গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: নুরজাহান বেগম, উপস্থাপনা: এইচ এম মুনাফ
প্রযোজনা: তনুশ্রী সান্যাল

বিকেল

৫-১০ সিনে ঈদ: ছায়াছবির রোমান্টিক গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শহিদুল হক সোহেল
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

রাত

১০-০০ কুরবান আলীর কুরবানি: বিশেষ নাটক
রচনা: ডা: রানা মাহফুজুল হক,
প্রযোজনা: মামুনুর রশিদ মুকুল

বাংলাদেশ বেতার রংপুর

সকাল

৬-৩৫ ত্যাগের জ্যোতি: ঈদের গান নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জিন্নাতুন নাহার
প্রযোজনা: সৌমেন বাছাড়

২য় অধিবেশন

১০-০৫ সোনালি দিনের সুর: বাংলা চলচ্চিত্রের ক্লাসিক রোমান্টিক গান
নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মিনাক্ষী, প্রযোজনা: সৌমেন বাছাড়

১০-৩০ ঈদের খুশি: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ গীতিনকশা
গ্রন্থনা: এমাদ উদ্দিন আহমেদ
উপস্থাপনা: মাহজাবিন মেহবুবা সূবর্ণা
সুর ও সংগীত পরিচালনায়: মো. আহসান হাবীব
প্রযোজনা: নিশাত তাসনিম কেয়া

১১-০৫ ঈদ মেলোডি:
চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় ঈদের গান নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শাহারিয়া সিদ্দিকী
প্রযোজনা: সৌমেন বাছাড়

১১-৩০ ত্যাগের মহিমায় ঈদ আনন্দ: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মো. মতিয়ার রহমান
উপস্থাপনা: মো. রাফিউজ্জামান সরকার ও
মোছা. মোবাশ্বেরা পারভীন,
সুর ও সংগীত: মো: আহসান হাবিব,
প্রযোজনা: সৌমেন বাছাড়

১-০৫ নতুন সুরের ছন্দে: জনপ্রিয় ভাওয়াইয়া গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: রফিকুল ইসলাম রইস
ধারা বর্ণনা: খাদিজা জাফরিন ও শেখ ফরিদ আলী
প্রযোজনা: সৌমেন বাছাড়

২-১০ ত্যাগের স্পন্দন: স্বরচিত কবিতা পাঠের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ইসমত আরা, প্রযোজনা: সৌমেন বাছাড়

২-৩৫ ঈদ অ্যালবাম: বাংলা অ্যালবামের জনপ্রিয় গান নিয়ে
গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মুনিরা শাহনাজ চৌধুরী
প্রযোজনা: সৌমেন বাছাড়

৩-০৫ হাটের হট্টগোল: বিশেষ রম্য
গবেষণা, গ্রন্থনা ও পরিচালনা: মো. শাহাবুল ইসলাম
অংশগ্রহণ: মো. রেজাউল আলম ও মো. শফিকুল ইসলাম
প্রযোজনা: সৌমেন বাছাড়

৪-৩০ দিবস ভিত্তিক গান

৫-১০ শ্রোতাদের ঈদ আড্ডা:
শ্রোতাদের সঙ্গে টেলিফোনে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়
প্রযোজনা: শাম্মী হক

৯-০৫ বেতার বিবরণী: রংপুর ও এর আশপাশের অনুষ্ঠানের ওপর
ভিত্তি করে বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো. সিরাজুল ইসলাম
প্রযোজনা: শাম্মী হক

বাংলাদেশ বেতার সিলেট

সকাল

১০-৩০ শ্রেষ্ঠ সমর্পণ: স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর
সঞ্চালনা: সালেহ আহমদ খসরু
প্রযোজনা: ইকবাল হোসাইন

১১-৩০ বিলিয়ে দে আজ সবার তরে: ঈদের গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: এম এ হোসেন, উপস্থাপনা: রিফাত আরা
প্রযোজনা: মো: দেলওয়ার হোসেন

১-৩০ ঈদের রঙে রঙিন মোরা:
তরুণ-তরুণীদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জান্নাতুল নাজনীন আশা
প্রযোজনা: ইফতেকার আলম রাজন

৩-৩০ ঈদুজ্জোহার চাঁদ হেসেছে: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: কামরুল আমীন, সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা:
মো: কুতুব উদ্দিন
ধারাবর্ণনায়: রোহেনা সুলতানা
প্রযোজনা: মো: দেলওয়ার হোসেন

৪-৩৫ রুপালি পর্দায় ঈদ: ছায়াছবির গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মো: ফয়সল উদ্দিন
উপস্থাপনা: কুমকুম হাজেরা মারুফা
প্রযোজনা: মো: দেলওয়ার হোসেন

৫-৩০ পশু নয়, পাশবিকতার কুরবানি: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: ড. সৈয়দ শাহ এমরান, মাওলানা শাহ আলম,
অধ্যাপক ড. সাহেদা আক্তার
সঞ্চালনা: আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
প্রযোজনা: ফাতেমাতুজ জোহরা

১০-০০ আলোর কোলে: নাটক
রচনা ও নির্দেশনা: মু. আনোয়ার হোসেন রনি
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

বাংলাদেশ বেতার বরিশাল

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৬-৩০ ঈদের জামায়াতের সময় সূচি
সংকলনে: মোঃ মুছা

৬-৩৫ ত্যাগে গাঁথা ঈদের গান: ঈদের গানের অনুষ্ঠান
শিল্পী: সমবেত কণ্ঠে

৬-৪৫ কুরবানির মাসলা-মাসায়েল: কুরবানির নিয়মকানুন
কথিকা: ড. মুহা. গোলাম ছরোয়ার

২য় অধিবেশন

২-০৫ ঈদের খুশি লাগলো প্রাণে: গীতিনকশা
রচনা: শেখ কামরুন নাহার কাদির
সুর ও সংগীত পরিচালনা: সজীব আহমেদ
বর্ণনা: মঞ্জুর রাশেদ
প্রযোজনা: সৈকত চন্দ্র হালদার

২-৩৫ আনন্দে আজ মন মেতেছে: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
গান কবিতা সমন্বয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মৌমিতা বিনতে মিজান
বর্ণনা: জান্নাতুল প্রীতি, প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৩-০৫ রুপালি ইদ: ছায়াছবির গান নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো: মহিউদ্দিন বায়েজিদ
প্রযোজনা: সৈকত চন্দ্র হালদার

৪-০৫ ত্যাগ ও আনন্দের ঈদ-উল-আজহা: আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: প্রফেসর আবু জাফর মো: হাবিবুর রহমান, অধ্যক্ষ
অংশগ্রহণ: প্রফেসর আব্দুর রব, ড. মোহাম্মদ মশিউর রহমান
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৫-৫০ বেতার বিবরণী: ঈদের জামাত ও সাধারণ মানুষের ঈদের
অনুভূতি নিয়ে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা ও বহির্ধারণ: মো: শহীদুল হক
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৬-০৫ কুরবানির কাব্য: স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো: গোলাম মোস্তফা
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৬-২০ ঈদ মোবারক আচ্ছালাম: শিল্পী: সমবেত কণ্ঠে,
মো: তারিকুল ইসলাম, রিমি সাব্বির

১০-২০ কুরবানির গোশত ডিপ্লোমা: বিশেষ নাটক
রচনা: জাহিদ হোসেন বাবুল, সম্পাদনা: আশরাফুল ইসলাম
প্রযোজনা: আবু নওশের

বাংলাদেশ বেতার ঠাকুরগাঁও

প্রথম অধিবেশন
মধ্যম তরঙ্গ ৩০০.৩০ মিটার ব্যান্ড ৯৯৯ কিলোহার্জ এবং এফএম ৯২.০ মেগাহার্জ

বেলা

২-১০ গরুর বুদ্ধি: বিশেষ নাটক
রচনা ও প্রযোজনা: মাশরেকুল আরেফিন

৩-০৫ ত্যাগের কবিতামালা: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আঞ্জুমান আরা কলি
প্রযোজনা: মো: নুরুল আবছার

৪-৩০ ঈদ উৎসবে নারীর অঙ্গন:
নারীদের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা: আতিকা ইসলাম রিতু
প্রযোজনা: মো: নুরুল আবছার

৫-৩৫ ত্যাগের সুরে ঈদ: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: তৌহিদুন্নবী প্রধান, ধারাবর্ণনা: তানিয়া আক্তার ও
এ এম তাসমিন আল বারী
সুর ও সংগীত পরিচালনা: কায়ছার আলী রুবেল
প্রযোজনা: মো: নুরুল আবছার

৬-১০ কুরবানির খুশির আড্ডা:
শ্রোতাদের অংশগ্রহণে বিশেষ আড্ডানুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মোস্তাক আহমেদ
উপস্থাপনা: মোস্তাক আহমদ ও জহুরা খাতুন
প্রযোজনা: মো: নুরুল আবছার

বাংলাদেশ বেতার রাঙ্গামাটি

প্রথম অধিবেশন

২-০৫ ত্যাগের আলোয় ঝর্ণাধারা: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: হাসান মাহমুদ মনজু
ধারাবর্ণনা: মো: কাওসার আহমেদ ও চৈতি ঘোষ
সুর ও সংগীত পরিচালনা: রনেশ্বর বড়ুয়া
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-০৫ ফিরে এলো ঈদ-উল-আজহা:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গীত রচনা ও গ্রন্থনা: মনির আহমেদ
উপস্থাপনা: তাসনিম সালেহ
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-৩৫ নারীর ঈদ: মহিলাদের অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: ইফফাত জাহান জুলি
দিবসভিত্তিক প্রসঙ্গ কথা-উপস্থাপক
ত্যাগ ও আত্মমহিমায় সমুজ্জ্বল ঈদ-উল-আজহা বিষয়ে
সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার প্রদান: শিরিন পারভীন ও রোকসানা আক্তার
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

৫-২০ বেতার বিবরণী: রাঙ্গামাটি অঞ্চলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের
উপর ভিত্তি করে মাঠ প্রতিবেদন সংগ্রহ
সংগ্রহে: মো: কাওসার আহমেদ

বাংলাদেশ বেতার কক্সবাজার

দ্বিতীয় অধিবেশন

১২-১০ আনন্দ প্রতিপ্রাণে: যুবদের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আফিফা ইয়াসের উলফা
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

১-১০ ঈদ আবাহন: কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সিরাজুল হক সিরাজ
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

২-০৫ খুশির আলো: শিশু কিশোরদের নিয়ে অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নুযহাত রহমান ওয়ারিশা
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

২-৩৫ সকলের তরে মোরা সবাই: গীতিনকশা
রচনা: খোরশেদুল আনোয়ার
সুর সংযোজনা: বাবুল ইসলাম
ধারাবর্ণনা: জ্যোস্না ইয়াসমিন ও কে এম সানাউল হক
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

৩-৩৫ সুভাশিত চারিদিক: বিশেষ নাটক
রচনা: মঈনুদ্দিন কোহেল
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান

প্রথম অধিবেশন

৭-৩০ খুশির বারতা:
ঈদের নির্বাচিত গান নিয়ে গ্রন্থিত গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: এ জেড এম আরফান হাবিব
উপস্থাপনা: মাহমুদা সুখী, প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৮-১০ কবিতায় ঈদ: বিশেষ কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: তাহিয়া রহমান
প্রযোজনা: আহাদ মোঃ সাঈদ হায়দার

৮-৩০ ঈদের খুশি সবার প্রাণে: ঈদের গানের অনুষ্ঠান

২য় অধিবেশন

বেলা

২-০৫ নারীর ঈদ: মহিলাদের জন্য বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
পবিত্র ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
কথক: তানজিনা খানম
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: হোসনে আরা খানম
প্রযোজনা: আহাদ মোঃ সাঈদ হায়দার

২-৪০ এলো খুশির ঈদ: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
পরিবেশনা: বান্দরবান শিশু একাডেমী
প্রযোজনা: আহাদ মোঃ সাঈদ হায়দার

৩-১০ ত্যাগ ও উৎসবের আনন্দ: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আবছার উদ্দিন অলি
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: সৈয়দুল হক
ধারাবর্ণনায়: নেসার আহমেদ জাকির ও জয়ন্তী চৌধুরী
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৩-৪০ খেত খামার:
কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিষয়ক উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান
পবিত্র ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
প্রযোজনা: আহাদ মোঃ সাঈদ হায়দার

৪-১০ ঈদ ভাবনা:
বিভিন্ন পেশা মানুষের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা, বহিঃরেকর্ডিং ও উপস্থাপনা: রিব্বানুল কবির
প্রযোজনা: আহাদ মোঃ সাঈদ হায়দার

৪-৩৫ কুরবানির এই দিনে:
তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
পবিত্র ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: হারুন অর রসিদ
প্রযোজনা: আহাদ মোঃ সাঈদ হায়দার

বাংলাদেশ বেতার কুমিল্লা

বেলা

২-৩০ ঈদ-উল-আজহা: ত্যাগ, তাকওয়া ও মানবতা
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মাওলানা মোশাররফ হোসাইন
অংশগ্রহণে: মাওলানা শাহজালাল সিরাজী ও
মাওলানা মনিরুল ইসলাম
প্রযোজনায়: কাজী মোঃ নুরুল করিম

বিকাল

৩-০৫ ঈদের গল্পগাথা: বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সজিয়া ইয়াসমিন
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

৩-৩০ রুপালি সুরে ঈদ আনন্দ: মুক্তিপ্রাপ্ত ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো: খায়রুল বাশার বাঁধন
প্রযোজনা: এ.এইচ.এম মেহেদি হাছান

৪-০৫ ঈদের সেই সকাল: বিশেষ নাটক
রচনা: মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
প্রযোজনা: সৈয়দ মো: বিলাল উদ্দিন

৪-৪০ খুদে তারার ঈদ:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নাজমুম নাহার পূর্ণি
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

৫-১০ কুরবানির বর্জ্য অপসারণ ও
কুরবানি পরবর্তী পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান:
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো. মহসিন মিজি
অংশগ্রহণ: ডা. মোহাম্মদ সামছুল আলম,
ডা. মো: আতিকুর রহমান মিঞা
প্রযোজনা: এ. এইচ. এম মেহেদি হাছান

৫-৩৫ নারীর ভাবনায় ঈদ:
নারীসমাজের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান:
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রোকসানা ইয়াসমিন মনি
প্রযোজনা: এ.এইচ.এম. মেহেদি হাছান

৬-০৫ ত্যাগের উৎসব: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: শফিকুল ইসলাম ভুঁইয়া (ঝিনুক)
সুর ও সংগীত পরিচালনা: এম এ কাইউম খান
প্রযোজনা: এ.এইচ.এম. মেহেদি হাছান

বাংলাদেশ বেতার গোপালগঞ্জ

এফ.এম ৯২.০ মেগাহার্জ
প্রথম অধিবেশন

সকাল

৯-৩৫ ত্যাগের তরে হৃদয় বাঁধি:
ঈদ-উল-আজহার গান নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সিফাত বিনতে জামান রাকা
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

১১-৩৫ কুরবানি বিটস: ব্যান্ড সংগীতের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ফারহান কবীর সিফাত
প্রযোজনা: ফয়সাল মাহমুদ

দ্বিতীয় অধিবেশন

বিকাল

৪-০৫ ঈদ-উল-আজহার শিক্ষা: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান

সঞ্চালনা: মাওলানা রুহুল আমীন
অংশগ্রহণ: আবু অবায়দা মো: মাস-উ-দুল হক,
ড. আবু সাঈদ মো: আবদুল্লাহ,
হাফেজ মাওলনা মুফতি আবু উবায়দা
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৫-১০ সিনে-সুর: জনপ্রিয় ছায়াছবির গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রুকাইয়া ইসলাম রূপা
প্রযোজনা: মইনুল ইসলাম

সন্ধ্যা

৬-৩৫ বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও ধারাবর্ণনা: মোজাম্মেল হোসেন মুন্না

বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৯-১৫ আনন্দ ঝংকার: তালিকাভুক্ত সংগীতশিল্পী ও
কথাবন্ধুদের অংশগ্রহণে গল্প, আড্ডা ও গানের বিশেষ অনুষ্ঠান
সম্পাদনা: মিয়া মাসুম আহমেদ, প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

১০-১৫ আনন্দ ধারা: পাঁচমিশালি গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ফওজিয়া রেজওয়ানা লনি
সম্পাদনা: মিয়া মাসুম আহমেদ, প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

১০-৩৫ ছন্দে আনন্দে: নির্বাচিত ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান

১১-০০ সুরের মোহনা: নির্বাচিত বাংলা গানের অনুষ্ঠানের বিশেষ পর্ব

২য় অধিবেশন

দুপুর

২-০৫ প্রিয় সুর: একই শিল্পীর নির্বাচিত গানের অনুষ্ঠান শিল্পী:
সানিয়া সুলতানা লিজা

২-৩৫ ঈদের খুশিতে: নির্বাচিত ব্যান্ডের গানের অনুষ্ঠান

বিকাল

৪-০৫ ব্রহ্মপুত্রের সুর: বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ কেন্দ্রের
তালিকাভুক্ত লোকসংগীত শিল্পীদের অংশগ্রহণে
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আঁখি আকবর রনি
সম্পাদনা: মিয়া মাসুম আহমেদ
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

৫-৪০ ঈদ আনন্দ:
ময়মনসিংহ অঞ্চলের নির্বাচিত পল্লিগীতির অনুষ্ঠান

সন্ধ্যা

৬-০৫ আনন্দ ঝংকার: তালিকাভুক্ত সংগীতশিল্পী ও কথাবন্ধুদের
অংশগ্রহণে গল্প, আড্ডা ও গানের বিশেষ অনুষ্ঠান
সম্পাদনা: মিয়া মাসুম আহমেদ
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

জনসংখ্যা স্বাস্থ্য পুষ্টি সেল

সকাল

১০-১৫ সুখের ঠিকানা: পবিত্র ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষ্যে উপস্থাপক
কর্তৃক আলোকপাত
সাক্ষাৎকার প্রদান: পুষ্টিবিদ মাহজাবীন আরজু
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: আজহারুল ইসলাম
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

বেলা

১১-৩০ স্বাস্থ্যই সুখের মূল: পবিত্র ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষ্যে
উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
সঞ্চালনা: ফারজানা সরকার
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শাহনাজ পারভীন
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

বিকেল

৪-০৫ এসো গড়ি ছোট পরিবার: পবিত্র ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষ্যে
উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত

আত্মদান: ঈদের বিশেষ নাটক
রচনা: মো: ফখরুল করিম
প্রযোজনা: আব্দুল আজিজ
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো: শাহীনুর রহমান
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

রাত

৮-১০ সুখী সংসার: পবিত্র ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষ্যে উপস্থাপক
কর্তৃক প্রাসঙ্গিক কথা
সাক্ষাৎকার প্রদান: শতাব্দী ওয়াদুদ
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: জান্নাতুল ফেরদৌস লিজা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো: শাহীনুর রহমান
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

সকাল

৯-৩০ ত্যাগের শিক্ষায় নাও দীক্ষা: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: সৈয়দ শফিউল আজম
সুর ও সংগীত পরিচালনা: ইবনে খালদুন রাজন
উপস্থাপনা: সুরাইয়া সুলতানা মনিরা ও মোঃ সাব্বির
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

বিকাল

৩-০০ আনন্দে-আনন্দে ঈদ: বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: লায়লা আরিয়ানি হোসেন
উপস্থাপনা: মো. ইসহাক ও লায়লা আরিয়ানি হোসেন
প্রযোজনা: মো. আহসান হাবীব

সন্ধ্যা

৬-০০ সুর ছন্দে ঈদ আনন্দ:
ঈদে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমার গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: সানাউল্লাহ রিয়াদ
উপস্থাপনা: সানজিদা আক্তার ও সানাউল্লাহ রিয়াদ
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

বহির্বিশ্ব সার্ভিস দপ্তর

রাত ১.১৫-২.০০ (ইউরোপ), ১০.৩০-১১.৩০ (মধ্যপ্রাচ্য)

ত্যাগের আলোয় ঈদ আনন্দ: ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: ড. তারিক মনজুর
উপস্থাপনা: জান্নাতুল ফেরদৌস তমা ও আহসান হাবিব বাপ্পি
প্রযোজনা: উম্মে ফারহানা হোসেন শিমু

External Service
The Spirit of Sacrifice:
Special Program on the Occasion of the holy Eid-ul-Azha
Talk: Sacrifice and Learning of Holy Eid-ul-Azha
By: A. Salam Khan, Director General, Islamic Foundation
Compiled by: Munshi Rafiqul Islam
Presented by: Taslima Omar
Produced by: Umma Farhana Hossain Shimu

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

সকাল

৬-৫০ কৃষি ও পরিবেশ ভিত্তিক অনুষ্ঠান: কৃষি সমাচার
পবিত্র ঈদ-উল-আজহা- ২০২৬ উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা:
উপস্থাপক
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শফিকুল ইসলাম বাহর
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

সন্ধ্যে

৬-০৫ সোনালী ফসল: আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
পবিত্র ঈদ-উল-আজহা- ২০২৬ উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
আসরের পরিচালক ও শিল্পীবৃন্দ
ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষ্যে নাটক: অন্তরে গাঁথা:
রচনা: নূর নাহার, প্রযোজনা: মো: মোশাররফ হোসেন
আসরের পরিচালক: মীর নাসির আহমেদ নিউটন
প্রযোজনা: রনিয়া সুলতানা

৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার: জাতীয় অনুষ্ঠান
পবিত্র ঈদ-উল-আজহা- ২০২৬ উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
আসরের পরিচালক ও শিল্পীবৃন্দ
পবিত্র ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান: ঈদ আড্ডা
অংশগ্রহণ: সোলায়মান খোকা, নাট্য অভিনেতা,
সঞ্চালনা: তনিমা করিম
আসর পরিচালনা: মুন্সী আবু হারুন টিটো
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

সকাল

১০-৩০ ঈদুজ্জোহার সুরধ্বনি:
গান নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান
গ্রন্থনা: তামান্না সিদ্দিকী
উপস্থাপনা: তামান্না সিদ্দিকী ও মোঃ ইসহাক আলী
প্রযোজনা: মৃন্ময় মন্ডল তুষার

বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ

প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার কেন্দ্র	সম্প্রচার/রিলে
বাংলা			
সকাল ৭-০০	২০ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সকাল ৯-০০	৫ মি.	ঢাকা	ঐ
সকাল ১০-০০	৫ মি.	ঢাকা	বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সকাল ১১-০০	৫ মি.	ঢাকা	ঠাকুরগাঁও, বরিশাল, কক্সবাজার, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
দুপুর ১২-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ২-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ৩-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, ঠাকুরগাঁও, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বিকাল ৪-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সন্ধ্যা ৬-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ৮-৩০	২০ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ১১-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল
রাত ১২-০০	৫ মি.	ঢাকা	
ইংরেজি			
সকাল ৮-০০	১০ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রাম
বেলা ১-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, রংপুর, সিলেট, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বিকাল ৫-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ৯-৩০	১০ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা
রাত ১২-০৫	৫ মি.	ঢাকা	

স্থানীয়/আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা প্রচারিত সংবাদ

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলা	সকাল ৮-১০	৫ মি.	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও
বাংলা	সকাল ৯-০৫	৫ মি.	ময়মনসিংহ
বাংলা	সকাল ৯-৩৫	৫ মি.	কক্সবাজার
বাংলা	সকাল ১০-০০	৫ মি.	খুলনা
বাংলা	সকাল ১০-০৫	৫ মি.	ময়মনসিংহ
বাংলা	সকাল ১১-০৫	৫ মি.	ঠাকুরগাঁও
বাংলা	দুপুর ১২-১০	৫ মি.	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, বান্দরবান
চাকমা	বেলা ১-০৫	৫ মি.	চট্টগ্রাম
বাংলা	বেলা ১-০৫	৫ মি.	সিলেট
বাংলা	বেলা ১-০৫	৫ মি.	রাঙ্গামাটি
মারমা	বেলা ১-১০	৫ মি.	চট্টগ্রাম
ত্রিপুরা	বেলা ১-১৫	৫ মি.	চট্টগ্রাম
বাংলা	বেলা ২-০৫	৫ মি.	রাজশাহী, রংপুর, ঠাকুরগাঁও
তঞ্চঙ্গা	বেলা ২-০৫	৫ মি.	বান্দরবান
ত্রিপুরা	বেলা ২-০৫	৫ মি.	রাঙ্গামাটি
ত্রিপুরা	বেলা ২-১০	৫ মি.	বান্দরবান
চাকমা	বেলা ২-১৫	৫ মি.	বান্দরবান
বাংলা	বেলা ২-২০	৫ মি.	চট্টগ্রাম
বাংলা	বেলা ২-৩০	৫ মি.	কক্সবাজার
মারমা	বেলা ৩-০৫	৫ মি.	বান্দরবান
বাংলা	বিকাল ৪-০৫	৫ মি.	রাজশাহী, খুলনা, বান্দরবান
চাকমা	বিকাল ৪-১৫	৫ মি.	রাঙ্গামাটি
মারমা	বিকাল ৪-২০	৫ মি.	রাঙ্গামাটি

স্থানীয়/আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা প্রচারিত সংবাদ

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
তঞ্চঙ্গা	বিকাল ৪-২৫	৫ মি.	রাঙ্গামাটি
বাংলা	বিকাল ৪-৩০	৫ মি.	গোপালগঞ্জ
ইংরেজি	বিকাল ৪-৩০	৫ মি.	কক্সবাজার
বাংলা	বিকাল ৫-১০	৫ মি.	বরিশাল
বাংলা	বিকাল ৫-৩০	৫ মি.	কুমিল্লা
ইংরেজি	সন্ধ্যা ৬-০৫	৫ মি.	চট্টগ্রাম, খুলনা
বাংলা	সন্ধ্যা ৬-০৫	৫ মি.	ঠাকুরগাঁও
বাংলা	সন্ধ্যা ৭-০০	৫ মি.	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, গোপালগঞ্জ
বাংলা	রাত ৮-০০	৫ মি.	ঠাকুরগাঁও

বিশেষ সংবাদ

প্রকৃতি	ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার কেন্দ্র	সম্প্রচার/রিলে
বাণিজ্যিক সংবাদ	বাংলা	বিকাল ৫-০৫	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ
খেলাধুলার সংবাদ	বাংলা	রাত ৮-০৫	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সার্ক সংবাদ (সোমবার)	বাংলা	সন্ধ্যা ৬-৩৫	৭.৫ মি.	ঢাকা	
	ইংরেজি	সন্ধ্যা ৬-৪৩	৭.৫ মি.	ঢাকা	
মনিটরিং সংবাদ (মঙ্গলবার)	বাংলা	রাত ১০-০০	৫ মি.	ঢাকা	
মনিটরিং সংবাদ (বুধবার)	ইংরেজি	রাত ১০-০০	৫ মি.	ঢাকা	

সংবাদ পরিক্রমা

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার দিন	প্রচার কেন্দ্র, সম্প্রচার/রিলে
বাংলা	সকাল ১১-০৫	১০ মি.	প্রতি শুক্রবার	ঢাকা
ইংরেজি	রাত ৯-৪৫	১০ মি.	প্রতি বৃহস্পতিবার	ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা

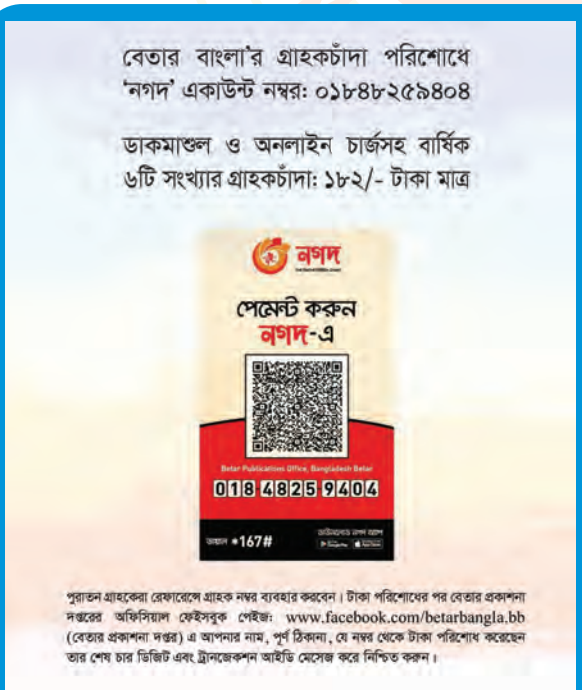

বেতারবাংলা'র
গ্রাহক হোন

বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্রের সম্প্রচার সময়সূচি

কেন্দ্র/ইউনিট	ট্রান্সমিটার		প্রচার সময়	স্থিতি (ঘণ্টা)	মন্তব্য
ঢাকা	ঢাকা-ক: ৬৯৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১২:১০	৬:১০	
			১৪:১৫ - ২৩:১৫	৯:০০	
			০৬:০০ - ১২:১০	৬:১০	
			১৪:১৫ - ২৩:১০	৮:৫৫	
			০০:০০ - ৩:০০	৩:০০	
	ঢাকা-গ: ১১৭০ কিলোহার্জ		১৫:০০ - ১৭:০০	২:০০	
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ		০৭:০০ - ১৯:০০	১২:০০	
	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		১৪:০০ - ২৩:০০	৯:০০	
	এফএম - ১০০ মেগাহার্জ	বিবিসি	০৬:০০ - ১২:০০	৬:০০	
		বিবিসি	১৭:০০ - ২৩:০০	৬:০০	
		নিশুতি	২৩.০০ - ৩:০০	৪:০০	
	এফএম - ১০২ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১২:১০	৬:১০	
			১৪:১৫ - ২৩:১০	৮:৫৫	
			০০:০০ - ৩:০০	৩:০০	
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ	এনএইচকে	২১:০০ - ২১:২০	০০:২০	
	এফএম - ১০৬ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১২:১০	৬:১০	
			১৪:১৫ - ২৩:১৫	৯:০০	
বাণিজ্যিক কার্যক্রম	এএম - ৬৩০ কিলোহার্জ		০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০	
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ		০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০	
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ		০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০	
ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৭:০০ - ২৩:০০	১৬:০০	
চট্টগ্রাম	এএম - ৮৭৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ১০৩ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
রাজশাহী	এএম - ৮৪৬ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০	
			১৪:০০ - ১৪:৩০	০০:৩০	
			১৬:০০ - ২৩:১২	৭:১২	
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
খুলনা	এএম - ৫৫৮ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	

কেন্দ্র/ইউনিট	ট্রান্সমিটার		প্রচার সময়	স্থিতি (ঘণ্টা)	মন্তব্য
খুলনা	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১৪:০৫	৮:০৫	যান্ত্রিক সমস্যার কারণে সম্প্রচার বন্ধ আছে
			১৪:০৫ - ১৪:৩০	০০:২৫	
			১৯:০০ - ২৩:১৫	৪:১৫	
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ		১৯:৩০ -২৩:১৫	৩:৪৫	
	এফএম - ১০২ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৪:৩০ - ২৩:১৫	৮:৪৫	
	এফএম - ১০০.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৪:৩০ - ২৩:১৫	৮:৪৫	
রংপুর	এএম - ১০৫৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ		১৯:৩০ - ২৩:০০	৩:৩০	
	এফএম - ১০৫.৬ মেগাহার্জ		১৪:০৫ - ১৪:৩০	০০:২৫	
			১৮:২০ - ২৩:০০	৪:৪০	
সিলেট	এএম - ৯৬৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ		০৭:০০ - ১০:০০	৩:০০	
			১৯:০০ - ২৩:০০	৪:০০	
	এফএম - ১০৫.২ মেগাহার্জ	এনএইচকে	২১:০০ - ২১:২০	০০:২০	
বরিশাল	এএম - ১২৮৭ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১১:১০	৫:১০	
			১৪:৫৫ - ১৫:৫৫	৮:২০	
			১৫:৫৫ - ২৩:১৫	৮:২০	
	এফএম - ১০৫.২ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১১:১০	৫:১০	
			১৩:৫৫ - ২৩:১৫	৯:২০	
ঠাকুরগাঁও	এএম - ৯৯৯ কিলোহার্জ		০৬:৩০ - ১১:১৫	৪:৪৫	
			১৪:০০ - ২৩:১৫	৯:১৫	
	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		০৬:৩০ - ১১:১৫	৪:৪৫	
			১৪:০০ - ২৩:১৫	৯:১৫	
রাঙ্গামাটি	এএম - ১১৬১ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৪:৫৫ - ২১:০০	৬:০৫	
	এফএম - ১০৩.২ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৩:৫৫ - ২১:০০	৭:০৫	
কক্সবাজার	এএম - ১৩১৪ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ২১:০০	১৫:০০	
	এফএম - ১০০.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ২১:০০	১৫:০০	

কেন্দ্র/ইউনিট	ট্রান্সমিটার		প্রচার সময়	স্থিতি (ঘণ্টা)	মন্তব্য
কুমিল্লা	এএম - ১৪১৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৪:৫৫ - ২৩:১৫	৮:২০	
	এফএম - ১০১.২ মেগাহার্জ		২১:০০ - ২১:৩০	০০:৩০	
	এফএম - ১০৩.৬ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৩:৫৫ - ২৩:১৫	৯:২০	
বান্দরবান	এএম - ১৪৩১ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৪:৫৫ - ২১:০০	৬:০৫	
	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৩:৫৫ - ২১:০০	৭:০৫	
গোপালগঞ্জ	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		০৮:০০ - ১১:০০	৩:০০	
			১৪:০০ - ২১:০০	৭:০০	
ময়মনসিংহ	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		০৮:০০ - ১:০০	৫:০০	
			১৪:০০ - ২১:০০	৭:০০	
বহির্বিশ্ব কার্যক্রম (শর্টওয়েভ)	ফ্রিকোয়েন্সি ৪৭৫০ কিলোহার্জ	ইংরেজি	১৮:৩০ - ১৯:০০	০০:৩০	
		নেপালি	১৯:১৫ - ১৯:৪৫	০০:৩০	
		হিন্দি	২১:১৫ - ২১:৪৫	০০:৩০	
		আরবি	২২:০০ - ২২:৩০	০০:৩০	
		বাংলা	২২:৩০ - ২৩:৩০	১:০০	
		ইংরেজি	২৩:৪৫ - ০১:০০	১:১৫	
		বাংলা	০১:১৫ - ০২:০০	০০:৪৫	

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ

(সময়কাল: ২৬/০২/২০২৬ - ২৫/০৩/২০২৬)

১. বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র হতে একযোগে সরাসরি (লাইভ)/সংবাদ প্রবাহ অনুষ্ঠানে (সকল কেন্দ্র) প্রচারিত ভাষণসমূহ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি

প্রচারের তারিখ	স্থান	প্রদত্ত ভাষণের বিষয়বস্তু
০৬/০৩/২০২৬	ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন	জাতীয় পাট দিবস/২০২৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান
১২/০৩/২০২৬	জাতীয় সংসদ	ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
২১/০৩/২০২৬	বঙ্গভবন দরবার হল	পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

প্রচারের তারিখ	স্থান	প্রদত্ত ভাষণের বিষয়বস্তু
২৬/০২/২০২৬	ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন	একুশে পদক/২০২৬ প্রদান অনুষ্ঠানে
২৬/০২/২০২৬	বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ	বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অমর একুশে বইমেলা/২০২৬ উদ্বোধন
২৮/০২/২০২৬	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তাঁর নিজ দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা/নির্দেশনা
১০/০৩/২০২৬	কড়াইল বস্তি সংলগ্ন টিঅ্যান্ডটি মাঠ	ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন
১৪/০৩/২০২৬	ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন	মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম ও অন্যান্য ধর্মীয় উপসনালয়ের প্রধানগণের জন্য মাসিক সম্মানি ভাতা প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন
১৬/০৩/২০২৬	কাহারোল, দিনাজপুর	দেশব্যাপী নদী-নালা-খাল-জলাধার খনন ও পুনঃখনন কর্মসূচির উদ্বোধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্বোধন
১৬/০৩/২০২৬	গোর-এ-শহিদ বড় ময়দান, দিনাজপুর	গোর-এ-শহিদ বড় ময়দানে সুধী সমাবেশে ও ইফতার মাহফিল
২১/০৩/২০২৬	রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা	পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে সর্বস্তরের জনগণের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়

মাননীয় মন্ত্রীবর্গ

মাননীয় মন্ত্রী	তারিখ ও স্থান	প্রদত্ত ভাষণের বিষয়বস্তু
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী	২৭/০২/২০২৬ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ	অমর একুশে বইমেলা/২০২৬ উদ্বোধন অনুষ্ঠান
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী	২৮/০২/২০২৬ দৈনিক প্রথম আলো ভবন	দৈনিক প্রথম আলোর কার্যালয় পরিদর্শন
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী	০২/০৩/২০২৬ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বৈঠক শেষে ব্রিফিং
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী	০৩/০৩/২০২৬ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	সাংবাদিকদের নিরাপত্তা পাশ বিষয়ে ব্রিফিং
পানিসম্পদ মন্ত্রী	০৩/০৩/২০২৬ গাজীপুর	খাল খনন কর্মসূচি পরিদর্শন
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী	০৪/০৩/২০২৬ বাংলাদেশ সচিবালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সংক্রান্ত সেলের সভা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী	০৪/০৩/২০২৬ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী	০৬/০৩/২০২৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন	আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠান

মাননীয় মন্ত্রীবর্গ

মাননীয় মন্ত্রী	তারিখ ও স্থান	প্রদত্ত ভাষণের বিষয়বস্তু
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রী	০৭/০৩/২০২৬ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী	০৯/০৩/২০২৬ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ	বাংলাদেশ সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র মায়ের ডাক নির্মাণ শুভযাত্রা অনুষ্ঠান
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী	১০/০৩/২০২৬ বাংলাদেশ সচিবালয়	জাকাত ব্যবস্থাপনা নিয়ে ওলামা মাশায়েখদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী	১০/০৩/২০২৬ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা	জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ সরকারের সাফল্য, প্রতিশ্রুতি ও জনপ্রত্যাশা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী	১৩/০৩/২০২৬ ঢাকা লেডিস ক্লাব	কোয়াব আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিল
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী	১৪/০৩/২০২৬ জাতীয় সংসদ ভবন	ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের কার্য উপদেষ্টা কমিটির প্রথম বৈঠক
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী	১৪/০৩/২০২৬ সিংগাইর, মানিকগঞ্জ	সিংগাইর ইপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন
অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী পরিবেশ, বন ও জলবায়ূ পরিবর্তন মন্ত্রী বানিজ্য মন্ত্রী	১৬/০৩/২০২৬ নিজ এলাকা	খাল খনন কর্মসূচির উদ্বোধনকালে বক্তব্য
সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং রেলপথ ও নৌপরিবহন মন্ত্রী	১৭/০৩/২০২৬ কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে	ঈদযাত্রা নিরাপদ স্বস্তিদায়ক ও নির্বিঘ্ন করতে সরকারের নানামূখী উদ্যোগ এবং ঈদ উদ্‌যাপনের বিভিন্ন প্রস্তুতি নিয়ে ব্রিফিং
কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী	২২/০৩/২০২৬ কুমিল্লা	কুমিল্লায় ট্রেন-বাস দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী	নিজ নিজ নির্বাচনি এলাকা	ঈদের ছুটিতে মন্ত্রীদের ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়সূচক বক্তব্য
যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী	০২/০৩/২০২৬ মিরপুর, ঢাকা	মিরপুরে প্যারিস খাল পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের উদ্বোধন
তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী	০৩/০৩/২০২৬ গুলশান ক্লাব, ঢাকা	কোরআন তেলায়াত প্রতিযোগিতা/২০২৬ এর গ্রান্ড ফাইনাল অনুষ্ঠান
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী	০৩/০৩/২০২৬ সিলেট	সিলেট সিটি কর্পোরেশন পরির্দশন
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী	০৭/০৩/২০২৬ সিরডাপ মিলনায়তন, ঢাকা	বাংলাদেশ সর্বজনীন স্বাস্থ্যের পথে শীর্ষক সংলাপ
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী	১১/০৩/২০২৬ বাংলাদেশ সচিবালয়	বাংলাদেশস্থ চীনা রাষ্ট্রদূতের সাথে বৈঠক

২. প্রতিদিনের সংসদ অধিবেশন সরাসরি প্রচার:

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের কার্যক্রম জাতীয় সংসদ ভবন থেকে প্রতিদিন সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে।

৩. সংবাদ

বাংলাদেশ বেতার হতে প্রতিদিন জাতীয়ভাবে ২০ মিনিট স্থিতির ০২টি প্রধান বাংলা সংবাদ এবং ১০ মিনিট স্থিতির ০২টি প্রধান ইংরেজি সংবাদ প্রচার করা হয়। সেইসাথে জাতীয়ভাবে ০৫ মিনিট স্থিতির ১০টি বাংলা এবং ০৩টি ইংরেজি বুলেটিন প্রচারিত হয়। বেতারের আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো হতে বাংলায় ৩৭টি ০৫ মিনিটের স্থানীয় সংবাদ বুলেটিন, ইংরেজিতে ০৫ মিনিট স্থিতির ০৩টি সংবাদ বুলেটিন এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলো হতে ১১টি ০৫ মিনিট স্থিতির স্থানীয় সংবাদ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও তঞ্চঙ্গা ভাষায় প্রতিদিন প্রচার করা হয়।

৪. বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্র হতে প্রচারিত অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ:

- এসডিজি বিষয়ক এবং সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান করা হয়েছে।
- মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৬ উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান 'পলাশ রাঙা একুশ', স্বাধীনতার মাস মার্চ ২০২৬ উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে', পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান 'রমজানুল মোবারক' প্রচারিত হয়েছে।
- পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে তিন দিন ব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠানমালা– আনন্দ ধ্বনি, চাঁদের পালকি, ঈদ আড্ডা এবং বিশেষ নাটক প্রচারিত হয়েছে
- বাংলাদেশ বেতারে জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান– 'মহানগর' (ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান), 'দর্পণ' (জাতীয় ঐতিহ্য, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক), 'উত্তরণ' (শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ) নিয়মিতভাবে প্রচারিত হয়েছে।
- গণহত্যা দিবস-২০২৬ ও বিশ্ব আবহাওয়া দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে।
- এছাড়া ডায়রিয়া, কলেরা ও ডেঙ্গুজ্বর, সিআইডি বাংলাদেশ কর্তৃক সরবরাহকৃত নিখোঁজ সংবাদ, নারী ও শিশু পাচার রোধ, নারী ও যুবসমাজের উন্নয়ন, যৌতুক বিরোধী প্রচারণা, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও পাচাররোধ, হাম, যক্ষ্মা, স্যানিটেশন, জন্মনিবন্ধন, ভিটামিন-এ ক্যাপসুল, দুর্নীতি দমন, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, বিশুদ্ধ পানি, বিদ্যুৎ অপচয় রোধ, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের পুনর্বাসন, নারী ও শিশু অধিকার, প্রাথমিক শিক্ষা, গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য, দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য নাটিকা/জীবন্তিকা এবং অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাকে জিঙ্গেল, স্লোগান, গান ও স্পট নিয়মিতভবে প্রচার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বেতারের শ্রোতা সম্পৃক্ততার সংক্ষিপ্ত চিত্র (মার্চ ২০২৬)

বাংলাদেশ বেতারের শ্রোতাপ্রিয়তা প্রতিবেদন অনুযায়ী মার্চ/২০২৬ মাসে প্রচলিত মাধ্যমে (চিঠি, ফোন, ইমেইল এবং এসএমএস) প্রাপ্ত ফিডব্যাকের সংখ্যা ১,২০,৬০৯টি এবং নিউ মিডিয়ায় (ফেসবুক ফলোয়ার/কনটেন্ট লাইক/কমেন্ট/শেয়ার/ভিউ এবং ইউটিউব সাবস্ক্রাইবার/কনটেন্ট ভিউ) প্রাপ্ত মোট ফিডব্যাকের সংখ্যা ৩,৩৩,৪৪,০২৩।

দাপ্তরিকভাবে সাম্প্রতিক সময়ে শুরু হওয়া সোশ্যাল মিডিয়া কার্যক্রমের মধ্যে মার্চ/২০২৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র ও ইউনিটের ফেসবুক পেজের মোট ফলোয়ারের সংখ্যা ১৩,৪২,৭৮৮ জন এবং বাংলাদেশ বেতার থেকে মার্চ/২০২৬ মাসে মোট ৩,৮৯৫ কনটেন্ট ফেসবুকে আপলোড করা হয়েছে, যা বিশ্বের ২,৬৯,৬৬,০৫৯ জনের কাছে পৌঁছে গিয়েছে (পোস্ট রিচ)। ফেইসবুকের কনটেন্টসমূহে ১১,৪৭,৪০৩ লাইক ও ৪৬,৯৪৮ কমেন্ট পাওয়া গিয়েছে এবং কনটেন্টসমূহ ৩৫,৭৫১ বার শেয়ার ও ২,৯৬,৫৪,৯৬৫ বার ভিউ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র ও ইউনিটের ইউটিউব চ্যানেলে মার্চ/২০২৬ মাসে মোট সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা ১,৬২,৫০১ জন এবং মার্চ/২০২৬-এ মোট ১,৮৯৫টি কনটেন্ট বাংলাদেশ বেতারের ইউটিউব চ্যানেলসমূহে আপলোড করা হয়েছে। ইউটিউব কনটেন্টসমূহ ৯,৫৩,৬৬৭ বার ভিউ করা হয়েছে এবং ওয়াচ টাইম ১০,৩১১.৩ ঘণ্টা।

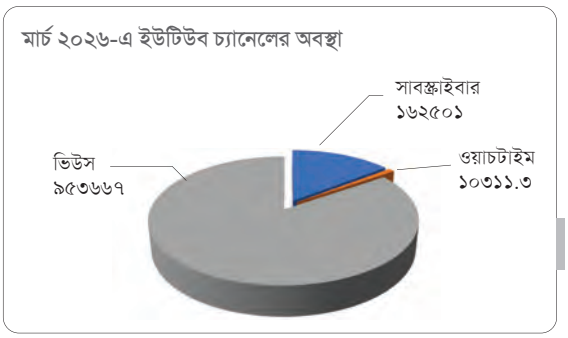

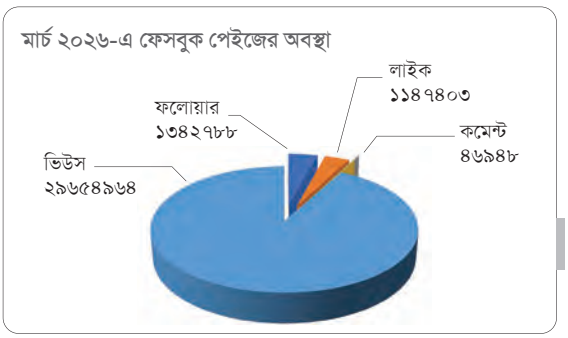

এছাড়াও, মার্চ/২০২৬ মাসে ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করে অনুষ্ঠান শুনেছেন ৪,৭৪,৪২৭ জন শ্রোতা।

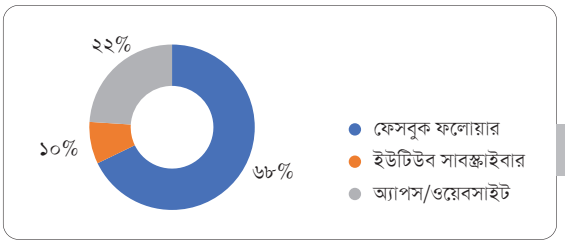

১। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ/২০২৬-এ প্রাপ্ত ফিডব্যাকের তুলনামূলক চিত্র

নিউ মিডিয়ায় প্রাপ্ত ফিডব্যাক

ক্রম	ফিডব্যাকের মাধ্যম		ফেব্রুয়ারি ২০২৬	মার্চ ২০২৬	হ্রাস/বৃদ্ধি	মন্তব্য
১.	ফেসবুক পেইজ	ফলোয়ার	১৩,২৬,১০৫	১৩,৪২,৭৮৮	বৃদ্ধি পেয়েছে	
২.		লাইক	৯,৮৬,২৮৬	১১,৪৭,৪০৩	বৃদ্ধি পেয়েছে	
৩.		কমেন্ট	৪৯,৭৪৯	৪৬,৯৪৮	হ্রাস পেয়েছে	
৪.		শেয়ার	১,১৫,৬৫৬	৩৫,৭৫১	হ্রাস পেয়েছে	
৫.		ভিউস	৩,০৯,৫৮,০৮৩	২,৯৬,৫৪,৯৬৪	হ্রাস পেয়েছে	
৬.	ইউটিউব	সাবস্ক্রাইবার	১,৮২,৫১৫	১,৬২,৫০১	হ্রাস পেয়েছে	
৭.		ওয়াচটাইম	২,৬০৫.৬	১০,৩১১.৩	বৃদ্ধি পেয়েছে	
৮.		ভিউস	৩৯,৮০,৬৪২	৯,৫৩,৬৬৭	হ্রাস পেয়েছে	
৯.	অ্যাপস/ওয়েবসাইট ব্যবহারকারী		৩,০০,৬৪১	৪,৭৪,৪২৭	বৃদ্ধি পেয়েছে	
	মোট		৩,৭৯,০২,২৮২.৬	৩,৩৮,২৮,৭৬০.৩	হ্রাস পেয়েছে	

বেতার সংবাদ

বেতার বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২৬-এর শুভ উদ্বোধন

'যুক্তিতে গড়ি বাংলাদেশ' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ০৪ মে ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ বেতার এর উদ্যোগে আয়োজিত বেতার বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২৬-এর শুভ উদ্বোধন করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন, এমপি। এ সময় তিনি আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ বেতার পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশ বেতার ঢাকার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এই বেতার বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২৬-এর প্রথম রাউন্ডে অংশগ্রহণ করেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ এর বিতার্কিকরা। বিতর্ক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ন্যাশনাল ডিবেট ফাউন্ডেশনের সভাপতি একেএম শোয়েব।

উদ্বোধনী দিনে বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল-'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অত্যধিক ব্যবহারই পারিবারিক বন্ধনকে শিথিল করছে', যা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং শিক্ষণীয় বলে মন্তব্য করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন, এমপি। তিনি সকল ক্ষেত্রে আমিত্ব ঝেড়ে ফেলে যুক্তির বাংলাদেশ গড়তে সকলকে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক জনাব এ এস এম জাহীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বিতর্ক প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বেতারের সর্বস্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, ঢাকার কয়েকটি কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ ও সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ পরিদর্শন করেন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব

গত ৪ এপ্রিল, ২০২৫ শনিবার বেলা ১১টায় বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ পরিদর্শন করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা। এ সময় তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছায় স্বাগত জানান বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এ এস এম জাহীদ।

পরিদর্শনকালে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহের কর্মকর্তা, কর্মচারিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুল জলিল, জেলা পর্যায়ে আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. মনিরুজ্জামান, বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহের আঞ্চলিক পরিচালক মো. আল আমিন খান, মোঃ রাফিউল করিম, আঞ্চলিক প্রকৌশলী মোঃ আবু সায়েদ, উপবার্তা নিয়ন্ত্রক, জিন্নাত আরজু মুক্তাসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ বেতারে বার্ষিক বাজেট সমাপনী ও সমর্পণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকার প্রশিক্ষণকক্ষে বার্ষিক বাজেট সমাপনী ও সমর্পণ-বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় প্রধান সম্পদ ব্যক্তি হিসেবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার) জনাব মো. ইয়াসীন উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক জনাব এ এস এম জাহীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান প্রকৌশলী জনাব মুনির আহমেদ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) জনাব শাহনাজ বেগম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা) জনাব শরিফুল কাদের, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব মো. রুবাইয়াত শামীম চৌধুরীসহ অনুষ্ঠান, বার্তা ও সংবাদ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে অর্থ বিভাগের উপসচিব (বাজেট-৮) জনাব আবদুল মন্নান, বাংলাদেশ বেতারের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম দায়িত্ব পালন করেন।

এই কর্মশালায় সরকারের আয়-ব্যয়ের বিভিন্ন দিক, বাজেট প্রণয়নের পদ্ধতি, বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে বরাদ্দকৃত বাজেট সংকোচনের সরকারি নির্দেশনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

বাংলাদেশ বেতারের সাবেক উপপরিচালক আবু নওশেরের ইন্তেকাল

বাংলাদেশ বেতারের সাবেক উপপরিচালক আবু নওশের গত ৩০ এপ্রিল ২০২৬ খ্রি. তারিখে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের লালমাটিয়ায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি এক ছেলে, এক মেয়ে এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে আবু নওশের একজন সম্মুখ সারির "শব্দসৈনিক" হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আবু নওশের মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাথে যুক্ত হন। তিনি এই বেতার কেন্দ্রের একজন নিয়মিত শিল্পী ও উপস্থাপক ছিলেন। তিনি বেতারের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশাত্মবোধক গান, নাটিকা ও কথিকা প্রচার করে রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেন। কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ বেতারের অসংখ্য জনপ্রিয় নাটকের প্রযোজক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার ও

নাট্যাভিনেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি রাজশাহীর পবায়। সাবেক নির্বাচন কমিশনার জনাব আবু হেনা তাঁর বড় ভাই।

গত ১ মে ২০২৬, শুক্রবার সকালে বাংলাদেশ বেতারের আগারগাঁও কার্যালয়ে বেলা ১১টায় তাঁর জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় সহকর্মী, শুভানুধ্যায়ী ও সংস্কৃতি অঙ্গনের বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত থেকে তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বাংলাদেশ বেতার মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

বেতার অ্যালবাম

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপনকে বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রামে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন মহাপরিচালক এ এস এম জাহীদ এবং পরিচালক মাহফুজুল হক

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব জহির উদ্দিন স্বপনকে বাংলাদেশ বেতার বরিশালের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

বেতার বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২৬-এর উদ্বোধনী দিনের বিতর্কের বিজয়ীদের হাতে সনদ তুলে দিচ্ছেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এ এস এম জাহীদ

বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তর আয়োজিত বার্ষিক বাজেট সমাপনী ও সমর্পণ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) রুবাইয়াত শামিম চৌধুরী

বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিতর্ক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান 'আমরাই সেরা'-এর ফাইনাল রাউন্ড

বাংলাদেশ বেতার ঢাকায় গানের রেকর্ডিং শেষে জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী রিজিয়া পারভিন, রাজিব, সাব্বির জামান এবং গীতিকার হোসনেয়ারা জলি

বাণিজ্যিক কার্যক্রমে একটি আধুনিক গানের রেকর্ডিং শেষে বাঁ দিক থেকে সুরকার সংগীত পরিচালক মো: সাদেক আলী, কণ্ঠশিল্পী কোনাল, গীতিকার হাবিবুর রহমান এবং গীতিকার ফখরুল করিম

জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী জানিতা আহমেদ ঝিলিক সাক্ষাৎকার প্রদান করছেন বাণিজ্যিক কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতার ঢাকার 'একান্ত ভুবন' অনুষ্ঠানে। সাক্ষাৎকার গ্রহণে– তানিয়া সুলতানা

পহেলা বৈশাখ

বছর ঘুরে আবার এসেছে বৈশাখ বাঙালির ঘরে
পুরোনো সকল গ্লানি মুছে দিয়ে নতুনত্ব রাখি ধরে,
এটা শুধু দিন নয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের মিলনমেলা
কৃষিভিত্তিক বাংলার অর্থনৈতিক পরিবর্তন খেলা।

গ্রামে-গঞ্জে-নগরে ব্যবসায়ী হিসাবের হালখাতায়
ভুলগুলো শুধরে তাই শান্তি খোঁজে পাতায় পাতায়,
মোগল সম্রাট আকবর খাজনা আদায়ে দিল মন
কৃষক ব্যবসায়ী ও জনতার জন্য শুরু বাংলা সন।

নতুন করে সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি কামনায় শুভ নববর্ষ
বৈশাখের বর্ণিল উৎসবে মেতেছে দেশ, চলছে হর্ষ,
পান্তা-ইলিশের মুখরোচক খাবারে পহেলা বৈশাখ
মেলায় বসে লোকজ সংস্কৃতি, আরো বাজে শাঁখ।

এসো তবে সবাই মিলে গড়ি সোনার বাংলাদেশ
সবুজ শ্যামল এ বাংলা আমার সাজাই অবশেষ।

মোর্শেদা মৌ
বরগুনা সদর, বরগুনা

রঙিন বৈশাখ

গগনে গগনে ওই শোনো কার ডাক
রং লেগেছে ভুবনে এলো রে বৈশাখ।
চৈত্রের খরা শেষে ধুলো ওড়া গায়
রঙিন বৈশাখী সাজ আজ দেখা যায়

বটতলাতে বসেছে রঙের মেলা
মাটির পুতুল আর নাগরদোলার খেলা।
খই-মুড়কি আর বাতাসা সাজিয়ে
ঢাক-ঢোল কাঁসর সব উঠছে রে বাজিয়ে।

নীল আকাশে সাদা মেঘের ওড়ে নিশান
মাঠে মাঠে গান গায় মেঠো এই কিষান।
কৃষ্ণচূড়ার লাল রঙে ওই আকাশ রাঙা
পুরোনো দিনের সব আলস্য আজ ভাঙা।

হালখাতার লাল মলাট হাসে দোকানে
মিষ্টির সুবাস ভাসে দক্ষিণা পবনে।
কাঁচা আমের গন্ধে মাতে ছোটদের দল
ঝড় এলে হুড়োহুড়ি কী যে কোলাহল!

রং লেগেছে মনে আর সবুজ পাতায়
নতুন স্বপ্ন আজ লিখি নতুনের খাতায়।
মুছে যাক যত সব জরাজীর্ণ কালি
বৈশাখের রঙে ভরো প্রাণেরই ডালি।

শামীম আকন্দ
কালীগঞ্জ, গাজীপুর

সুজনের কোরবানি ঈদ

জন্মের পরে বাবার মুখ দেখেনি সুজন। মায়ের মুখটা আবছা চোখে ভাসে। মায়ের হাত ধরে এ শহরে এসেছে সেটাও মনে আছে। হঠাৎ করে একদিন মাকেও সে দেখতে পায় না। কেন, কী হয়েছে, কোন কারণে মা হারিয়ে গেছে– তাও সে জানে না। ফুটপাতে আরো যারা আছে দিনে তাদের সঙ্গে খেলা করে; রাতে যেখানে খুশি সেখানে ঘুমিয়ে যায়। মানুষের কাছে হাত পেতে কিছু পেলে খায়, না হয় উপোস থাকে। এভাবেই সময় গড়িয়ে যায়। এই কদিন শহরের পরিবেশটা ভিন্ন রকম। চিরচেনা রূপ থেকে একটু আলাদা। সামনে কোরবানি ঈদ, হয়তো তাই। সুজন দুচোখ দিয়ে শুধু দেখে। ঈদ আসছে এই ভেবে একটু খুশি হলেও, পরক্ষণেই আবার বেজার হয়ে যায়। মনে মনে ভাবে, যার পৃথিবীতে কেউ নেই তার আবার কীসের ঈদ! তবুও ঈদ এলে ভিন্ন রকম একটা পরিবেশ হয়, সামান্য কিছু খাওয়াদাওয়া হয়, আর ভিক্ষার পরিমাণও বেড়ে যায়।

আজ সকাল হতেই শহর মেতে ওঠে কোরবানির আনন্দে। চারদিকে নতুন জামা পরে মানুষ ঘোরাঘুরি করছে। গরুর হাঁকডাক, আর মানুষের ব্যস্ততা। কিন্তু ফুটপাতের শিশু সুজনের জন্য দিনটা শুরু হয় অন্য রকম। বয়স দশ-এগারো বছর, হাতে পুরোনো একটি পলিথিনের ব্যাগ, পাশে তার ছোট বন্ধু রনি। ঈদ মানে তার কাছে শুধুই ভিক্ষা করার সুবর্ণ সময়। বাড়ি ফেরা নেই, নতুন জামা নেই, নেই মায়ের হাতের পায়েস। তবে ঈদের দিনে মানুষের মন নরম হয়, ভিক্ষা দেওয়ার হার বেড়ে যায়। এই প্রত্যাশায় সুজন সকালেই বেরিয়ে পড়ল। সারা শহর যেন এক মেলায় পরিণত হয়েছে। গলির পর গলি কোরবানির পশুতে ঠাসা। সুজন আর রনি পশুগুলো দেখতে দেখতে গলির ভেতরে এগোতে থাকে। এক জায়গায় একটি গরু ছিল বিশাল বড়, তার গলায় ফুলের মালা, শিঙে রং করা। সুজনের ইচ্ছে করে ওটাকে ছুঁয়ে দেখবে। কিন্তু পাহারাদার তেড়ে আসে 'সরে যা, ওই দিকে যা!'

এই বলে তাড়িয়ে দিয়েছে, সুজনের মনটা খারাপ হয়ে যায়। কেন যে এই পৃথিবীতে কারো বাসা থাকে, কারো থাকে না, কারো জন্য গরু কোরবানি হয়, কারো জন্য হয় না– সে বুঝতে পারে না।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নামাজিরা আসতে শুরু করে এবং কোরবানি শুরু হয়ে যায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে রক্তের গন্ধ। সুজন এগুলো দেখে অভ্যস্ত, তবুও চোখ ফিরিয়ে নেয়। সে আর রনি ভিক্ষা করতে থাকে। কেউ টাকা দেয়, কেউ দেয় না। তবুও দুজন মিলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এক জায়গায় এক ভদ্রলোক তাদের ডেকে দুটো প্যাকেট তুলে দেন। সুজনের মুখে হাসি ফোটে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। পেটে খিদে পেয়েছে কিন্তু খাবার এখনো জোটেনি তবুও তারা হাঁটছে। এক পাড়ায় গিয়ে দেখে, এক বড় বাড়ির আঙিনায় কোরবানি শেষ। গরুর মাংস ভাগ হচ্ছে। বাড়ির কর্তা তাদের দেখে কাছে ডাকেন, সুজন এগোতে ভয় পায়। এত বড় বাড়ি, এত লোক। কিন্তু খিদের তাড়নায় রনিকে নিয়ে এগিয়ে যায়। বাড়ির কর্তা নিজের হাতে দুটো প্লেটে মাংস আর ভাত দিয়ে দেন। সুজন প্রথমে অবাক হয়, কেউ কি তাদের এভাবে খেতে দেয়? দুজনে ভয়ে ভয়ে প্লেট দুটো হাতে নেয় এবং বাড়ির সামনে বসেই পেট ভরে খায়। খাওয়ার পর বাড়ির ভেতর থেকে এসে ছোট মেয়েটি তাদের হাতে দিল দুটো টি-শার্ট। বাবা মেয়ে মিলে মাপ দিয়ে দেখছিল দুজনের গায়ে টি-শার্টগুলো লাগে কি না। সুজনের চোখে পানি চলে আসে। শুধু খাবারের জন্য নয়, এই প্রথম তাদের মনে হলো, কেউ তাদের মানুষ মনে করছে। শুধু ভিক্ষুক নয়।

সন্ধ্যা নামলে সুজন আর রনি ফুটপাতে ফিরে আসে। কিন্তু আজ সুজনের মনটা অন্য রকম। সে বুঝতে পারে, কোরবানি শুধু পশু জবাই নয়, কোরবানি হলো নিজের সুখ অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া। যে বাড়ির মানুষটা তাদের ডেকে খাওয়াল, তিনিই আসলে সত্যিকারের কোরবানি দিলেন, নিজের সচ্ছলতার অহংকারটা কোরবানি দিলেন।

রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে সুজন আপন মনে ভাবতে লাগল। আরেকটি সিদ্ধান্ত নিল যদি কোনদিন সে বড় হয়ে মানুষের মতো কোরবানি দিতে পারে। তাহলে এভাবেই সবাইকে ডেকে খাওয়াবে। আর বড় হওয়ার পর আর কাউকে ফুটপাতে ঘুমাতে দেবে না ভেবে ভেবে ঘুমিয়ে পড়ে সুজন। রনিও টি-শার্টটা ভালো করে ভাঁজ করে মাথার নিচে রাখে। এটাই তার আজকের ঈদের জামা। চোখ বন্ধ করে শুধু ভাবে– কালও হয়তো আবার ভিক্ষায় যেতে হবে, রাস্তায় ঘুরতে হবে। কিন্তু আজকের দিনটা সে বুকে জমা রাখবে। মানুষের দেওয়া ভালোবাসা সে কখনো ভুলবে না।

কুলসুম বিবি
লালবাগ, ঢাকা-১২১১

আমার দেশ

সবুজ মাঠে ধানের চারা
সজীব করে প্রাণ
বাগ-বাগিচায় হাজার ফুল
ছড়ায় মধুর ঘ্রাণ।

ময়না শালিক দোয়েল টিয়া
রং-বেরঙের পাখি
গাছের ডালে পাতার ফাঁকে
করে ডাকাডাকি।

দিঘির জলে হাঁসের ছানা
নিত্য করে খেলা
পথের বাঁকে ঘাসের বনে
ঘাস ফড়িংয়ের মেলা।

শ্যামল ছায়ার মায়ায় ঘেরা
বড় মধুর পরিবেশ
হৃদয় জুড়ে সুখের ছবি–
আমার বাংলাদেশ।

দেলওয়ার বিন রশিদ
দক্ষিণ বনশ্রী, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯

নিদাঘের রুদ্ররূপ!

বৈশাখ মাসে এসে নিদাঘের এ কী রূপ!
চারিদিকে লেলিহান আগুনের জ্বলে ধূপ।
সূর্যের উত্তাপ বেড়ে চলে দিনে দিন,
নেই কোনো সজীবতা লাগে সবি প্রাণহীন।

মাঠঘাট চৌচির দেখা নেই বৃষ্টির,
রোদ্রের ঝলকে যে নিষ্প্রভ দৃষ্টির।
পথিকেরা গাছ ছায়ে বসে করে হাঁসফাঁস,
ছাতি ফাটে তেষ্টায় সুখটুক হয় নাশ!

লু-হাওয়া বয়ে যেন দরদর ঝরে ঘাম,
কৃষকেরা দিশেহারা কাজে গেলে পুড়ে চাম।
তরুরাজি ছারখার আকাশেতে নেই মেঘ,
প্রাণিকুলে হাহাকার বেড়ে গেছে উদ্বেগ!

রুদ্রের মূর্তিতে ধেয়ে আসে ধূলিঝড়,
বৃষ্টিহীন বায়ুতে কেঁপে ওঠে বাড়িঘর।
বজ্রের তাণ্ডবে জনমন শঙ্কায়,
মরণের সুর বুঝি বাজিতেছে ডঙ্কায়!

সবিনয়ে কৃপা চাই দাও প্রভু বর্ষণ!
বাঁচিবার তরে সবে করি জমি কর্ষণ।
বিষাদের ছায়া ভুলে ফসলের করি চাষ,
ধরাপরে যারা আছি করি যাতে সুখে বাস।

আসাদুজ্জামান খান মুকুল
হেমগঞ্জ বাজার, নান্দাইল, ময়মনসিংহ

আমরা শ্রমিক

আমরা শ্রমিক সদা উড়াই উন্নয়নের পাল,
দিবানিশি খেটে মরি, আমাদের নাই হাল।

আমরা গরিব, চাষাভুষা, অভাব বারো মাস,
খোলা মাঠে রোদে পোড়ে ফসল করি চাষ।

আমরা চাকর, কর্তাবাবুর আদেশ মেনে পার,
চুন থেকে পান খসলে আহা পিঠে পড়ে মার!

আমরা মজুর, ভবন গড়ি, নিজের কিছু নাই,
ইট-পাথরের এই শহরে গাছের তলায় ঠাঁই।

আমরা মুচি, আমরা কুলি, মজুরি কম পাই,
মৌলিক সব চাহিদার ভারে মনে শান্তি নাই।

আমরা শ্রমিক খেটেখুটে জীবন করি শেষ,
মালিক পক্ষ শোষণ করে থাকে সুখে বেশ।

মো. দিদারুল ইসলাম
পিতলগঞ্জ, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

মনের পশু

কোরবানি দাও মনের পশু,
দিলকে করো সাদা,
খোদার প্রিয় বান্দা হয়ে
জীবন চালাও সদা।

ত্যাগ করো লোভ-লালসা,
শুদ্ধ করো মন,
আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী
সবাই আপন জন।

ভুলে যাও সব হিংসা-বিদ্বেষ,
মিলাও কাঁধে কাঁধ,
ন্যায়ের পথে চলতে শিখো
বাড়াও ভালোবাসার হাত।

কোরবানি দাও প্রাণ খুলে,
নিয়ত সহিহ করে,
প্রিয় বস্তু দাও বিলিয়ে
মহান রবের তরে।

মো. জিল্লুর রহমান
সভাপতি, তৃণমূল বেতার শ্রোতা তথ্য ক্লাব
আবদুল্লাহ সড়ক, কাশিপুর, বরিশাল

শান্তির সুর

শান্তির ছোঁয়ায় মন মাতানো আমার ছোট্ট এই প্রাণ,
সবুজ ঘাসের শিশির মেখে গাইছে ভোরের গান।
শান্তির সুরে মন মেতেছে, কাটবে না ঘোর দিন–
হৃদয়-বীণায় বাজছে ছন্দ, ঘুচছে সকল ঋণ।
খুশিতে আজ আত্মহারা, বইছে সুখের ধারা,
লক্ষ্যপানে সব স্বপ্নরা আজ দিচ্ছে আমায় ধরা।
খুঁজছি যখন আঁকাবাঁকা অচেনা কোনো পথ,
হৃদয় মাঝে দিচ্ছে সাহস আগামীর জয়রথ।
চাইছি আমি সব জাতি আজ মিলেমিশে হোক এক,
বিভেদ ভুলে ভালোবাসায় কাটুক মনের মেঘ।
ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ভুলে মানুষ সত্য সার,
একই অঙ্গে একই রক্ত, হৃদয় সবার একাকার।
করি না মোরা জাতির বিচার, এক যে মানবজাত,
বিশ্বজোড়া প্রেমের টানে মিলিয়ে দিলাম হাত।
বিভেদ-বিষাদ দূরে ঠেলে শান্তির খোঁজ নাও,
হৃদয়-দুয়ার খুলে দিয়ে প্রীতির দীপ জ্বালাও।
শান্তির সুরে বিভোর আজি হৃদয়ের ঝংকার,
হৃদয় মাঝে বইছে জোয়ার, নতুন এক আকার।

পিয়াস সরকার (দেব)
চামরদানী, মধ্যনগর, সুনামগঞ্জ

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হামের প্রকোপ দেখা দিয়েছে

হাম থেকে শিশুদের সুরক্ষিত রাখতে যা জানতে হবে ও যেসব আচরণ মেনে চলতে হবে

আপনার শিশু কি শরীরে লালচে দানাসহ জ্বরে ভুগছে?

এটি হাম হতে পারে

হাম কী?

- হাম একটি ভাইরাসজনিত সংক্রমিত রোগ, যা শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সাময়িকভাবে নষ্ট করে দেয়
- ফলে হামের জটিলতা হিসেবে পরবর্তী সময়ে প্রায়ই নিউমোনিয়া, মারাত্মক ডায়রিয়া, অপুষ্টি, মস্তিষ্কের প্রদাহসহ নানা রকম জটিলতা দেখা দিতে পারে, এমনকি শিশুর মৃত্যুও হতে পারে

হাম রোগের লক্ষণ

উচ্চ জ্বর
(৩-৫ দিন থাকতে পারে)

শরীরে লাল ফুসকুড়ি
(প্রথমে মুখে, পরে সারা শরীরে ছড়ায়)

কাশি

নাক দিয়ে পানি পড়া

চোখ লাল হওয়া বা পানি পড়া

খাওয়ার অনীহা বা দুর্বলতা

কীভাবে ছড়ায়?

একজন আক্রান্ত রোগীর কাশি, হাঁচির মাধ্যমে তার সংস্পর্শে আসা অন্যদের মধ্যে খুব দ্রুত ছড়ায়

আপনার শিশু আক্রান্ত হলে কী করণীয়?

- আক্রান্ত শিশুকে অন্যদের থেকে আলাদা রাখুন
- দ্রুত নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিন
- ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ঔষধ খাওয়াবেন না
- আক্রান্ত শিশুর পরিচর্যার সময় সংক্রমণ থেকে সুরক্ষার জন্য মাস্ক ব্যবহার করুন
- আক্রান্ত শিশুকে স্পর্শ করার আগে ও পরে সাবান ও পানি দিয়ে দুই হাত ভালোভাবে ধুয়ে নিন

আক্রান্ত শিশুর যত্ন

এ সময় আক্রান্ত শিশুর খাবার, পানীয় ও অন্যান্য স্বাভাবিক পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে

যেসকল শিশু বুকের দুধ পান করে - তাদেরকে নিয়মিত বুকের দুধ খাওয়ান

ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাবার, যেমন: গাজর, মিষ্টি কুমড়া, মিষ্টি আলু, পেঁপে, পালং শাক ও অন্যান্য সবুজ শাকসবজি খাওয়ান

পর্যাপ্ত পানি পান করান

কারা বেশি ঝুঁকিতে?

যেকোনো বয়সের মানুষের হাম হতে পারে, তবে ছোট শিশু যারা এখনো হাম-রুবেলা (এমআর) টিকা নেয়নি - তাদের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি

সুরক্ষার উপায়

হাম প্রতিরোধের একমাত্র কার্যকর উপায় সময়মতো শিশুর টিকা গ্রহণ নিশ্চিত করা।

- শিশুর বয়স ৯ মাস পূর্ণ হলে হাম-রুবেলা (এমআর) ১ম ডোজ এবং
- ১৫ মাস পূর্ণ হলে ২য় ডোজ টিকা নিশ্চিত করুন

২ বছরের কম বয়সি যে সকল শিশু হাম-রুবেলা (এমআর) টিকা এখনো গ্রহণ করেনি, তাদের জন্য অতি দ্রুত এই টিকা নিশ্চিত করুন

নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রমে হাম-রুবেলা (এমআর) টিকা দেওয়া হয়। আপনার নিকটস্থ ইপিআই টিকাদান কেন্দ্র থেকে শিশুর টিকা নিন।

মনে রাখবেন: সম্পূর্ণ সুরক্ষা পেতে আপনার শিশুকে অবশ্যই সময়মত দুই ডোজ টিকা দিতে হবে।

হামের সংক্রমণ রুখে দিতে আপনার দ্রুত পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। আপনার শিশুকে সুরক্ষিত রাখতে অনুগ্রহ করে এই কাঙ্ক্ষিত আচরণগুলো মেনে চলুন। আপনার পরিবার ও প্রতিবেশীদের এই তথ্যগুলো জানিয়ে দিন এবং তাদেরও এসব আচরণ মেনে চলতে উৎসাহিত করুন।

World Health Organization Bangladesh | Gavi The Vaccine Alliance | unicef সকল শিশুর জন্য

১২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে তথ্য অধিকার ফোরাম কোর গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। এ সময় প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী ও সচিব মাহবুবা ফারজানা উপস্থিত ছিলেন

২৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী সচিবালয়ে তথ্য অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে আইপি টিভি মালিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টা ডাঃ জাহেদ উর রহমান উপস্থিত ছিলেন

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপনকে বাংলাদেশ বেতারে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন মহাপরিচালক এ এস এম জাহীদ

বেতারবাংলা রেজি: নং ডি-এ/৭ • বর্ষ ৫৪ • সংখ্যা-১ • বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩